শিলিগুড়ি ১৭ ফাল্গুন ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 2 March 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 282

জেতার সংকল্প নীতিনের মুখে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১ মার্চ : এবছর দু'বার হোলি খেলার কথা জানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। একবার ৪ মার্চ, আর ভোটে বিজেপি জেতার পর তিনি কর্মীদের আরেকবার হোলি খেলার পরামর্শ দিয়েছেন। নীতিন রবিবার কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে জনসভা করার পর পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার সূচনা করেন। সেখান থেকে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন। ১৬ মিনিটের বক্তব্যে কাটমানি, মহিলাদের নিরাপত্তার অভাব, অনুপ্রবেশের সমস্যা সহ তৃণমূল আমলের নানা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি সরব হন। তবে এদিন পরিবর্তন যাত্রার সূচনা হলেও ট্যাবলোর চাকা গড়ায়নি। প্রথম দিন গুঞ্জবাড়ি পর্যন্ত সংকল্প যাত্রা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সব ট্যাবলো এসে না পৌঁছানোয় আনুষ্ঠানিক সূচনা হলেও যাত্রা শুরু করা যায়নি। ৫ মার্চ থেকে সংকল্প যাত্রা শুরু হবে বলে নেতারা জানিয়েছেন।

- বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন রবিবার কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে সংকল্প যাত্রার সূচনা করেন
- তবে এদিন পরিবর্তন যাত্রার সূচনা হলেও ট্যাবলোর চাকা গড়ায়নি, ৫ মার্চ থেকে সংকল্প যাত্রা শুরু হবে বলে নেতারা জানিয়েছেন
- তৃণমূলের দাবি, এদিন রাসমেলা মাঠে লোকই হয়নি। পদ্ম শিবিরের পালটা অভিযোগ, কর্মীদের সভাস্থলে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে

এদিকে, রাসমেলা মাঠে ওই মঞ্চে দাঁড়িয়েই বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য 'নো এসআইআর নো ভোট'-এর ডাক দেন। এখনও ভোটার তালিকার বহু নাম বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ সেগুলির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত বিজেপি নির্বাচন চাইছে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি বিজেপি চাইছে রাজ্যে নির্বাচন পিছিয়ে যাক? তা নিয়েও এদিন জল্পনা শুরু হয়েছে। এদিকে, প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় আদালতের অনুমতি নিয়ে বিজেপি এদিন দলীয় কর্মসূচি করে। তবে এদিন রাসমেলা মাঠে সেভাবে পুলিশের উপস্থিতি দেখা যায়নি। ভিড় সামলানোর কাজে স্বেচ্ছাসেবকদেরই দেখা গিয়েছে। রাসমেলা মাঠের পাশে ব্যাংচাতরা রোডের এক কোনায় পুলিশের গাড়ি দেখা গিয়েছে।

এদিন সকালে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব মদনমোহনবাড়িতে পুজো দেয়। এরপর দুপুরের দিকে রাসমেলা মাঠে সভার কাজ শুরু হয়। সেখানে ভাওয়াইয়াশিল্পী মণীন্দ্র বর্মনকে গান গাইতে দেখা যায়। বিজেপির জেলা, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

গোলাবর্ষণের মুহূর্তে। ইরানের তেহরানে (ওপরে)। পালটা হামলায় ধ্বংসস্তূপ ইজরায়েলের বেট শেমেশে।

খামেনেই খুনের বদলা নিতে প্রত্যাঘাত

বিধ্বস্ত তেহরান, তেল আভিভও

তেহরান, ১ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে অভূতপূর্ব রক্তক্ষয়ী অধ্যায়! ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুতে শেষ হয়নি হিংসার। মার্কিন ও ইজরায়েলি বাহিনীর নজিরবিহীন যৌথ বিমান হামলায় কার্যত ধূলিসাৎ ইরানের বিস্তীর্ণ এলাকা। ধ্বংসস্তূপে পরিণত দেশের রাজধানী তেহরান।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, মোট ৪৮ জন ইরানি নেতার এক আঘাতেই মৃত্যু হয়েছে। শনিবার নিহত হয়েছিলেন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজিজ নাসিরজাদে এবং সেনাপ্রধান আবদুল রহিম মৌসাভিও।

শনিবার রাতেই খামেনেই নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। রবিবার সেই দাবি স্বীকার করে নেয় ইরান। কিন্তু পালটা জানিয়ে দেয়, প্রত্যাঘাত হবে ভয়ংকর। প্রতিহিংসার সেই আক্রমণে রবিবার মৃত্যুর খবরও সরকারিভাবে স্বীকার করে নিয়েছে তেহরান। শনিবার শুরু হওয়া আক্রমণে ইজরায়েলের অগুনতি ঘরবাড়িতে আগুন জ্বলেছে।

সেদেশের আকাশপথে প্রতিরক্ষার গর্বের ব্যবস্থা আয়রন ডোমের প্রতিরোধ ভেঙে তেল আভিভের জনবসতিতে আছড়ে পড়েছে একের পর এক ইরানি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট অবশ্য রবিবার জানিয়েছেন, তিনি ইরানের নতুন নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি। ওঁদের কথাটা তারাতারি শুরু করা উচিত।

ইতিমধ্যে দু'তরফেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নিহতের সংখ্যা। ইজরায়েলি বায়ুসেনার বিবৃতি অনুযায়ী, ২৪ ঘণ্টায় আমেরিকার সাহায্যে ইরানে ১,২০০-র বেশি বোমা বর্ষণ করা হয়েছে। ইরানের ৩১টি প্রদেশের মধ্যে ২৪টিতেই ওই হামলা চলেছে।

ওই হামলায় ইরানে সরকারিভাবে মৃতের সংখ্যা ২০১। আহত ৭৪৭ জন। রবিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের সমাজমাধ্যমে দাবি করেন, ইরানের ৯টি যুদ্ধ জাহাজকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। জাহাজগুলো ডুবিয়েও দেওয়া হয়েছে।

চুপ করে নেই ইরানও। সেদেশের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ডের পক্ষ থেকে ইতিহাসের 'সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক' অভিযান করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কুয়েত এবং ইরাকে অন্তত ২৭টি মার্কিন ও ইজরায়েলি ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে তেহরান।

দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং ইজরায়েলের বেইত শেমেস এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

ক্যারিবিয়ান মিথ ভেঙে চুরমার

সঞ্জীবকুমার দত্ত

ওয়েস্ট ইন্ডিজ :১৯৫/৪
ভারত : ১৯৯/৫ (১৯.২ ওভারে)

কলকাতা, ১ মার্চ : উইনিং বাউন্ডারি হাঁকিয়েই হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়লেন।

দুই হাত আকাশের দিকে। ঐশ্বরিক ইনিংসে ভারতকে সেমিফাইনালে তুলে দিয়ে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা সঞ্জু স্যামসনের।

ভারতকে সেমিফাইনালে তোলার পর সঞ্জু স্যামসন। কলকাতায়।

ডাগআউটে গৌতম গম্ভীর জড়িয়ে ধরলেন সহকারী সীতাংশু কোটাককে। ইডেন গার্ডেন্সের স্পেশাল বক্সে জয় শা-দের ছোটখাটো উৎসব। কেরল বয়ের হাত ধরে নন্দনকাননে নীল সমুদ্রে আছড়ে পড়ল একের পর এক ঢেউ।

ঝুঁকিহীন, নিখুঁত, আত্মবিশ্বাসী পরিণত ক্রিকেটে যে মঞ্চ তৈরির কারিগর সঞ্জু। উইকেটকিপার-ব্যাটারের স্পেশাল ইনিংসে ভেঙে চুরমার টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের ক্যারিবিয়ান মিথ। বদলার ম্যাচে ৫০ বলে অপরাজিত ৯৭ রানের রূপকথার ব্যাটিংয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে গুঁড়িয়ে দিয়ে দলকে শেষ চারে তুলে দিলেন। ড্যারেন স্যামিরা নন, মুম্বইগামী বিমানে উঠছে টিম ইন্ডিয়াই। আর দুই ম্যাচ। যার প্রথম ধাপে ৫ মার্চ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড।

এরপর দশের পাতায়

রাজনীতি বুঝতে সঙ্গে মমতার বই

কলকাতায় রওনা হওয়ার আগে বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের বাড়িতে স্বপ্না বর্মন।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১ মার্চ : তিনি ক্রীড়াজগতের মানুষ। রাজনীতির ময়দানে নবাগত। কিন্তু হাতেখড়ি যখন হয়েই গিয়েছে, তখন রাজনীতির সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টায় কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন সদস্য স্বপ্না বর্মন। রাজনীতির পাঠ নিতে এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী এই অ্যাথলিট পড়ছেন দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা বৈঠকে যোগ দিতে রবিবার কলকাতা গিয়েছেন স্বপ্না। তাঁর সঙ্গে ছিল মমতার লেখা দুটি বই- স্যর ও দুয়ারে সরকার। স্বপ্নার কলকাতা যাত্রায় সঙ্গী হয়েছেন নমশুদ্র উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুল বৈরাগ্য। যাওয়ার আগে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের সঙ্গে বেলাকোবার বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন তিনি।

উত্তরের রাজনীতিতে এখন স্বপ্নাকে নিয়ে চলছে জোর চর্চা। তিনি কোন কেন্দ্রে প্রার্থী হবেন, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে তার আগে নিজেকে প্রস্তুত করছেন স্বপ্না। তাঁর কথায়, 'সবে রাজনৈতিক জীবন শুরু হল। সেই ২০২২ সালে এমএ পাশ করার পর আর বইপত্র পড়া হয়নি। কিন্তু তৃণমূলে যোগ দিয়ে মনে হচ্ছে দায়িত্ব বাড়তে চলেছে। তাই দিদির লেখা বইপত্র নিয়ে রওনা দিয়েছি। সময় বের করে এই বইগুলো পড়ে ফেলব।' এছাড়া দলের তরফে তাঁকে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও বিরোধী শিবিরের বিষয়ে বেশকিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে। সেগুলোও তিনি পড়বেন বলে জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বই পড়ার পাশাপাশি রাজনীতির মারপ্যাঁচ বুঝতে জেলার অভিজ্ঞ নেতাদের থেকেও পরামর্শ নিচ্ছেন স্বপ্না। তিনি বলেন, 'আমি রাজনীতিতে নেমেই অনেক অভিভাবককে পাশে পেয়েছি। আমি তাঁদের মেয়ের বয়সি। তাঁদের থেকেই পরামর্শ নিচ্ছি।' স্বপ্নার সফরসঙ্গী মুকুলের বক্তব্য, 'স্বপ্না এখন নিজেকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি করছে। আমরা যতটুকু পারছি পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি।' খগেশ্বরের সঙ্গে দেখা করার পর তিনিও স্বপ্নার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন।

অভিষেক তৃণমূলের এসসি-ওবিসি নেতাদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছেন। স্বপ্না বাকিদের সঙ্গে পরিচয়পর্ব সারবেন। তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আরও তৎপরতার সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক কর্মসূচি শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন। শনিবার রাতের দিকে স্বপ্না এই বৈঠকের

অভিষেকের ডাকে ফের কলকাতায় স্বপ্না

বিষয়ে জানতে পারেন। তার আগে তিনি শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে ফুলবাড়ি-ডাবগ্রাম কেন্দ্রে দলের শ্রমিক সংগঠনের সংবর্ধনা সভায় যোগ দেন। কালিয়াগঞ্জের বাড়িতে ফেরার পর দলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ স্বপ্নার বাড়ি যান। তাঁর সঙ্গেও অনেক কথা হয় স্বপ্নার। মহুয়া বলেন, 'আমি স্বপ্নাকে অভিনন্দন জানিয়েছি।'

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে স্বপ্না যে প্রার্থী হবেন তা কার্যত নিশ্চিত। কিন্তু জলপাইগুড়ির কোনও আসন নাকি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি থেকে ঘাসফুল প্রতীকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। স্বপ্নার বক্তব্য, 'অতীতে আমার মতো অনেক অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে তৃণমূল প্রার্থী করেছে। তাঁদের সেই কেন্দ্রে পরিচিতি ছিল না। কিন্তু তৃণমূল জিতিয়ে এনেছে। তাই শুধু এসসি সংরক্ষিত আসন নয়, সাধারণের জন্য সংরক্ষিত আসন থেকেও দল আমাকে প্রার্থী করতেই পারে। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।'

মণি দার্নাল আর নেই

বীরপাড়া ও নাগরাকাটা, ১ মার্চ : রবিবার ভোররাতে প্রয়াত হলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (আইএনটিইউসি) রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক মণিকুমার দার্নাল (৬৯)। একইসঙ্গে ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কের (এনইউপিডব্লিউইউ) কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন মণিকুমার। বীরপাড়ার সুভাষপল্লির বাসিন্দা মণিকুমার ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে প্রথমে বেঙ্গালুরুতে এবং পরে মাসখানেক ধরে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির প্রাক্তন সভাপতি মণিকুমার পাঁচ দশক ধরে জড়িয়ে ছিলেন চা শ্রমিক সংগঠনে। এলএম প্রধান, ঈশ্বর তিরকি, মিলন ভট্টাচার্যদের হাত ধরে ট্রেড ইউনিয়নে হাতেখড়ি হয় তাঁর।

নাগরাকাটার কুর্তি পরিবারের চা শ্রমিক পরিবারের ছেলে মণিকুমার তৎকালীন কংগ্রেস নেতা রথীন দে'র হাত ধরে ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। স্কুলজীবন শেষে জলপাইগুড়ির কলেজে ভর্তি হন। সেখানে সমীর রায়ের হাত ধরে প্রথমে তিনি পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সভায় যোগ দেন। সমীরের

মণিকুমার দার্নাল।

মাধ্যমে তিনি জার্মানিতে একটি প্রতিষ্ঠানে আট মাস ট্রেড ইউনিয়ন করার পন্থায় প্রশিক্ষণ নেন। পরে এনইউপিডব্লিউইউয়ে যোগ দেন। এলএমদের পর উত্তরবঙ্গে মণিকুমার ছিলেন আইএনটিইউসির অন্যতম মুখ। ২০১৯ সালে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছিলেন। তাঁর একসময়ের সহকর্মী মান্নালাল জৈনের কথায়, 'চা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি চা শিল্প রক্ষায় মণিকুমারের অবদান ভোলার নয়। তাঁর প্রয়াণে চা বলয়ে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা বড় শূন্যতা তৈরি হল।' মৃত্যুকালে মণিকুমার তাঁর স্ত্রী এবং এক কন্যাকে রেখে গিয়েছেন।

চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চালুর দাবিতে আগাগোড়াই আন্দোলন করেছিলেন মণিকুমার। তাঁকে মিনিমাম ওয়েজ কমিটির সদস্য করা হয়েছিল। আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রাম অবতার শর্মা বলেন, 'চা শিল্প সমস্যায়। এসময় মণিকুমারের মতো শ্রমিক নেতার মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হল।' তাঁর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান নাগরাকাটার প্রাক্তন বিধায়ক জোসেফ মুন্ডা, এনইউপিডব্লিউইউয়ের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাধন বোস, আইএনটিইউসির কোচবিহার জেলা কমিটির সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার প্রমুখ।

নানা রং বাজারে। রবিবার শিলিগুড়িতে। -সূত্রধর

সীমান্তে ধৃত দুই বাংলাদেশি

মেখলিগঞ্জ, ১ মার্চ : অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপারের চেষ্টার অভিযোগে শনিবার দুই বাংলাদেশি তরুণকে গ্রেপ্তার করে বিএসএফ। ধৃতরা হলেন মহম্মদ সইফুল ইসলাম (২০) এবং মহম্মদ সোয়ান ইসলাম (১৯)। তাঁদের মধ্যে সইফুলের বাড়ি বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় আর সোয়ানের বাড়ি কুমিল্লা জেলায়।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার জলপাইগুড়ি সেক্টরের অধীন ১৭৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের ভোটবাড়ি সীমা চৌকির জওয়ানরা সীমান্তে নজরদারি চালাচ্ছিলেন। সেসময় দুই তরুণকে সীমান্ত পারাপারের চেষ্টা করতে দেখে আটক করেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, ধৃত সোয়ান গতবছর অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ থেকে নেপালে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ভিসা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। অভিযোগ, ভিসা সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার জন্য নেপালের একটি দালালচক্রের হাতে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিলেও আর তা ফেরত পাননি। এরপর উপায়ান্তর না দেখে চোরাপথে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

অন্যদিকে, সইফুল ইসলাম গত বছরের ডিসেম্বর মাসে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে শিলিগুড়িতে এসে দিনমজুরের কাজ করছিলেন বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে তিনি দেশে ফেরার চেষ্টা করেন। সেই সময় সীমান্ত পেরোতে গিয়ে শনিবার বিএসএফের জালে ধরা পড়েন তিনি।

ধৃত দুই তরুণকে শনিবারই কুচলিবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রবিবার তাঁদের মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

৯৫ শতাংশ গাছে মুকুল, খুশি আমচাষিরা

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১ মার্চ : আম কার না প্রিয়। আর সেই আম যদি হয় মালদার! গত বছরের আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা কাটিয়ে এ বছর জেলায় আমের বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে। জেলার উদ্যানপালন দপ্তর এবং আমচাষিদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এ বছর আবহাওয়া আম চাষের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। জেলার প্রায় ৯৫ শতাংশ আম গাছেই মুকুলের সমারোহ দেখা দিয়েছে। যা গত কয়েক বছরের তুলনায় অনেকটাই বেশি বলে মনে করা হচ্ছে।

এ বছর ঠিক সময়ে শীতের বিদায় এবং কুয়াশার স্থায়িত্ব কম থাকায় মুকুলের গুণমান অত্যন্ত ভালো। উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিকদের মতে, অন্য বছর এই সময়ে কুয়াশা বা পোকার উপদ্রব দেখা দিলেও এবার আকাশ পরিষ্কার থাকায় মুকুল ঝরে পড়ার ভয় নেই। জেলাজুড়ে মোট ৩১ হাজার ৮১০ হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়। বিশেষ করে পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর, মুচিয়া, আদমপুর ও রায়পুরে বাগানগুলি এখন আম্রমুকুলের গন্ধে ম-ম করছে।

জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর সামন্ত লায়েক এ বছর আমের ফলন নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। তিনি বলছেন, 'গত বছর ফেব্রুয়ারিতে মুকুল আসতে দেরি হলেও এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অধিকাংশ গাছেই মুকুল চলে এসেছে। যদি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে হালকা বৃষ্টি হয়, তবে আমের ফলন আরও ভালো হবে। বৃষ্টির ফলে মুকুল পরিষ্কার হবে এবং দ্রুত গুটি বেরিয়ে আসবে।' তাঁর আরও সংযোজন, বড় ধরনের ঝড় বা শিলাবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে এবার মালদায় আমের রেকর্ড ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে।

পুরাতন মালদার সাহাপুরের প্রবীণ আমচাষি সুবল মণ্ডল বলেন, 'আমার তিন বিঘা বাগানে ল্যাংড়া, আসিনা ও ফজলি গাছ রয়েছে। এবার প্রত্যেকটি গাছেই ভরপুর মুকুল এসেছে। কুয়াশা না থাকায় মুকুলে কালো দাগ ধরেনি। রোগ, পোকার উপদ্রবও প্রায় নেই। সঠিক সময়ে পরিচর্যা ও স্প্রের কাজ চলছে। এখন কেবল বড় কোনও ঝড়-বৃষ্টির ভয়, তা না হলে এবার ভালো লাভের মুখ দেখব।' নারায়ণপুরের বাসিন্দা মণিরুল ইসলাম বলছেন, 'জলঙ্গা বাগানে আম গাছে মুকুল ভালো রয়েছে। তবে বৃষ্টি পড়লে গুটি নজরে আসত। এই সময় দুই-এক ফোঁটা বৃষ্টি প্রয়োজন। তাছাড়া আম গাছের পাতায় এবং গোড়ায় দুটোতেই জল খুব দরকার।'

বর্তমানে পুরাতন মালদার বাগানগুলিতে চলছে জোরকদমে পরিচর্যার কাজ। চাষিরা মুকুল বাঁচাতে কৃষি দপ্তরের পরামর্শ মেনে প্রয়োজনীয় ওষুধ ব্যবহার করছেন। যদি আবহাওয়া এমনভাবেই সহায় থাকে, এবং সপ্তাহখানেকের মধ্যে হালকা বৃষ্টি হলে তবে মালদার অর্থকরী এই ফসল এ বছর জেলার অর্থনীতিতে বড়সড়ো জোয়ার আনবে বলে মনে করা হচ্ছে।

গাঁজা সহ মহিলা গ্রেপ্তার

কোচবিহার, ১ মার্চ : গাঁজা সহ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। রবিবার কোচবিহার শহর লাগোয়া দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি এলাকা থেকে টুসি দাস নামে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ধৃতের কাছে থাকা চারটি ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১৯ কেজি ৩৭০ গ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত হয়। অভিযানে সিআই (সদর) রিয়াদ সুব্বা, পুণ্ডিবাড়ি থানার ওসি রাহুল তালুকদার উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

ছেলেধরা সন্দেহ

রায়গঞ্জ, ১ মার্চ : ছেলেধরা সন্দেহে এক তরুণীকে আটকে রেখে রায়গঞ্জ থানার হাতে তুলে দিল উত্তেজিত জনতা। রবিবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে মাড়াইকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিটি এলাকায়। স্থানীয়রা জানান, এলাকায় ইদানীং ছেলেধরার আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এরই মধ্যে ওই অচেনা তরুণী এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর কথায় সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। এলাকাবাসী তাঁকে আটকে রেখে বেধড়ক মারধর করে। ওই তরুণীর নাম বিলকিস জাসমিন। বাড়ি মালদা কলিগ্রামে।

লরি পিষল সাইকেল আরোহীকে

কালিয়াচক, ১ মার্চ : জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল সাইকেল আরোহী শ্রমিকের। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচকের জালালপুর পঞ্চায়েতের ডাঙ্গা স্ট্যান্ড এলাকায়। মৃতের নাম শায়েদ শেখ (৪৫)। বাড়ি কালিয়াচকের জালালপুরের নীচের কান্দি লতিফপুরে। ডাঙ্গা স্ট্যান্ডের কাছে রাস্তা পার হতে গিয়ে একটি লরি তাঁকে পিষে দেয়। ঘটনার পর ব্যাপক যানজট হয়। পরে কালিয়াচক থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। লরিটিকে আটক করা হয়েছে।

কর্মখালি

Required Teachers in an Eng. Med. Co. ED. School for Hindi, English, Nepali, Philosophy, Sociology, Economics, Math, Accountancy, Pol. Sc (Must be B.Ed.) Vanue : Santa Uma School Behind Vega Circle, Sevoke Road, Siliguri. Timing : 9.00 A.M. to 2.00 P.M. on 8th March 2026. Contact : 9832095754/ 9832912345. (C/120492)

হারানো/প্রাপ্তি

গত 24.02.26 তারিখে আমার একটি দলিল (নং- 3858) হারিয়ে গেছে যার দাগ নং - 59, খতিয়ান নং- 1131, জে.এল নং- 081. কোনও সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান পেলে জানান। সুশীল চন্দ্র রায়, পিতা- উপেন্দ্র নাথ রায়, হেমতাবাদ, উঃদিঃ। (8001137799) (C/120962)

●

পুটিমারি লার্জ সাইজ কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড-এর ওয়ার হাউস লাইসেন্স (No- 723) হারিয়ে গিয়েছে। কেউ পেয়ে থাকলে দয়া করে জানান দিনহাটা থানায় অথবা সংস্থার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সুব্রত সিংহকে। M : 7076076760. (S.M)

অ্যাফিডেভিট

I Smt. Debjani Ghosh D/o Late Subodh Chandra Ghosh W/o Shri Bidyut Narayan Das residing at 107, Milan Mandir Road, Subhaspally, P.O & P.S - Siliguri, District - Darjeeling, Pin- 734001, West Bengal shall henceforth be known as Smt. Debjani Ghosh Das as declared before the First Class Judicial Magistrate, Siliguri Court, Darjeeling, West Bengal vide affidavit no- 3824 Dated 08-08-2025. Smt. Debjani Ghosh and Smt. Debjani Ghosh Das both are same and identical person. (C/120961)

●

আমি Md Babu Hoque, Vill- Gobindapur P.O. Mokdumpur, P.S- English Bazar, Dist- Malda, আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No. B-2021 : 19-90030-002733, Dt- 2/03/2021 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 31/12/25-এ E.M মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Samiya Khatun থেকে Saniya Parvin করা হল যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M-115473)

●

আমি Sadhana Bhattachariya @ Bhattacharya আমার স্বামীর মৃত্যু শংসাপত্র হারিয়ে যাওয়ায় গত 20.02.2026 তারিখে J.M. 1st. Class কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে স্বামী Suhrid Bhattacharjee এবং Nitai Bhattacherjee এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলেন। (C/120820)

●

গত ২৬/০২/২০২৬ JM, 1st ক্লাস কোচবিহার কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে আমি Hemant Jain-এর পরিবর্তে Hemant Sand নামে পরিচিত হলাম (Aadhaar No. 344628139105)। Hemant Sand ও Hemant Jain এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। হেমন্ত সান্ড, পিতা- মৃত সোহমলাল সান্ড, 678, আর.আর.এন. রোড, পোঃ+জেলা- কোচবিহার- ৭৩৬১০১, পঃবঃ।

KENDRIYA VIDYALAYA GC CRPF SILIGURI

Walk-in interview

For the Session 2026-27, Kendriya Vidyalaya GC CRPF Siliguri is going to conduct Walk-in-interview for the appointment on purely contractual basis in respective categories : TGT (English, Science, Sanskrit & Special Educator), PRT, Computer Instructor & Games Coach on 19.03.2026 in KV GC CRPF Siliguri. Interested and Eligible candidates may appear for the interview from 08.00 A.M. to 08.30 A.M. For detailed information, see the Vidyalaya website : **www.crpfsiliguri.kvs.ac.in**

Principal

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB- 63 20120864568 আমার এবং বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 25-2-26, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Sri Nirmal Roy, S/o- Satish Roy এবং Nirmal Ch. Roy, S/o. Satish Ch. Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। উপরোল্লিখিত ড্রাইভিং লাইসেন্সে Nirmal Ch. Roy, S/o Satish Ch. Roy-এর পরিবর্তে Sri Nirmal Roy, S/o. Satish Roy প্রতিষ্ঠা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ও পোঃ চাউডাঙ্গা, থানাঃ কোতোয়ালি, বর্তমানে পুণ্ডিবাড়ি, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/119595)

●

আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্রের আমার নাম Bishu Chandra Roy আছে। গত 18.12.2025 তারিখে J.M 2nd কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে, অ্যাফিডেভিট বলে Bishu Ch. Roy এবং Bishu Chandra Roy একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/120821)

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

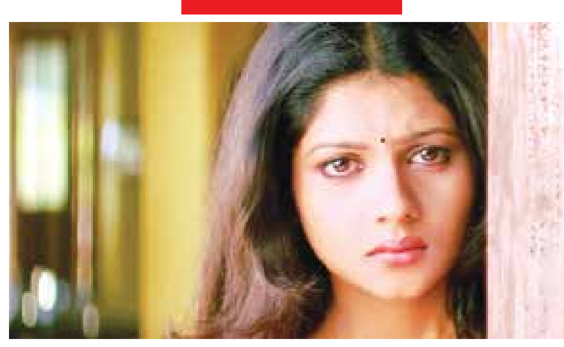
আই লভ ইউ দুপুর ১.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ চ্যাম্প, দুপুর ১.৩০ পাওয়ার, বিকেল ৪.৩০ শ্রীমান ভূতনাথ, সন্ধে ৭.৩০ কিশমিশ, রাত ১০.৩০ লাভেরিয়া

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, দুপুর ১.০০ আই লভ ইউ, বিকেল ৪.০০ আক্রোশ, সন্ধে ৭.১৫ দাদাঠাকুর, রাত ১০.৩০ নীল আকাশের চাঁদনি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ চুড়িওয়ালা, বেলা ১১.৩০ ভালোবাসি তোমাকে, দুপুর ২.৩০ রূপবান, বিকেল ৫.০০ পূজা, রাত ৮.০০ আক্রোশ, ১১.০০ আপন আমার আপন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘরের লক্ষ্মী

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.০০ অস্ত্র, ২.৪০ দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে, সন্ধে ৬.৫০ মেহন্দি, রাত ১১.৩০ নমক হলাল

সোনি ম্যাক্স টু : দুপুর ১.০৭ ক্ষত্রিয়, বিকেল ৪.৩০ হুইল অফ ফরচুন ফর্ম্যাট, রাত ১১.১০ গর্দিশ

স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১.৪০ সূরয়া'স স্যাটারডে, বিকেল ৫.২৭ দৃশ্যম, রাত ৯.০০ দৃশ্যম-টু, ১১.৪৫ ভিআইপি-টু হুইলার

জি বলিউড : বেলা ১১.০৭ হেনা, দুপুর ২.০১ খুদগর্জ, বিকেল ৫.০৩ ঘায়েল, সন্ধে ৭.৫৫ ক্রান্তিবীর, রাত ১০.৪৫ আশিক

সূরয়া'স স্যাটারডে দুপুর ১.৪০
স্টার গোল্ড টু

প্রিডেটর রাত ৮.৪৫
স্টার গোল্ড থ্রিলস

টাইগার গার্ডস অফ কানহা সন্ধে ৭.৫৭ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আশাতীত সাফল্য পাবেন। সম্পত্তি নিয়ে আইনি ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। বৃষ : কর্মস্থানে কাজের চাপ বাড়লেও পদোন্নতির সম্ভাবনা আছে। আজ পথঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। পড়াশোনায় সাফল্য। মিথুন : কথাবার্তা মেপে না বললে সংসারে অশান্তি অনিবার্য। ব্যবসায় ভালো যোগাযোগ হতে পারে। বাড়ির কোনও সদস্যের শারীরিক কারণে আর্থিক খরচ বাড়বে। কর্কট : স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তির অংশীদার হওয়ার সম্ভাবনা। শরীরের ব্যথাবেদনা বৃদ্ধি পাবে। অপ্রত্যাশিত কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। সিংহ : বন্ধুদের সঙ্গে অকারণে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে মানসিক চাপ। বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। কোনও গুণীজনের সংস্পর্শে এসে মানসিক শান্তি পাবেন। কন্যা : কোনও আত্মীয়ের প্ররোচনায় দাম্পত্যে অশান্তি। বাড়ি সংস্কার নিয়ে বাবার সঙ্গে তর্কবিতর্ক। কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগসুবিধা পেতে পারেন। তুলা : নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারেন। পড়ুয়াদের সাফল্য বজায় থাকবে। বৃশ্চিক : বাড়ির লোককে না জানিয়ে জমি, বাড়ি কেনাবেচা করবেন না। আপনার দূরদর্শিতার অভাবে ব্যবসায় ক্ষতি। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে না পারলে সমস্যা বাড়বে। ধনু : প্রেমে দোলাচল থাকবে। কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহায়তায় উপকৃত হবেন। মকর : রাজনীতিতে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। আজ লটারিতে প্রাপ্তিযোগ। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে চমকপ্রদ সাফল্য মিলবে। বিকেলের পর বাড়িতে কোনও ধার্মিক ব্যক্তি আসতে পারেন। মীন : কাউকে জ্ঞান দিয়ে অপমানিত হতে পারেন। সংসারে আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। উচ্চশিক্ষার পড়ুয়াদের আর্থিক বাধা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৭ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ১১ ফাল্গুন, ২ মার্চ, ২০২৬, ১৭ ফাগুন, সংবৎ ১৪ ফাল্গুন সুদি, ১২ রমজান। সূঃ উঃ ৬।৪ অঃ ৫।৩৬। সোমবার, চতুর্দশী সন্ধ্যা ৫।৪৪। অশ্লেষানক্ষত্র দিবা ৭।৫৫। অতিগণ্ডযোগ দিবা ১২।৩৪। গরকরণ প্রাতঃ ৬।১৯ গতে বণিজকরণ সন্ধ্যা ৫।৪৪ গতে বিষ্টিকরণ শেষরাত্রি ৫।২১ গতে ববকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ৭।৫৫ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, সন্ধ্যা ৫।৪৪ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৭।৩০ গতে ৮।৫৭ মধ্যে ও ২।৪৩ গতে ৪।১০ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৬ গতে ১১।৫০ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- বিবাহ-শেষরাত্রি ৫।২১ গতে ৬।৩ মধ্যে কুম্ভলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার নিশিপালন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৬ মধ্যে ও ১০।৩০ গতে ১২।৫৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৩ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ১১।১৯ গতে ২।২৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২০ গতে ৪।৫৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিজের জমি ফেরাতেও নজরানা

দুটি পাতা একটি কুঁড়ির সবুজ নয়, রুক্ষ-ধূসর এখন চোপড়ার বিস্তীর্ণ প্রান্তর। যেখানে একসময় একের পর এক চা বাগান তৈরি হয়েছিল প্রচুর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা জাগিয়ে। সিন্ডিকেটরাজের সুবাদে সেখানকার বাতাসে এখন শুধুই হাহাকার ও আক্ষেপ। শেষ কিস্তি

অরুণ ঝা

চোপড়া, ১ মার্চ : ছোটখাটো মালিক নয়, ডানকানস-এর মতো শিল্প সংস্থার হাতে ছিল একরের পর একর চায়ের আবাদ। অতি পরিচিত এই চা শিল্পগোষ্ঠীকেও পাততাড়ি গোটাতে হয় সিন্ডিকেটরাজের দৌরাত্ম্যে। চোপড়ার কাছে দাসপাড়ার লালবাজার থেকে ধনীরহাট বিএসএফ ক্যাম্পকে ডান হাতে রেখে একটু এগোলে ঘিরনিগাঁও অঞ্চলের রাহিদাগছে এখন ধ্বংসস্তূপ।

প্রায় সাত একর জমিতে তৈরি ডানকানস কোম্পানির চা ফ্যাক্টরির ইট পর্যন্ত লুটপাট হয়ে গিয়েছে। এলাকাটিতে এখন গোরু চরে। স্থানীয়রা জানালেন, ফ্যাক্টরির মূল্যবান জিনিসপত্র লরিতে করে নিয়ে গিয়েছেন প্রভাবশালী দাদারা। সেই দাদা কারা, প্রকাশ্যে বলতে ভয় পান স্থানীয়রা। কিন্তু তাঁরা জানাতে ভোলেন না, ফ্যাক্টরি লুটপাটে যাঁরা ইট পর্যন্ত রেয়াত করেন না, 'সোনার ডিম পাড়া হাঁস' একরের পর একর চা বাগানের জমি দখল, বিক্রিতে সেই জমি মাফিয়াদের দাপট রুখবে কার সাধ্যি!

চোপড়ার ঘিরনিগাঁও, লক্ষ্মীপুর এবং ইসলামপুরের পাটাগড়া এলাকায় গড়ে উঠেছিল ডানকানসের এই বিশাল সাম্রাজ্য। প্রায় আট বছর আগে কোম্পানি বাগান ফেলে চলে যাওয়ার পর সেই সাম্রাজ্যে এখন জাঁকিয়ে বসেছে সিন্ডিকেটরাজ। যাদের দাপটে কেউ সব ফেলে ভিনরাজ্যে হয়েছেন পরিযায়ী শ্রমিক। কাউকে আবার ডানকানস-কে দেওয়া নিজের জমি ফেরত নিতে টাকা গুনতে হচ্ছে সিন্ডিকেটকে। তাও পুরো জমি ফিরে পাওয়ার জো

ডানকানসের চোপড়ার চা ফ্যাক্টরি বর্তমানে ধ্বংসস্তূপ ও গোচারণ ভূমি।

নেই।

অথচ সিন্ডিকেটের সৌজন্যে শাসকদলের স্থানীয় চুনোপুঁটি নেতারাও আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছেন। মণ্ডলবস্তিতে আসিরুল হকের কাছে জানা গেল জমি লুটপাটের কৌশল। তিনি বলেন, 'ডানকানস-কে আমাদের তিন বিঘা জমি দেওয়া ছিল। কিন্তু বাগান বন্ধ হওয়ার পর সেই জমি ফেরত পাইনি। নেতারা মাত্র ২৮ কাঠা জমি ফিরিয়ে দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তার জন্য ২০ হাজার টাকা দিতে হয়েছে আমাদের।'

বাকি জমি? কান্না ঝরে পড়ে আসিরুলের চোখে, 'বাকি ৩২ কাঠা ওরা হজম করে দিল।' নিজের জমি ফেরত পেতেও টাকা? আসিরুল জানালেন, যাঁরা বাগানের স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন, তাঁরা জমি ফেরত নিলে রেট হল প্রতি ১৪ কাঠায় ১০ হাজার টাকা। অস্থায়ী শ্রমিক হয়ে থাকলে সাত কাঠা জমির জন্য রেট পাঁচ হাজার টাকা।

ফেরত না দেওয়া বিপুল জমিতে এখন কেনাবেচার বিশাল কারবার। রাহাদিয়াগছ থেকে মণ্ডল বস্তি যাওয়ার পথে গ্রামীণ সড়কের পাশে বাগান উপড়ে জমি বিক্রির এই চক্র সক্রিয়। স্থানীয় একজন জানালেন, এই কেনাবেচায় কাঠাপ্রতি দর ওঠে ৭০ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

এইসব আলোচনার মাঝে বাইক স্টার্ট করে চলে যাওয়ার সময় আশারু বস্তির একজন বলে গেলেন, 'চোপড়ার দাদাদের হাতযশে চা শিল্প এখানে ক্রাইম শিল্প।' বাংলা ও ইতিহাসে ডাবল এমএ পাশ আহসান আলির কথায় ক্ষোভের আগুন। তিনি বলেন, 'ডানকানস বাগান করার সময় আমার পূর্বপুরুষ তিন বিঘা জমি দিয়েছিল। কোম্পানি চলে যাওয়ার পর মাত্র দেড় বিঘা পেয়েছি ২০ হাজার টাকা দিয়ে। অথচ আমরা তৃণমূল করি।'

সাহস করে আহসান জানতে চেয়েছিলেন, 'টাকা কেন দেব?' উত্তর মিলেছিল, 'এলাকায় থাকতে হলে বেশি লাফাবি না।' আহসানদের আরও দেড় বিঘা জমি সিন্ডিকেটের দাদারা নিয়েছেন। আহসান বলেন, 'ওই জমি চড়া দরে অন্য কাউকে বিক্রি করবে। বড় বড় মাথা যুক্ত বলেই এসব চলে।' এসব অভিযোগ অবশ্য মুখ মুছে অস্বীকার করছেন এলাকার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমান। তিনি অন্য তথ্য বললেন, 'ডানকানস চলে যাওয়ার পর শ্রমিকরাই তো কমিটি বানিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে বাগান চালাচ্ছে। নেতাদের যুক্ত থাকার প্রশ্নই আসে না।' রাহাদিয়াগছ গ্রামে গিয়ে কিন্তু ভিন্ন ছবি জানা গেল হামিদা খাতুন, সবুরা খাতুন, জাহেদা, বাবলি খাতুনদের কথায়। তাঁরা সবাই ডানকানস-এর ফ্যাক্টরিতে স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন। তাঁদের আরেক সহযোগী খতেদননেশা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সব লুটেপুটে খেয়েছে মশাই।'

প্রতিবাদ একেবারে হয়নি, তা নয়। এলাকাবাসী হামিদুল ইসলাম বলেন, 'ফ্যাক্টরি লুটপাটের প্রতিবাদ করায় স্থানীয় মানুষকে বোমা-বন্দুকের মুখে পড়তে হয়েছিল। আমরাও তাই মুখ বুজে থাকি।' লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের চাকলাগছ, গোয়াবাড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের মুখে কুলুপ। সকলের কার্যত একই কথা, 'বোবা হয়ে অন্তত বেঁচে থাকতে পারব।'

এতেই স্পষ্ট, চা বাগান মাফিয়াদের দাপট কতটা। কোটি কোটি টাকার আস্ত ফ্যাক্টরি হজম ও কোম্পানির ফেলে যাওয়া বাগানের জমি বেচে কোটি কোটি টাকার কারবার এখন ওপেন সিক্রেট। লালবাজারের এক দোকানের মালিক বললেন, 'নজরানা আর তোলাবাজির কোটি কোটি টাকার বখরা কোথায় কোথায় যায় সকলে জানেন। মুখ খুললেই বুকে গুলি জুটবে বলে সাধারণ মানুষ না জানার ভান করে থাকেন।'

সর্ষেখেতে শ্রমিকরা। চিলাপাতার বানিয়াবস্তিতে অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।

আরও বেশি রাস্তায় নামতে নির্দেশ নবীনের

সুকনায় বৈঠকে বিজেপি নেতৃত্ব। রবিবার।

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : আসন্ন বিধানসভা ভোটে ভালো ফল করতে পদ্ম নেতা-কর্মীদের আরও বেশি করে পথে নামতে হবে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন এমনই নির্দেশ দিয়েছেন। রবিবার শিলিগুড়ি সুকনা এলাকার একটি চা রিসর্টে দার্জিলিং পাহাড় এবং সমতলের নেতাদের নিয়ে তিনি বৈঠক করেন। রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সহ দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার সাংসদরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক থেকে বেরিয়ে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, 'সর্বভারতীয় সভাপতি এদিনের বৈঠকে সাংগঠনিক নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন।' এক নেতা বলেন, 'নেতা-কর্মীরা রাস্তায় নামলেও তা হয়তো সেভাবে হচ্ছে না বলে সর্বভারতীয় সভাপতির মনে হয়েছে। সেই কারণেই তিনি হয়তো আমাদের আরও বেশি করে রাস্তায় নামতে বলেছেন।'

দলীয় সূত্রের খবর, নীতিন এদিন পাহাড় এবং সমতলের নেতাদের নিয়ে আলাদাভাবে বৈঠক করেন। পাহাড়ে দলের দুর্বল সংগঠনের বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে। সেখানে এখনও অনেক মণ্ডল, বুথে কমিটি নেই। ভোটের আবহে কমিটিগুলিকে সক্রিয় করে প্রচারে ঝাঁপাতে নীতিন এদিন নির্দেশ দেন। প্রচারে স্থানীয় বিষয়গুলিকে ইস্যু করতে এদিন নির্দেশ দেওয়া হয়। পাহাড়ে সংকল্প যাত্রার রথযাত্রার বাসটি ঢুকতে পারবে না বলে নেতাদের অনেকে ধরে নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে কোনও নেতাকে দিয়ে পাহাড়ে আলাদাভাবে জনসভা করানো হতে পারে বলে সূত্রের খবর। সমতলকে নিয়ে বৈঠকে দলের নবীন-প্রবীণের ভেদাভেদের বিষয়টি নিয়ে আলেচনা হয়। বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সাংগঠনিক বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। রথযাত্রাকে সফল করতে সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।'

নকশালবাড়িতে দোল উৎসব

নকশালবাড়ি, ১ মার্চ : ভোটের আগে শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। নকশালবাড়ি শ্মশান কালীবাড়ি পার্কে রবিবার দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রংয়ের উৎসবে শামিল হন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, প্রাক্তন বিধায়ক শংকর মালাকার প্রমুখ। তবে নকশালবাড়ি-মাটিগাড়ার অনেক তৃণমূল নেতৃত্বকে এই অনুষ্ঠানে দেখা না যাওয়ায় কিছুটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। মহকুমা পরিষদের সিংহভাগ কর্মাধ্যক্ষ দোল উৎসবে অংশ নেননি।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নকশালবাড়ি-মাটিগাড়া কেন্দ্রের প্রার্থী হতে পারেন শংকর। এদিন উৎসবের মধ্যেই তিনি জনসংযোগ চালালেন।সভাধিপতি বলেন, 'প্রথমবার গ্রামে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তরফে এই ধরনের উৎসব আয়োজন করা হল। যেখানে সকলেই অংশগ্রহণ করেছেন। ভোটকে সামনে রেখে এই ধরনের অনুষ্ঠান হচ্ছে না।' মেয়রের কথায়, 'আগে এই ধরনের উৎসব শহর এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকত। এখন গ্রামেও ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক আয়োজিত হয়। এটাও উন্নয়নের অংশ।'

শিলান্যাসে বিতর্ক

খড়িবাড়ি, ১ মার্চ : সরকারি কাজের বিবরণ লেখা ফলক না লাগিয়েই তিনটি গ্রামীণ রাস্তা পাকা করার কাজ শুরু হল খড়িবাড়ি ডোহাগুড়ি সংসদে। কাজের শিলান্যাস করেন মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ। উপস্থিত ছিলেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না সিংহ রায়, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বাপি দাস প্রমুখ। কিশোরীমোহন বলছেন, 'ডোহাগুড়ি সংসদে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনটি ছোট গ্রামীণ রাস্তা ঢালাই করা হচ্ছে। ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সোলার পথবাতি লাগানো হচ্ছে। বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারের গাফিলতিতে ফলক বসানো হয়নি। দ্রুত ফলক লাগানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

সিপিএমে চর্চায় শিক্ষক নেতারা

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : ঘাড়ের ওপরে নিঃশ্বাস ফেলছে বিধানসভা ভোট। এই ভোটে শিলিগুড়ির পাশাপাশি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে সিপিএম কাকে প্রার্থী করছে, তা নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। তবে দলীয় সূত্রে খবর, এবার আর পুরোনো কোনও নেতা নয়, নতুন মুখ খোঁজা হচ্ছে।

এখানে প্রার্থী হিসাবে দুই প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের নাম নিয়ে দলের অন্দরে চর্চা শুরু হয়েছে। যাঁদের মধ্যে একজন শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার একটি হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব সামলেছেন। অপরজন সুভাষপল্লির একটি হাইস্কুলে বহুদিন শিক্ষকতা এবং প্রধান শিক্ষক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। দলীয় সূত্রে খবর, এই দুই প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকই এক সময় বাম শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ-র নেতৃস্থানীয় পদে ছিলেন। তবে এখনই প্রার্থী নিয়ে সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক মুখ খুলতে চাননি। ভোটের মুখে দলের পালে হাওয়া টানতে ডিজিটাল মাধ্যম থেকে শুরু করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ, কোনওটাই বাদ দিচ্ছে না সিপিএম। তৃণমূল ও বিজেপির সঙ্গে ময়দানে লড়তে এবার প্রার্থীতালিকাতেও চমক রাখতে চাইছে তারা। এমনকি জনসংযোগ নিয়েও নতুন রণকৌশল অবলম্বন করেছে সিপিএম।

২০১১ সাল থেকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা আসনে পরপর তিনবার প্রার্থী হয়েছেন দিলীপ সিং। তিনি শিলিগুড়ি পুরনিগমে টানা প্রায় ২৫ বছর কাউন্সিলার ছিলেন। কিন্তু বিধানসভা ভোটের ময়দানে তিনি দাগ কাটতে পারেননি।দলীয় সূত্রে খবর, এবার আর প্রার্থী হতে চাননি দিলীপ। তিনি অনেক আগেই দলকে নিজের অবস্থান জানিয়েছেন। তবে এলাকায় জনসংযোগে নেমেছেন। দিলীপ বলছেন, 'পুরোটাই দলের জন্য।' এমন আবহে এবার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে নতুন মুখ নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত কার্যত পাকা করে ফেলেছে সিপিএম। আর সেখানেই দুই প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের নাম নিয়ে শুধু চর্চাই নয়, দলের রাজ্য নেতৃত্বকে জানানোও হয়েছে। ওই দুজনের নাম এলাকায় বেশ পরিচিত। সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচিতেও দেখা যায় দুজনকে।প্রাক্তন দুই প্রধান শিক্ষকের একজন এবিটিএ'র জেলা কমিটি সদস্য। তিনি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের উপসমিতির রাজ্য প্রতিনিধির দায়িত্বও সামলাচ্ছেন। অন্যজন শিক্ষক সংগঠনের প্রাক্তন জেলা সম্পাদকের পাশাপাশি রাজ্যের সহ সভাপতির পদেও ছিলেন। এমনকি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের মনোনীত সদস্যপদও সামলেছেন। তবে, যাঁদের নাম নিয়ে চর্চা, সেই দুই শিক্ষকই সংবাদমাধ্যমে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

স্থানীয় প্রার্থী না হলে জয় নিয়ে সংশয় দলেই

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : নিশ্চয় আগেভাগে আঁচ পেয়েছিলেন গৌতম দেব। নয়তো যে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে একসময় তিনিই দাঁড়াবেন বলে জোর কানাঘুষো চলছিল, হঠাৎ করে সেখানে আর ভোটে দাঁড়াতে আগ্রহী নন বলে গৌতম জানিয়ে দেবেনই বা কেন? তারপর আবার কলকাতায় স্বপ্না বর্মনের তৃণমূলে যোগদানের সময় গৌতমের উপস্থিতি এবং স্বপ্নার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রের টিকিট পাওয়া প্রায় নিশ্চিত হওয়া নিয়ে জল্পনা, গোটা সমীকরণটাই বদলে দিয়েছে। গৌতম নিজে না দাঁড়ালেও সেই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী এবার ৭৫ হাজার ভোটে জিতবেন বলে আশাবাদী শিলিগুড়ির মেয়র।

কিন্তু কোন ভরসায় গৌতম এমনটা বলছেন? স্বপ্নার ওপর ভরসা দেখিয়ে কলকাতার নেতৃত্বের গুডবুকে থাকার জন্যই কি এতটা 'আত্মবিশ্বাসী' গৌতম? তা নিয়েই রবিবার দিনভর ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের আনাচে-কানাচে চর্চা চলেছে। খোদ তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরাই অঙ্ক মেলাতে পারছেন না। তাঁরা বলছেন, স্থানীয় কেউ প্রার্থী হলে তাও না হয় ভাবা যেত। কিন্তু রাজনীতিতে একেবারেই আনকোরা স্বপ্না কীভাবে এত বিরাট মার্জিনে জিতবেন? এই বিধানসভা এলাকার তৃণমূল নেতা তথা পুরনিগমের কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা কটাক্ষের সুরে বলেছেন, 'স্বপ্না আন্তর্জাতিক মানের ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রার্থী হলে ৭৫ হাজার ভোটে জেতা কোনও কঠিন বিষয় নয়। আর গৌতমও ৪০-৪৫ বছর ধরে রাজনীতি করছেন। তিনি যখন বলেছেন, তাহলে সেটা নিশ্চিত বাস্তবায়িত হবে।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা থেকে এবারও তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে যে নামগুলি ভাসছিল তার শুরুতেই ছিলেন গৌতম। কিন্তু কয়েকদিন আগে নিজেই এখানে একটি অনুষ্ঠান মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন যে, তিনি আর ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে দাঁড়াচ্ছেন

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি

না। এরপরেই এই বিধানসভার প্রার্থীপদের বাকি দাবিদাররাও আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেন। কিন্তু আচমকাই কলকাতায় দলীয় কার্যালয়ে গৌতমের পাশে বসে স্বপ্না তৃণমূলে যোগদান করার পরেই প্রার্থীপদের দাবিদার নেতাদের বাড়া ভাতে ছাই পড়েছে। সেই কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে স্বপ্নার নাম ঘোষণা শুধু সময়ের অপেক্ষা- এমনটাই মনে করছেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতা-নেত্রীরা।

রবিবার এই বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে কথা বলে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রত্যেকেই স্থানীয় কাউকে প্রার্থী হিসাবে চাইছেন। ফুলবাড়ি মোড়ে দাঁড়িয়ে দলের ব্লক স্তরের এক কর্মকর্তা বলছিলেন, 'গৌতম দেব না দাঁড়ালেও এখানকারই আরও অনেক দাবিদার ছিলেন। তাঁদের মধ্যে থেকে কাউকে প্রার্থী করলে এবার আমরা বিজেপিকে ধাক্কা দিতে পারতাম।' দলের আরেক নেতা শচীন ছেত্রী প্রকাশ্যেই বলছেন, 'স্থানীয় কাউকে প্রার্থী করা হোক। যিনি দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় রাজনীতি করছেন, এলাকাটা চেনেন।'

আশিঘর মোড়ে কথা হচ্ছিল দলের এক দাপুটে নেত্রীর সঙ্গে। তিনিও একবাক্যে স্বীকার করলেন যে, 'লড়াইটা কঠিন হয়ে গেল।' ওই নেত্রী হিসাব কষে দেখালেন যে, গত বিধানসভা ভোটে ২৭,৫০০ ভোটে গৌতম হেরেছেন। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে এখানে ৫৬ হাজার ভোটে দল পিছিয়ে ছিল। সেখান থেকে এবার হঠাৎ করে ৭৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে জেতার অঙ্ক মেলানো যাচ্ছে না।

গৌতমের যুক্তি, 'এই বিধানসভার মধ্যে থাকা পুরনিগমের ১৪টি ওয়ার্ডেই তৃণমূলের দখলে রয়েছে। এখানে পুরভোটে ২৯ হাজার ভোটে লিড রয়েছে। চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে তিনটিতে আমরা ক্ষমতায়। জেলা পরিষদ আসনে আমাদের প্রার্থী ১০ হাজার ভোটে জিতেছেন। এখানেই তো ৩৯ হাজার ভোট হয়ে গেল। তাহলে কেন আমরা মার্জিন ৭৫ হাজারে নিয়ে যেতে পারব না?'

এই শুনে বর্তমান বিধায়ক বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায়ের তাচ্ছিল্য, 'তৃণমূল দিবাস্বপ্ন দেখছে, দেখতে দিন।'

নিখোঁজ রোগী

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল থেকে চিকিৎসাধীন এক রোগী নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, ফিমেল মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসাধীন করণদিঘি থানার টুঙ্গিদিঘির বাসিন্দা বেওয়া হাজরা (৬০) নামে ওই রোগী নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন। তাঁকে শনিবার মধ্যরাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওই মহিলার ছেলে আয়ুব আলি এই ঘটনা নিয়ে রবিবার মেডিকেলের পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ করেছেন। তাঁর কথায়, '২৬ ফেব্রুয়ারি মাকে ভর্তি করেছি। দু'দিনের মাথায় শনিবার মধ্যরাতে মা ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে, কেউ দেখেনি।' তাঁর বক্তব্য, 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির জন্যই এই কাণ্ড ঘটেছে। একজন রোগী ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে চলে গেল, অথচ কারও নজরে এল না।' মেডিকেলের সুপার সঞ্জয় মল্লিক বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন।

শিবির

খড়িবাড়ি ও বাগডোগরা, ১ মার্চ : খড়িবাড়ি সবুজ ওয়েলফেয়ার সংঘের উদ্যোগে এবং শিলিগুড়ি লায়ন্স আই হাসপাতালের সহযোগিতায় ক্লাব ভবনে চোখ পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ৮৬ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয়।

ব্যাংডুবিতে একটি বেসরকারি স্কুলের উদ্যোগে রবিবার রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত ওই শিবির থেকে ৪৬ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

অনুপ্রবেশের তত্ত্বে 'শান'

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১ মার্চ : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রের টিকিট কি তাহলে পাচ্ছেনই সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া স্বপ্না বর্মন? একদিকে এই প্রশ্ন নিয়ে যখন স্থানীয় রাজনীতি সরগরম, তখন সেই উত্তাপে ধুনো দিচ্ছে আরেকটি তথ্য। এসআইআর-এর পরিসংখ্যান বলছে, জলপাইগুড়ি জেলার বাকি ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের তুলনায় সবথেকে বেশি ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে। সংখ্যাটি আপাতত ১৬ হাজার ৪৯১ জন। এছাড়া গোটা জেলায় প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার ভোটারের নাম বিচারাধীন। সেই সংখ্যার বিচারেও প্রথম দিকেই রয়েছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি। তারপর পরপর রয়েছে রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি সদর ও মালবাজার বিধানসভা কেন্দ্র।

নাম বাদ যাওয়ার বিচারে কিন্তু ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির অনেক পিছনে রয়েছে জেলার বাকি

কেন্দ্রগুলি। ধূপগুড়ি কেন্দ্রে ২২২৮ জন, ময়নাগুড়িতে ২২৬৪ জন, জলপাইগুড়ি সদরে ৩৭৩৯ জন, রাজগঞ্জ ৩৮৭৬ জন, মালে ১৪৮২ জন এবং নাগরাকাটা কেন্দ্রে ২৭০৫ জনের নাম বাদ গিয়েছে।

বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলছেন, 'ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে এতগুলি ভোটারের নাম বাদ যাওয়া, এত ভোটারের নাম বিচারাধীন থাকার ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে সেখানে ভোটার তালিকায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম রয়ে গিয়েছিল। তাই নাম বাদ যাচ্ছে।' রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের পালটা প্রশ্ন, 'তাহলে বিজেপি কি এতদিন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটেই জিতে এসেছে?' তাঁর অভিযোগ, 'কমিশন ও বিজেপি মিলে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছে।' অতিরিক্ত জেলা শাসক (নির্বাচন) ধীমান বাড়ুই জানিয়েছেন, এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন নতুন আবেদনের ভিত্তিতে ৭৮৪ জন ভোটারের নাম যুক্ত হয়েছে।

২৮ ফেব্রুয়ারি এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হতেই জানা যায়, আরও ৫ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। 'বিচারাধীন' রয়েছে ৬০ লক্ষের কিছু বেশি নাম। এরইমধ্যে রয়েছে ক্রিকেটার রিচা ঘোষ, পাহাড়ের মোর্চা নেতা বিমল গুরুংয়ের দুই সন্তান এবং গোয়ালপোখরের বিধায়ক গোলাম রব্বানির নাম।

রিচাকে নিয়ে সংশয়, দায় ঝাড়লেন সিইও

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : সোনার মেয়ে 'বিচারাধীন'! শনিবার ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য রিচা ঘোষের নামের ওপর বিচারাধীন (আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন) থাকায় রবিবার সকাল থেকে বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়িজুড়ে আলোড়ন পড়ে যায়। শিলিগুড়ির পাশাপাশি রাজ্য রাজনীতিরও আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে এই ঘটনা। দেশের গর্ব রিচার নাম বিচারাধীন হলে, সাধারণ মানুষের পরিস্থিতি কী হচ্ছে? এই অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিকে, সেলেব্রিটিদের নাম বিচারাধীন ও বাদ পড়া নিয়ে এসআইআর-এর কাজে যুক্ত তৃণমূল প্রভাবিত সরকারি কর্মচারীদের নিশানা করেছে বিজেপি। এদিকে, বিষয়টি নিয়ে রাতে রাজ্য সিইও দপ্তরের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে এমন ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট ইআরও, এইআরও-কে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে।

এক্স পোস্টে জানানো হয়েছে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী খসড়া তালিকায় রিচা ঘোষের তথ্য 'আনম্যাপড' ছিল। রিচার পরিবারের তরফে শুনানিতে নথি জমা দেওয়া হয়েছিল। তবে সময়মতো মামলার নিষ্পত্তি করেনি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি আধিকারিক। এরকম জটিলতার ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনও নাম বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার অধীনে চলে যায়। রিচার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি কেন করা হল না, সেই বিষয়ে ওই নির্বাচনি আধিকারিকদের কাছে জবাবদিহি চাইবে কমিশন।

শুনানিতে ডাক পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় সব নথি জমা দেওয়ার পরও কী করে রিচার নাম বিচারাধীন হল, তা বুঝে উঠতে পারছেন না রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ। তাঁর কথায়, 'রিচার যা নথি ছিল সবই জমা দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলব।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লির ১৯৬ পার্টের ভোটার রিচা। বর্তমানে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়াতে রয়েছেন তিনি। একই পার্টের ভোটার রিচার দিদি সোমাশ্রী ঘোষও। সোমাশ্রীর নামের ওপরও আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন লেখা রয়েছে। রবিবার সকালে বিষয়টি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। মুখ্যমন্ত্রীকেও বিষয়টি জানান তিনি। এদিকে, এদিন ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে রিচার বাড়িতে চলে যান। রিচার বাবাকে পাশে নিয়ে মৌসুমি অভিযোগ করেন, 'যাঁকে সারা বিশ্ব চেনে, সেই রিচার নামের পাশে বিচারাধীন দেখে আমরা অবাক হয়েছি।'

শিলিগুড়িতে ইতিমধ্যে অনেকের নাম যেমন বিচারাধীন তেমন নাম 'ডিলিটেড' বা বাদ পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে এদিন দুপুরে তড়িঘড়ি দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন গৌতম। তিনি বলেন, 'জ্ঞানেশ কুমারের নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের ভৃত্যের কাজ করেছে। বিশ্বজয়ী মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্যের প্রতি নির্বাচন কমিশনের মনোভাব ন্যক্কারজনক।'

অন্যদিকে, শিলিগুড়িতে এসে ভোটার তালিকায় রিচার নামের বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলকে পাল্টা আক্রমণ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শমীকের কথায়, 'রিচার নামের বিষয়টি নির্বাচন কমিশন দেখছে। তৃণমূলের বিএলএ-২রা সেলেব্রিটিদের নাম নিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে দিচ্ছেন।' দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিকও বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে তোপ দেগেছেন। তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন দায়িত্বহীনভাবে কাজ করছে। এই ঘটনার নিন্দা জানাচ্ছি।'

বিমলের দুই সন্তান, রব্বানি 'বিচারাধীন'

রণজিৎ ঘোষ ও মহম্মদ আশরাফুল হক

শিলিগুড়ি ও গোয়ালপোখর, ১ মার্চ : চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হতেই একাধিক প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নাম বিচারাধীন থাকায় বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুংয়ের নাম চূড়ান্ত তালিকায় থাকলেও তাঁর ছেলে অবিনাশ গুরুং এবং মেয়ে নন্দা গুরুংয়ের নাম 'বিচারাধীন' রয়েছে। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক অবশ্য বলেছেন, 'শুনানিতে এসে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়েছেন কি না, সেগুলি না দেখে কিছু বলা যাবে না।'

পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে ২০১৭ সালে প্রচুর মামলায় জড়িয়েছিলেন বিমল। তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা, সম্পত্তি ক্রোকের মতো আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছিল। এরপরেই ২০১৮ সালে বিমল এবং তাঁর স্ত্রী আশা গুরুংয়ের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে বিমল তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরে পাহাড়ে ফেরেন। এরপর পুনরায় তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় ওঠে।

এসআইআর-এ বিমলের ছেলে এবং মেয়েকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। সেখানে তাঁরা হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু তার পরেও কেন দুজনের নামই বিচারাধীন দেখানো হয়েছে তা পরিষ্কার নয়। বিষয়টি নিয়ে জানতে বিমলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তবে, মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি বলেন, 'কথাবার্তা চলছে। বিমল নিজেই এটা দেখছেন। উনিই ভালো বলতে পারবেন।'

এদিকে, গোয়ালপোখর বিধানসভা কেন্দ্রের তিনবারের বিধায়ক তথা মন্ত্রী গোলাম রব্বানির নামও 'বিচারাধীন' রয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে বিজেপি ও কমিশনের বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্র' তত্ত্ব খাড়া করেছেন বিধায়ক। দল রব্বানিকে আবার প্রার্থী করতে চাইলে তিনি প্রার্থী হতে পারবেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

ইসলামপুরের মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল বলেন, 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির ঘটনা সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে বিচারকরা খতিয়ে দেখছেন। বিচারাধীন থাকা ভোটার তালিকায় নাম থাকা কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন কি না, আমার কাছে তা স্পষ্ট নয়। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশন যা বলার বলবে।'

রব্বানির অভিযোগ, 'আমাকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে গোয়ালপোখর থেকে ৭৪ হাজারের বেশি ভোটে হেরেছিল বিরোধীরা। এবার ৭৮ হাজার লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে ভোট বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করেছে বিজেপি। জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে তারা নিজের পুতুল বানিয়েছে।' উত্তর দিনাজপুর জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা মন্ত্রীর ভাই গোলাম সারওয়ার বলছেন, 'বিহারে এনডিএ সরকার রয়েছে। সেখানে এসআইআর-এ সংখ্যালঘুদের কোনও সমস্যা হয়নি। মন্ত্রীর মনগড়া অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
নয়নাভিরাম।। নেপালের ক্যানামে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের বিপাসনা শাস্ত্রী।

কাঠগড়ায় শাসকদলের শ্রমিক নেতা

এশিয়ান হাইওয়ে দখল করে তোলাবাজি

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১ মার্চ : খড়িবাড়ি ব্লকের ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকাটি চা বাগানের জমি কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে গাড়ি ও টোটোস্ট্যান্ডের তোলাবাজি নিয়ে বরাবরই সংবাদ শিরোনামে থাকে। এবার সেই তালিকায় এশিয়ান হাইওয়ের জমি দখল করে তোলাবাজির অভিযোগ নতুন করে যুক্ত হয়েছে। ভারত-নেপাল সীমান্তের নতুন ফ্লাইওভার থেকে ট্যাক্সিস্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে প্রায় ৪৪টি দোকান গড়ে উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিটি দোকান থেকে প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা তোলা আদায় করা হয়। কেনাবেচা হোক বা না হোক, সন্ধ্যা নামলেই সেই টাকা চলে যায় নির্দিষ্ট মহলের পকেটে। এই ঘটনায় শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের এক নেতার দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছে।

এশিয়ান হাইওয়ের পাশে গজিয়ে উঠেছে একের পর এক দোকান।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁয়ের দাবি, 'শাসকদলের নেতারা বালি-পাথর থেকে শুরু করে হাইওয়ের জমি— সবকিছুতেই তোলাবাজি করছেন। আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামব।' এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোজেক্ট ডিরেক্টর দীপ সাহা গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

সরেজমিনে দেখা গিয়েছে, জাতীয় সড়কের ব্যারিকেড ঘেঁষে সারি সারি চায়ের দোকান, ভাতের হোটেল ও ফাস্ট ফুডের দোকান তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা লরি ও ট্যাক্সির ভিড়ে এলাকাটি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে। অভিযোগ উঠেছে, পান ও গুটখার আড়ালে এই দোকানগুলিতেই সিকিমের মদ ও ইয়াবার মতো মাদকদ্রব্য বিক্রি হচ্ছে। ঢিলছোড়া দূরত্বে পুলিশ, এসএসবি এবং শুল্ক দপ্তর থাকলেও কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয় না বলে অভিযোগ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মহিলা ব্যবসায়ী বললেন, 'এক সময় এই চা বাগানেই আমরা কাজ করতাম। এখন বাগান নেই, বড় বড় বিল্ডিং হয়েছে। ত্রিপল ও বাঁশের খুঁটি পুঁতে দোকান করেছি। কিন্তু ঝুটঝামেলা থেকে দূরে থাকতে প্রতিদিনের আয়ের একটি অংশ ইউনিয়নকে দিতে হয়।'

এলাকায় কান পাতলেই শোনা যায়, এই তোলাবাজির সিংহভাগ অংশ শাসক দলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-এর এক নেতার পকেটে যায়। তাঁর নির্দেশেই ট্যাক্সিস্ট্যান্ড ও টোটোস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে দোকানের টাকা আদায় চলে। টাকা না দিলেই দোকান খালি করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে এশিয়ান হাইওয়ের সম্প্রসারণের সময় ক্ষতিপূরণ দিয়ে এই দোকান ও বাড়িঘর উচ্ছেদ করা হয়েছিল। কিন্তু ২০২১ সালের লকডাউনের পর থেকে পুনরায় সেখানে দখলদারি শুরু হয়। অভিযোগ উড়িয়ে আইএনটিটিইউসি-র খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি হান্দ্রু ওরাওঁ বলেন, 'কোথাও কোনও তোলাবাজি হয় না। যাঁরা দোকান বানিয়েছেন তাঁরাই অন্য কাউকে ভাড়া বা বিক্রি করে দিচ্ছেন। বেআইনি কিছু হলে পুলিশ ও এসএসবি ব্যবস্থা নেবে।'

বালাসনের পাড়ে মাদকের কারবার

বাগডোগরা, ১ মার্চ : মাটিগাড়ার আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাসন নদীর পাড়ে বসছে নেশার আসর। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, দিনে কম হলেও সন্ধ্যার পর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত মাদকাসক্তদের ভিড় বাড়ছে এলাকায়। অভিযোগ, মাটিগাড়া রেললাইনের পাশের বিশ্বাস কলোনি থেকে মাদক সরবরাহ হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। পুলিশ, প্রশাসনের উদাসীনতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

এলাকাবাসীর কথায়, এভাবে নেশার আসর বসার কারণে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে যুবসমাজ। তারিজোতের বাসিন্দা মহম্মদ ভুলু বললেন, 'মাদকে আসক্ত হয়ে যুবসমাজ রসাতলে যাচ্ছে। অল্প বয়সের ছেলেরাও নেশা করছে। এর ফলে এলাকায় চুরির ঘটনা বেড়ে গিয়েছে।' স্থানীয়দের অভিযোগ, মাদকাসক্তদের বাড়বাড়ন্তের কারণে সন্ধ্যা হলে এই এলাকায় চলাচল করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটেছে।

চৈতন্যপুরের বাসিন্দা রিমা রায় বসুনিয়া মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করেন। তিনি বলছেন, 'রাতে বাড়ি ফিরতে হলে ভয় হয়। আগে টোটোতে করে বাড়ি ফিরতাম। পরিস্থিতি দেখে ঝুঁকি নেওয়া ছেড়ে দিয়েছি। এখন বাবা এসে বাইকে করে বাড়ি নিয়ে যায়।'

এলাকাবাসী জানিয়েছেন, সন্ধ্যা হলেই এলাকার চড়কমাঠ, একটি আবাসিক স্কুলের পাশের ফাঁকা জায়গা, মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাঠ, কবরস্থানে ড্রাগস, চোলাইয়ের কারবার হয়। এলাকায় মাদকের কারবার ও মাদকাসক্তদের বাড়বাড়ন্তের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন তারিজোতের পঞ্চায়েত সদস্য শংকর দাস। তাঁর বক্তব্য, 'খুবই চিন্তার বিষয়। সন্ধ্যা হলেই চড়কমাঠে প্রচুর ছেলে মদ, ব্রাউন সুগারের নেশা করছে। একাধিকবার পুলিশি অভিযান চললেও, কোনও সুরাহা হয়নি।' মাটিগাড়া থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মাঝেমধ্যেই অভিযান চালানো হয়। মাদকের কারবারে রাশ টানতে ফের অভিযান চালানো হবে।

বৈঠক

চোপড়া, ১ মার্চ : রবিবার দোলের আগে চোপড়া থানার পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে একটি সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। থানা ভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এলাকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ ও জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি চোপড়া থানার আইসি মনোজিৎ দাস, ডিএসপি রাহুল বর্মন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মতুয়াদের নাম বাদ দুঃখজনক : শান্তনু

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) পর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হয়েছে শনিবার। সেই তালিকায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মতুয়াদের অনেক নাম বাদ গিয়েছে বলে অভিযোগ। রবিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই অভিযোগ কার্যত স্বীকার করে নিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুর। মতুয়াদের নাম বাদ পড়াকে তিনি দুঃখজনক বলে আখ্যা দেন।

শান্তনু বলেন, 'মতুয়ারা বিজেপিকে ভোট দেয় তা বিজেপি নেতারা জানেন। ফলে জেনে শুনে বিজেপি মতুয়াদের নাম কাটবে না।' অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলন হচ্ছে শিলিগুড়ির পাশে জাবরাভিটা প্রাথমিক স্কুলের মাঠে। রবিবার সেখানে যোগ দেন শান্তনু। মন্ত্রী বলেন, 'এটাই দুঃখজনক যে মতুয়াদের নাম বাদ গিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার অপশন দিয়ে রেখেছে। একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে না।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'বেশিরভাগ মতুয়ারা তো বিজেপিকে ভোট দেন। তাহলে বিজেপি কি জেনে শুনে নিজেদের ভোট কাটবে।'

মতুয়া মহাসংঘের জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলনে শান্তনু ঠাকুর। রবিবার।

> মতুয়ারা বিজেপিকে ভোট দেয় তা বিজেপি নেতারা জানেন। ফলে জেনে শুনে বিজেপি মতুয়াদের নাম কাটবে না।
>
> শান্তনু ঠাকুর

বিজেপি নেতা তথা মন্ত্রীর এমন মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে দেরি করেনি তৃণমূল কংগ্রেস। ঘাসফুল শিবিরের প্রশ্ন, তাহলে কি শুনানি প্রক্রিয়ার কলকাঠি বিজেপি নেতারা নাড়ছেন? বিজেপিকে ভোট দিলে নাম কাটা যাবে না এমন যুক্তি মানা যায় না বলে দাবি করেছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূলের ব্লক সভাপতি দিলীপ রায়। তাঁর প্রশ্ন, বিজেপিকে ভোট দিলে যদি এসআইআর-এ নাম কাটা না যায় তাহলে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা কী? বিরোধীদের নাম কাটার পিছনে নিশ্চয় বিজেপির চক্রান্ত রয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'মানুষের এমন হয়রানির জন্য দায়ী বিজেপি। এর জবাব তারা পাবেন।'

এসআইআর প্রক্রিয়ায় খসড়া এবং চূড়ান্ত তালিকা নিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভায় ৪০ হাজারের কাছাকাছি নাম বাদ গিয়েছে বলে খবর। তার মধ্যে মতুয়াদের বড় অংশ রয়েছে বলে দাবি। সেই চিন্তা থেকে মতুয়া সম্প্রদায়ের অনেকেই বিষয়টি মন্ত্রীকে জানিয়েছেন। এদিকে, মন্ত্রী অভয় দিয়েছেন, নাম বাদ যাবে না। যাঁরা ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে এসেছেন তাঁদের প্রত্যেককে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এনিয়ে মতুয়া মহাসংঘের (শান্তনুপন্থী) সাধারণ সম্পাদক হিটলার চৌধুরী বলেন, 'জাতীয় নাগরিক পঞ্জিতে আবেদন করতে বলা হচ্ছে। তবে অনেকের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী।'

আক্রান্ত পঞ্চায়েত সদস্য

চোপড়া, ১ মার্চ : রবিবার সকালে চোপড়া থানার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোরকুলাগছ এলাকায় এক পঞ্চায়েত সদস্যের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। জমি সংক্রান্ত বিবাদে দু'পক্ষের বচসার জেরে এই কাণ্ড। যদিও পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় জখম পঞ্চায়েত সদস্য আমিরুল ইসলাম বলেন, 'একটি জমি কেনার জন্য চুক্তিপত্র করেছিলাম। গ্রামের অন্য একটি পরিবার ওই জমি কৌশল করে কেনার ষড়যন্ত্র করে। এরপর এদিন রাস্তায় আমার ওপর পরিকল্পিতভাবে কয়েকজন হামলা চালায়। বিষয়টি পুলিশের নজরে আনা হয়েছে।' যদিও চোপড়া থানার দাসপাড়া পুলিশ ফাঁড়ি সূত্রে জানানো হচ্ছে, এই ঘটনায় সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

জনসংযোগে বিধায়ক

চোপড়া, ১ মার্চ : ফের মানুষের দুয়ারে বিধায়ক। রবিবার চোপড়া ব্লকে তৃণমূলের জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এদিন কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিধায়ক হামিদুল রহমান একাধিক বুথে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। বিধায়ক জানান, দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশে এদিন থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক বিভিন্ন বুথে নেতা-কর্মীরা জনসংযোগ করার পাশাপাশি মানুষের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ শুনবেন। মানুষের কোনওরকম সমস্যা সামনে এলে পাশে থাকার চেষ্টাও করা হবে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই এই কর্মসূচি চলবে।

তিন মাস সাসপেন্ড জাকির

চোপড়া, ১ মার্চ : শোকজের সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় চোপড়ার ব্লক সহ সভাপতি জাকির আবেদিনকে তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করল তৃণমূল। দলবিরোধী কার্যকলাপ ও দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ না নেওয়ার জন্য জাকিরকে ১৮ ফেব্রুয়ারি শোকজের চিঠি পাঠানো হয়।

শনিবার তিনি শোকজের উত্তরও দিয়েছেন। দলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ রবিবার বলেন, 'সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় দলীয়ভাবে তাঁকে তিন মাসের জন্য দলের তরফে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন এই সংক্রান্ত চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।' যদিও জাকির বলছেন, 'শনিবারই ব্লক সভাপতির কাছে আমি শোকজের জবাবের পাশাপাশি ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছিলাম। তবে সাসপেন্ডের ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমে জানতে পারলেও এখনও কোনওরকম চিঠি পাইনি।'

মামলা তুলতে হুমকি, টাকার প্রস্তাব

মৃত শংকরের বাড়িতে গৌতম সহ জনপ্রতিনিধিরা। রবিবার। -সংবাদচিত্র

খড়িবাড়ি, ১ মার্চ : শিলিগুড়ি সেবক রোডে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত শংকর ছেত্রীর পরিবারের সদস্যদের মামলা তোলার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে, এমনকি বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার জন্য অভিযুক্ত দেবাংশু পালের পরিবারের সদস্য টাকা দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছেন। রবিবার শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব মৃত শংকরের বাজারুছাঁটের বাড়িতে পৌঁছাতেই তাঁর কাছে এমনই অভিযোগ করলেন মৃত শংকরের দিদি মানু ছেত্রী।

গৌতমকে মানু বলেন, 'শনিবার আদালতে দেবাংশুর লোকজন আমার সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার জন্য চেক দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। যদিও আমি তা নিতে অস্বীকার করি। আমি চাই, অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।' এদিকে, অভিযুক্তের পরিবারের সদস্যরা মামলা তুলতে হুমকি দিচ্ছেন এই অভিযোগ তুলে আগেই খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে শংকরের পরিবার।

১৮ ফেব্রুয়ারি রাতে সেবক রোডে বেপরোয়া দ্রুতগতির গাড়ির ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয় শংকর ছেত্রীর। গুরুতর আহত হন তাঁর বান্ধবী কাজল রাই। ঘটনার তদন্তে নেমে প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর ছেলে দেবাংশুকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গত মঙ্গলবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। পরে শনিবার অভিযুক্তকে ফের আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রবিবার শংকরের পারলৌকিক কাজকর্ম ছিল। সেখানেই মৃতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে যান গৌতম সহ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, তৃণমূলের জেলা কোর কমিটির সদস্য শংকর মালাকার প্রমুখ।

গৌতম বলেন, 'শংকর ছেত্রীর পরিবারের পাশে রয়েছি। শিলিগুড়িতে চিকিৎসাধীন শংকরের বান্ধবী কাজলের চিকিৎসার ব্যয়ভার রোগীকল্যাণ সমিতি থেকে বহন করা হবে। এছাড়া পরিবারের সদস্যদের যে বা যারা হুমকি দিয়েছে তাদের শনাক্ত করে পুলিশ উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ করবে।'

দিনহাটায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পাঁচজনের মৃত্যু

দিনহাটা, ১ মার্চ : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল পাঁচজনের। দিনহাটা ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কোয়ালিদহের এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতেরা সকলেই একটি পাথর কারখানার শ্রমিক। পাঁচটি মৃত্যুকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবে চাঞ্চল্য ছড়ায় দিনহাটায়। মৃতরা হলেন মুকুল বর্মন, রাজু সেন, সঞ্জয় বর্মন, মিঠুন পাল ও সুমন রায়। জানা গিয়েছে, এদিন ওই পাথর কারখানায় ব্যবহৃত মিক্সিং মেশিনের লিফট সরাচ্ছিলেন আট থেকে নয়জন নির্মাণ শ্রমিক। হঠাৎই সুদীর্ঘ ওই লিফট কারখানার ফাঁকা জায়গার ওপর দিয়ে যাওয়া ১১ হাজার ভোল্টের তারে সংস্পর্শে আসে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে যান কর্মরত শ্রমিকরা। বিপদ বুঝতে পেরে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী তাদের গাড়ি করে শ্রমিকদের দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁদের মধ্যে পাঁচজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

খবর জানতে পেরে হাসপাতালে পৌঁছোন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রশান্ত দেবনাথ ও আইসি কুন্তল দাস। পরে দুর্ঘটনাস্থলে যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি ঘটনাস্থল ঘুরে দেখার পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। স্থানীয়দের কথায়, প্রায় ছয় মাস আগে কোয়ালিদহ এলাকায় প্রায় ১৫ বিঘা এলাকাজুড়ে ওই পাথরের কারখানা তৈরি হয়। সেখান থেকেই বিভিন্ন রাস্তার কাজে পাথর সরবরাহ করা হত। সেখানেই কাজ করতেন ১০-১৫ জন শ্রমিক। কাজ শেষে কারখানায় থাকা লিফট মেশিনটি আট থেকে নয়জন মিলে সরাচ্ছিলেন। সেসময় জমির ওপর দিয়ে যাওয়া ১১ হাজারের ভোল্টের বৈদ্যুতিক তারের

প্রিয়জনকে হারিয়ে শোকার্ত পরিজন। রবিবার দিনহাটায়।

সঙ্গে লিফটের অংশ লেগে যায়। তৎক্ষণাৎ লোহার মেশিনের সংস্পর্শে থাকা শ্রমিকরা মাটিতে পড়ে যান।

গ্রামবাসীদের একাংশের মধ্যে এদিন ওই পাথর কারখানা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতেও দেখা যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দা বললেন, 'কারখানার জন্য ধুলোয় গ্রামে টেকা দায়। কারখানাটি নিয়ম মেনে তৈরি হয়েছিল কি না তা নিয়েও সংশয় রয়েছে।' মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রশান্ত দেবনাথের কথায়, 'বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয় এবং একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে তাঁকেও মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

পাথর কারখানার মালিক বুবাই সাহাকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি। বাড়িতে গিয়েও তাঁকে পাওয়া যায়নি। পরে হাসপাতালে গিয়েছেন দিনহাটা-১'এর বিডিও বিশাখ ভট্টাচার্য। এদিনের ঘটনায় মৃত মিঠুন পালের শ্বশুর নিখিল সরকার হাসপাতালেই কাঁদতে কাঁদতে জানান, তাঁর জামাই ওই কারখানায় গত পাঁচ মাস ধরে কাজ করছিলেন। সম্প্রতি কলকাতায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু ও নিখোঁজের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। এদিন দিনহাটার পাঁচ শ্রমিকের মৃত্যুও কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা সম্পর্কে ফের বড়সড়ো প্রশ্ন তুলে দিল।

খামেনেই যুগের অবসান

আধুনিক ইরানের রূপকার থেকে প্রতিরোধের প্রতীক

তেহরান, ১ মার্চ : রাজপথ থেকে রণক্ষেত্র, ৩৭ বছর ধরে যাঁর অঙ্গুলিহেলনে চলেছে ইরান, সেই আয়াতুল্লা আলি খামেনেই অধ্যায়ের রক্তাক্ত সমাপ্তি ঘটল শনিবার। তেহরানে মার্কিন-ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ৮৬ বছর বয়সি শিয়া শীর্ষনেতার মৃত্যু শুধু ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নয়, বরং গোটা মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতে এক সন্ধিক্ষণের বার্তা দিচ্ছে।

১৯৩৯ সালে মাশহাদের এক রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম নেওয়া খামেনেই ১৯৭৯-এর ইসলামি বিপ্লবের অন্যতম সৈনিক ছিলেন। ১৯৮৯ সালে বিপ্লবের জনক আয়াতুল্লা রুহুল্লা খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর যখন তিনি হাল ধরেন, তখন ইরান ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ। ইরাকের সঙ্গে আট বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ইরানকে খাদের কিনারায় নিয়ে গিয়েছিল। খামেনেই শুধু সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে ইরানকে টেনে তোলেননি, বরং দেশটিকে এক অপ্রতিরোধ্য সামরিক শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন।

খামেনেইয়ের শাসনকালের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল 'প্রতিরোধ অক্ষ' গড়ে তোলা। হিজবুল্লা, হামাস থেকে শুরু করে হুতি বিদ্রোহী, ইরানের বাইরে একের পর এক সশস্ত্র মিত্রবাহিনী গড়ে তুলে তিনি একটি 'অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা' বলয় তৈরি করেছিলেন। তাঁর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রধান কারিগর ছিলেন জেনারেল কাসেম সোলাইমানি। খামেনেইয়ের দর্শন ছিল স্পষ্ট, শত্রুকে নিজের মাটিতে আসার সুযোগ না দিয়ে সীমান্তের বাইরেই তাদের আটকে রাখা। আজ যে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলিকে ভাবিয়ে তুলছে, তার ভিত গড়েছিলেন খামেনেই।

ব্যক্তিগত জীবনে নিভৃতচারী ও সাহিত্যের অনুরাগী হলেও রাজনীতিতে খামেনেই ছিলেন চরম বাস্তববাদী। ২০১৫ সালে পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তিতে সায় দিয়ে তিনি যেমন নমনীয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমনি ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি ফের আগের কট্টর অবস্থানে ফিরে যান। তাঁর শাসনকালে ইরান বারবার অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের মুখে পড়েছে। ২০০৯ সালের আন্দোলন থেকে ২০২২-এ মাসা আমিনির মৃত্যু পরবর্তী বিক্ষোভ। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি লৌহমানবের মতো বিদ্রোহ দমন করেছেন।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতার দায়িত্ব নেওয়ার সময় খেমেনেই বলেছিলেন, 'আমি হয়তো এই পদের যোগ্য নই।' কিন্তু গত তিন দশকে তিনি প্রমাণ করেছেন, তিনি শুধু একজন ধর্মগুরু নন, বরং একজন ঝানু রাষ্ট্রনায়ক।

খামেনেইয়ের উত্তরসূরি – ক্ষমতার কেন্দ্রে আরাফি

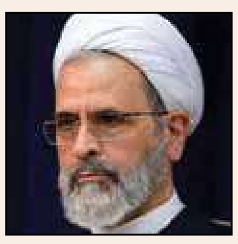

তেহরান, ১ মার্চ : আমেরিকা ও ইজরায়েলের ঘাতক মিসাইলে আয়াতোল্লাহ আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর কার্যত সাময়িক নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছিল ইরান। বারুদের গন্ধে ভারী হয়ে থাকা যুদ্ধবিধ্বস্ত তেহরানের মসনদে এবার নাটকীয় উত্থান ঘটল এক নতুন মুখের। তিনি আলিরেজা আরাফি। আপাতত অন্তর্বর্তীকালীন সুপ্রিম লিডার বা সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে দায়িত্ব নিলেও, আন্তর্জাতিক ওয়াকিবহাল মহলের মতে, খামেনেইয়ের স্থায়ী উত্তরসূরি হিসেবে তাঁর আনুষ্ঠানিক নাম ঘোষণা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

রাজনীতির ময়দানে আরাফির এই প্রত্যাবর্তন যেন রূপকথার ফিনিক্স পাখির ছাই থেকে উড়ে আসার গল্প! আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে, নির্বাচনে হেরে গিয়ে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কার্যত বিশ বাঁও জলে চলে গিয়েছিল। অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, কট্টরপন্থী ইরানি রাজনীতির মূলস্রোত থেকে বুঝি চিরতরে ছিটকে গেলেন তিনি। কিন্তু রাজনীতির পাশা উলটে দিতে সময় লাগে না। গত এক দশকে নীরবে ঘুঁটি সাজিয়েছেন তিনি। অত্যন্ত সন্তর্পণে প্রভাব বাড়িয়েছেন শিয়া ধর্মগুরুদের মূল কেন্দ্র কোম শহরে এবং ইরানের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক কমিটি 'অ্যাসেম্বলি অফ এক্সপার্টস'-এর অন্দরে। আজ যখন জোড়া আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে দেশ চরম অস্তিত্বের সংকটে, তখন সেই আরাফির কাঁধেই নিঃশর্ত ভরসা রাখল ইরানের শাসকগোষ্ঠী।

কে এই আলিরেজা আরাফি?

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, আরাফি হলেন কট্টর রক্ষণশীল শিবিরের অন্যতম মুখ এবং ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের আদর্শের একনিষ্ঠ পাহারাদার। তিনি কেবল দেশের ভেতরের নেতাই নন, আন্তর্জাতিক স্তরেও ইসলামি বিপ্লবের আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার অন্যতম কারিগর। ইরানের শিয়া মতাদর্শ প্রচারের অন্যতম বড় কেন্দ্র 'আল-মুস্তাফা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'-র প্রধান হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। ফলে বিশ্বজুড়ে থাকা হিজবুল্লাহ বা হাউথিদের মতো ইরানের প্রক্সি নেটওয়ার্কগুলোর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অত্যন্ত নিবিড়। পাশাপাশি, ইরানের সর্বশক্তিমান রেভোলিউশনারি গার্ডস-এর নিঃশর্ত সমর্থনও তাঁর দিকেই।

আরাফির এই উত্থান আসলে ওয়াশিংটন এবং তেল আভিভকে দেওয়া তেহরানের এক চরম কড়া বার্তা—মুখ বদলালেও আমেরিকা-ইজরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের আপসহীন লড়াইয়ের ঝাঁজ একবিন্দুও কমবে না। আরাফির সামনে এখন আক্ষরিক অর্থেই জোড়া অগ্নিপরীক্ষা। একদিকে দেশের ভেতরে টালমাটাল অর্থনীতি ও খামেনেই হত্যার বদলা নিতে ফুঁসতে থাকা জনতাকে শান্ত করা; অন্যদিকে সামরিক প্রত্যাঘাতের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা। পারমাণবিক শক্তিধর এই দেশটির রাশ এখন এই কট্টরপন্থী নেতারই হাতে। আগামী দিনে তাঁর নেওয়া একটি সিদ্ধান্তই ঠিক করে দিতে পারে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র।

করাচির মার্কিন কনসুলেটে হামলা

করাচি, ১ মার্চ : ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর প্রতিবাদে উত্তাল পাকিস্তান। রবিবার করাচিতে অবস্থিত মার্কিন কনসুলেটে ঢোকার চেষ্টা এবং ভাঙচুর চালানোকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভকারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৩০-এর বেশি।

শনিবার মার্কিন ও ইজরায়েলি যৌথ হামলায় খামেনেইয়ের নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে করাচির শিয়া সম্প্রদায় ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর কয়েক হাজার মানুষ পথে নামেন। বিক্ষোভকারীরা সুলতানাবাদ থেকে মাই কোলাচির দিকে মিছিল শুরু করেন। মিছিলকারীদের একাংশ মার্কিন কনসুলেটের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, একদল তরুণ কনসুলেটের মূল ফটক টপকে ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ে। ভবনের জানলার কাচ ভেঙে আগুন ধরানোর চেষ্টা করে উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে

নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে হত ১২

পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ করে, পরে গুলি চালায়।

এধি ফাউন্ডেশনের মুখপাত্র মুহাম্মদ আমিন বলেন, 'আমরা করাচি সিভিল হাসপাতালে অন্তত আটটি মৃতদেহ স্থানান্তর করেছি। আহতদের অনেকের শরীরেই বুলেটের আঘাত রয়েছে।' স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সামা টিভি নিহতের সংখ্যা ১২ বলে দাবি করেছে। অভিযোগ উঠেছে, পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করলে কনসুলেটের ভেতরে থাকা মার্কিন মেরিন সদস্যরাও গুলি চালাতে শুরু করেন।

এক বিক্ষোভকারীকে বলতে শোনা যায়, 'আমরা আমাদের নেতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে মার্কিন কনসুলেটে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছি।' ঘটনার পর করাচির কূটনৈতিক জোনের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। করাচি ছাড়াও লাহোর, স্কার্দু এবং ইসলামাবাদে ব্যাপক বিক্ষোভের খবর পাওয়া গিয়েছে। স্কার্দুতে উত্তেজিত জনতা রাষ্ট্রসংঘের একটি দপ্তরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। করাচির ইরানি দূতাবাস বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালনাকে 'কাপুরুষোচিত' বলে নিন্দা করেছে। এদিন ইরাকেও মার্কিন দূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে শিয়া সম্প্রদায়। কয়েক হাজার বিক্ষোভকারীকে ঠেকাতে জলকামান ও কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায় পুলিশ।

তীব্র প্রতিবাদ চিন-রাশিয়ার

মস্কো ও বেজিং, ১ মার্চ : খামেনেই নিকেশের ঘটনায় এবার একজোট হয়ে ফুঁসছে চিন ও রাশিয়া। আমেরিকা-ইজরায়েলের ঘাতক স্ট্রাইককে 'মারাত্মক আগ্রাসন' আখ্যা দিয়ে বেজিংয়ের কড়া বার্তা, এটি ইরানের সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রসংঘের নিয়মের চরম লঙ্ঘন। অবিলম্বে এই সামরিক আস্ফালন রুখতে হবে। অন্যদিকে, এই হত্যাকাণ্ডকে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবিক শিষ্টাচারের 'নির্লজ্জ লঙ্ঘন' বলে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানকে পাঠানো শোকবার্তায় পুতিনের হুংকার, এই ঘৃণ্য পদক্ষেপ চরম বিপজ্জনক।

আমেরিকার আগ্রাসনের প্রতিবাদে করাচি মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভরত পাক নাগরিক। ডানদিকে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার মৃত্যুতে তেহরানে ভিড় শোকার্ত মানুষের।

শ্রীনগর, লখনউয়ে বিক্ষোভ শিয়াদের

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ : ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর ঘটনায় ভারতের একাধিক স্থানে শিয়া মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা প্রতিবাদ, বিক্ষোভ দেখালেন। শ্রীনগরের লালচক, দিল্লির যন্তরমন্তরের পাশাপাশি লখনউ, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরুর মতো দেশের একাধিক স্থানে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে যেমন ধর্মগুরুরা রয়েছেন তেমনই রয়েছেন অগুনতি সাধারণ মানুষ। তাঁদের মধ্যে আবার অনেকেই মহিলা।

আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ বিমান হানায় খামেনেই এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন কাশ্মীরের শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। রবিবার বিকেলের পর থেকেই শ্রীনগরের ঐতিহাসিক ঘণ্টা-ঘরের সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন হাজার হাজার মানুষ। তাঁদের হাতে ছিল খামেনেইয়ের পোস্টার, ইরানের জাতীয় পতাকা এবং কালো-লাল শোকের ব্যানার। মিছিলে অংশগ্রহণকারী আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে শোনা গিয়েছে আমেরিকা ও ইজরায়েল বিরোধী স্লোগান। পরিস্থিতি সামাল দিতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হলেও ক্ষোভের আগুন নেভানো যায়নি। শ্রীনগরে বিক্ষোভ পরিস্থিতির মোকাবিলায় ইন্টারনেট পরিষেবাও আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

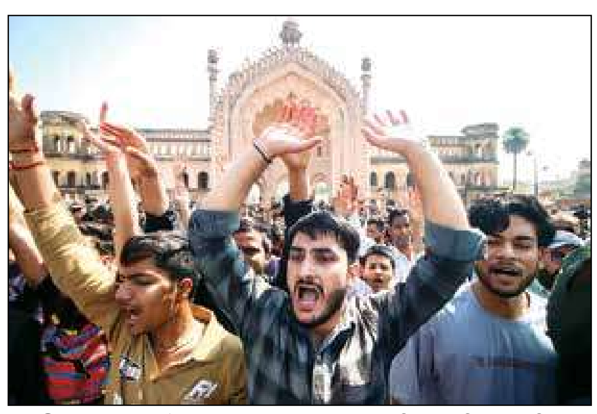

শ্রীনগরের লালচৌকে খামেনেইয়ের মৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভ শিয়া সম্প্রদায়ের। নীচে লখনউতে প্রতিবাদের আগুন।

শুধু শ্রীনগর নয়, বদগাম সহ উপত্যকার শিয়া প্রধান এলাকাগুলিতেও জনজীবন কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, আটের দশকে খামেনেই কাশ্মীর সফর করেছিলেন। সেই থেকেই কাশ্মীরের শিয়াদের কাছে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার ও জনপ্রিয় নেতা।

জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা সকলকে শান্ত থাকার আবেদন জানিয়ে বলেছেন, 'যাঁরা শোক পালন করছেন, তাঁদের ওপর যেন কোনও বলপ্রয়োগ না করা হয়। প্রশাসনকে সংযম প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' তিনি আরও জানান, ইরানে পাঠরত ভারতীয় পড়ুয়াদের নিরাপত্তার বিষয়ে বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে কেন্দ্র।

অন্যদিকে, পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি এই হামলাকে ইতিহাসের এক 'কলঙ্কিত অধ্যায়' বলে বর্ণনা করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'ইতিহাস মনে রাখবে কারা ন্যায়ের পক্ষে লড়েছিল আর কারা অন্যায়ের সামনে মাথা নত করেছিল।'

দিল্লির যন্তরমন্তরে যাঁরা প্রতিবাদ দেখাতে এসেছিলেন, 'তাঁদের বক্তব্য, আমরা ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু আয়াতোল্লা আলি খামেনেই আমাদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা।' লখনউয়ের এক প্রতিবাদী মহিলা বলেন, 'খামেনেইকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার নিন্দা করছি। পিছন থেকে ছুরি মারা হয়েছে তাঁকে।'

সর্বোচ্চ নেতা নিকেশ

সিআইএ'র নিখুঁত ফাঁদ

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ১ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতে আছড়ে পড়ল এক প্রবল ভূমিকম্প। আর সেই কম্পনের কেন্দ্রবিন্দুতে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ-র এক নিখুঁত ও হাড়হিম করা মাস্টারপ্ল্যান। ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লাহ আলি খামেনেই আর নেই। কোনো বার্ধক্যজনিত স্বাভাবিক মৃত্যু নয়; বরং আমেরিকা ও ইজরায়েলের এক বিধ্বংসী সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে তেহরানের বুকেই শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁর অধ্যায়। যাঁকে ঘিরে সর্বক্ষণ দুর্ভেদ্য নিরাপত্তার বলয় থাকত, তাঁকে কীভাবে নিজেদের নিশানায় আনল পেন্টাগন? উত্তর লুকিয়ে আছে সিআইএ-র পাতা এক অদৃশ্য এবং অব্যর্থ জালে।

আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, এই চরম আঘাতের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হচ্ছিল গত কয়েক মাস ধরেই। স্যাটেলাইট নজরদারি বা 'সিগনাল ইন্টেলিজেন্স' তো ছিলই, কিন্তু সিআইএ-র তুরুপের তাস ছিল খোদ ইরানের অন্দরমহলে ঘাপটি মেরে থাকা তাদের 'হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স' বা গুপ্তচর নেটওয়ার্ক। প্রাথমিক ছক ছিল রাতের অন্ধকারে আঘাত হানার। কিন্তু শুক্রবার গভীর রাতে সিআইএ-র ডেস্কে এসে পৌঁছয় এক 'গোল্ডেন ইনপুট'। খবর মেলে, শনিবার সকালে তেহরানের কেন্দ্রস্থলে মাটির তলার এক অতি-গোপন বাঙ্কারে শীর্ষ সামরিক কর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসছেন খামেনেই। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায় পরিকল্পনা। একসঙ্গে ইরানের গোটা সামরিক মগজটাকে উড়িয়ে দেওয়ার এমন মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি ওয়াশিংটন।

শনিবার সকালে ইজরায়েলি বায়ুসেনার ঘাঁটি থেকে ডানা মেলে ঘাতক যুদ্ধবিমান। ঠিক দু'ঘণ্টা পাঁচ মিনিট পর তেহরানের ওই হাই-সিকিউরিটি জোন চিরে আছড়ে পড়ে একের পর এক বাঙ্কার-বাস্টার বোমা এবং মার্কিন মিসাইল। চোখের পলকে ধুলোয় মিশে যায় গোটা এলাকা। খামেনেই তো বটেই, এই অপারেশনে খতম হয়েছেন ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডস-এর প্রধান মহম্মদ পাকপুর, প্রাক্তন নিরাপত্তা প্রধান আলি শামখানি-সহ আরও অনেক হেভিওয়েট নেতা। প্রযুক্তি আর নিখুঁত তথ্যের যুগলবন্দি কীভাবে একটা দেশের শীর্ষ নেতৃত্বকে কয়েক সেকেন্ডে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, এই হামলা তারই এক নির্মম উদাহরণ।

এই দুঃসাহসিক অভিযানের পর স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর হুংকার—আমেরিকার রাডারের নজর এড়িয়ে পালানোর ক্ষমতা বিশ্বের কোনও 'খলনায়কের' নেই। কিন্তু এই হামলার রেশ এখানেই থামছে না। খামেনেইয়ের মৃত্যুতে ইরানে ক্ষমতার রাশ সরাসরি চলে যেতে পারে কট্টরপন্থী আইআরজিসি নেতাদের হাতে। যার অর্থ, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি তো দূর

অস্ত, বরং প্রতিশোধের আগুনে গোটা এলাকা পরিণত হতে পারে এক বিশাল বধ্যভূমিতে। ইতিমধ্যেই বদলার ছকে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি উড়ে আসতে শুরু করেছে তেহরান থেকে। এর জেরে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে আগুন লেগেছে এবং শেয়ার বাজারে দেখা দিয়েছে তুমুল অস্থিরতা।

সিআইএ-র এই নিখুঁত স্ট্রাইক সাময়িকভাবে আমেরিকা-ইজরায়েলকে স্বস্তি দিলেও, দীর্ঘমেয়াদে তা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সলতেই পাকিয়ে দিল কি না, তা নিয়ে গভীর চিন্তায় বিশ্ব কূটনীতি মহল। আধুনিক যুগে মাটির তলার বাঙ্কারও যে কাউকে বাঁচাতে পারে না, তেহরানের ধ্বংসস্তূপ আজ সেই বাস্তবটাই প্রমাণ করে দিল।

টার্গেট মরুশহর, প্রমাদ গুনছে কেরল

তিরুবনন্তপুরম ও দুবাই, ১ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে এখন শুধুই বারুদের ধোঁয়া আর মুহুর্মুহু সাইরেনের শব্দ। খামেনেই হত্যার বদলা নিতে আমেরিকা ও ইজরায়েলের দিকে তেহরানের ছোঁড়া একের পর এক ব্যালিস্টিক মিসাইল শুধু তেলআবিব বা পেন্টাগনের ঘুম কাড়েনি; হাজার হাজার মাইল দূরে দাঁড়িয়ে আতঙ্কে প্রহর গুনছে ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কেরালা। মরুশহরের জাঁকজমকে ঘেরা যে উপসাগরীয় দেশগুলো একসময় এই ভারতীয়দের কাছে ছিল স্বপ্নের ঠিকানা, রাতারাতি সেটাই এখন পরিণত হয়েছে এক মৃত্যুফাঁদে।

যুদ্ধ পরিস্থিতি যে ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে, তাতে মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসকারী প্রায় ৯০ লক্ষ ভারতীয়ের নিরাপত্তা এখন কার্যত সুতোর ওপর ঝুলছে। এর মধ্যে প্রায় ২৫ লক্ষই কেরালার বাসিন্দা। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার, সৌদি আরব থেকে শুরু করে খোদ ইজরায়েল বা ইরানে কর্মরত এই প্রবাসীরা এখন আক্ষরিক অর্থেই দুই যুযুধান পক্ষের লড়াইয়ে পিষ্ট হওয়া অসহায় দর্শক। যুদ্ধের আবহে আকাশপথ পুরোপুরি বন্ধ, একের পর এক আন্তর্জাতিক উড়ান বাতিল হওয়ায় দেশে ফেরার রাস্তাও আপাতত বিশ বাঁও জলে। একদিকে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ঘাতক ড্রোন আর রকেট, অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারে প্রাণ হাতে করে দিন কাটছে সাধারণ শ্রমিক থেকে শুরু করে কর্পোরেট পেশাদারদের।

সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা কেরালায় থাকা পরিবারগুলোর। কোচি, কান্নুর বা তিরুবনন্তপুরমের ঘরে ঘরে এখন বিনিদ্র রজনী। টিভির ব্রেকিং নিউজ আর স্মার্টফোনে চোখ রেখে প্রিয়জনের একটা হোয়াটসঅ্যাপ কল বা মেসেজের আশায় বসে রয়েছেন উদ্বিগ্ন পরিজনরা। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় যোগাযোগের চরম বিভ্রাট আর ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের জেরে সেইটুকু স্বস্তিও জুটছে না। এর পাশাপাশি ঘনিয়ে আসছে এক বিশাল অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কালো মেঘ। কেরালার অর্থনীতির একটা বড় অংশই দাঁড়িয়ে রয়েছে এই প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের ওপর। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে শুধু প্রাণহানির আশঙ্কা নয়, কাজ হারিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়ার ভয়ও তাড়া করে বেড়াচ্ছে হাজার হাজার পরিবারকে।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করে ইতিমধ্যেই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য সরকার। সাউথ ব্লকের সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে যোগাযোগ করে অবিলম্বে প্রবাসীদের দেশে ফেরাতে 'অপারেশন গঙ্গা'-র মতো মেগা উদ্ধারকাজ শুরুর দাবি জানিয়েছে কেরালা প্রশাসন। বিদেশ মন্ত্রকও ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন চালু করেছে, কিন্তু মিসাইল আর ড্রোনের দাপাদাপির মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত আকাশসীমায় যাত্রীবাহী বিমান পাঠানো এই মুহূর্তে এক হিমালয়প্রমাণ চ্যালেঞ্জ। তেলের খনির হাতছানিতে যে মানুষগুলো একদিন আরব সাগরের তীরে পাড়ি দিয়েছিলেন, আজ তাঁদের চোখের সামনেই সেই স্বপ্ন নিদারুণ দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। কূটনীতির জাঁতাকলে আটকে থাকা এই নিরীহ ভারতীয়দের ভাগ্য এখন কোন দিকে মোড় নেবে—সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

দুবাইয়ে আটকে শুভশ্রী

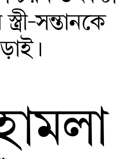

কলকাতা ও দুবাই, ১ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আঁচ এবার সোজা টলিউডে! আমেরিকা-ইরান সংঘাতের জেরে সমস্ত উড়ান বাতিল হওয়ায় দুবাইয়ে কার্যত বন্দি অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর ছোট্ট ছেলে। কলকাতায় বসে চরম উৎকণ্ঠায় দিন গুনছেন স্বামী রাজ চক্রবর্তী। ঘাতক মিসাইলের ছায়ায় স্ত্রী-সন্তানকে নিরাপদে ঘরে ফেরানোই এখন তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় লড়াই।

ওমানে জাহাজে হামলা

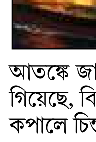

মাস্কাট, ১ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আঁচ এবার সরাসরি আরব সাগরে! ওমান উপকূলে আচমকা হামলার শিকার হলো একটি পণ্যবাহী তেলের জাহাজ। এই প্রাণঘাতী হামলায় চরম আতঙ্কে জাহাজের ২০ জন নাবিক, যাঁদের মধ্যে ১৫ জনই ভারতীয়। জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণে ইতিমধ্যেই গুরুতর জখম হয়েছেন ৪ জন। সাউথ ব্লকের কপালে চিন্তার ভাঁজ চওড়া করে মাঝদরিয়ায় এখন শুধুই মৃত্যুর পরোয়ানা!

ইরান উড়াল লাল নিশান

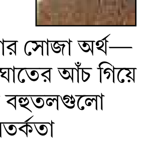

তেহরান ও দুবাই, ১ মার্চ : খামেনেই নিকেশের পর এবার চরম বদলার পথে তেহরান! আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার কড়া জবাব দিতে পবিত্র জামকরন মসজিদের গম্বুজে 'লাল নিশান' ওড়াল ইরান, যার সোজা অর্থ—ভয়ংকর যুদ্ধ এবং রক্তক্ষয়ী প্রতিশোধ। অন্যদিকে, এই সংঘাতের আঁচ গিয়ে পড়েছে দুবাইয়ের বুকেও। বুর্জ খলিফার মতো আইকনিক বহুতলগুলো ঘিরেও ঘনীভূত হচ্ছে হামলার আতঙ্ক। ইতিমধ্যেই চরম সতর্কতা জারি হয়েছে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে। আমেরিকার বাঙ্কার-বাস্টার বোমা আর ইজরায়েলি যুদ্ধবিমানের স্পর্ধার জবাবে ইরান ঠিক কী মাত্রায় প্রত্যাঘাত করে, এখন সেদিকেই কাঁটা হয়ে নজর রাখছে গোটা বিশ্ব।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৮২ সংখ্যা, সোমবার, ১৭ ফাল্গুন ১৪৩২

বাহিনী বিতর্ক

ভোটের বাঁশি বাজতে না বাজতে কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে গেল পশ্চিমবঙ্গে। বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়েছে রুটমার্চ। বিধানসভা নির্বাচনের ঘোষণা হবে সম্ভবত মার্চের মাঝামাঝি। খাতায়-কলমে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। বিধানসভার মেয়াদ যেহেতু ৭ মে শেষ হচ্ছে, তার আগে নতুন সরকার গড়তেই হবে। বাংলার ভোটে শুধু দেশ নয়, গোটা বিশ্ব তাকিয়ে থাকে বললে অত্যুক্তি হয় না।

লোকসভা-বিধানসভা-পুরসভা-পঞ্চায়েত- যে নির্বাচনই হোক না কেন, পশ্চিমবঙ্গে অশান্তি না হওয়ার নজির খুঁজে পাওয়া কঠিন। বামফ্রন্ট জমানায় ২০০৩ সালে পঞ্চায়েত ভোটে হিংসার বলি হয়েছিলেন বহু মানুষ। তৃণমূল আমলেও ২০২৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসায় মৃত্যু হয় অনেকের। কোনও লোকসভা ও বিধানসভা ভোট পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ হয় না। সংঘর্ষ-অশান্তি লেগেই থাকে।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে পাঠানো হয়েছিল ১১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। এবার এখনও পর্যন্ত এরাজ্যে ভোটের আগেই ৪৮০ কোম্পানি বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ২৪০ কোম্পানি পৌঁছেও গিয়েছে ইতিমধ্যে। বাকি ২৪০ কোম্পানি আসবে ১০ মার্চের মধ্যে। বাংলায় ভোট করাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নেওয়া কার্যত নিয়ম হয়ে গিয়েছে।

শয়ে-শয়ে কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এরাজ্যে পাঠানো হয়। সাধারণ মানুষের মন থেকে ভয় তাড়ানোর নামে ভোটের আগে থেকে এলাকায় এলাকায় বাহিনীর রুটমার্চ চলে। অশান্তি ঠেকানোর যুক্তি দেখিয়ে ভোটের পরেও বাহিনী কিছুদিন রেখে দেওয়া হয়। অথচ কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে প্রশ্ন কম থাকে না। এরাজ্যে প্রতিবার দেখা গিয়েছে, ভোট চলাকালীন বহু জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বসিয়ে রাখা হয়। কেননা, রাজ্য না চাইলে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সেভাবে ব্যবহারের সুযোগ থাকে না।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন খাস কলকাতায় কাঁকুড়গাছি এলাকায় বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল। সেসময়ও অভিযোগ উঠেছিল, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বসিয়ে রেখেছে। প্রয়োজনের সময় তাদের কাজে লাগানো হয় না। অর্থাৎ বঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকেও কার্যত না থাকার শামিল।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল সেকারণে সম্ভবত এবার আগাম বলে রেখেছেন, 'শুধু বসিয়ে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী আনা হচ্ছে না। বাহিনী ব্যবহারের দায়িত্ব নিতে হবে জেলা শাসকদের।' বাস্তবে সেই তৎপরতা দেখা যাবে কি না, তা সময় বলবে।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের এতকাল রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে রাখা হত। এবারও তার অন্যথা হবে না। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র কাজে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষকদের সিংহভাগ এবং হাইস্কুলের শিক্ষকদের বিরাট অংশকে গত চার মাস ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ফলে শিক্ষায়তনে পঠনপাঠন কার্যত বন্ধ আছে।

এরপর নির্বাচনের কারণে জওয়ানদের থাকার জন্য অধিকাংশ স্কুল, কলেজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলে পড়ুয়াদের পড়াশোনা আরও শিকেয় উঠবে। ২০২৪-এর লোকসভা এবং ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচন- দুটো ক্ষেত্রেই বহু দফা ভোটের কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনী দীর্ঘদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছিল। পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়মিত ঘটনা, তাই নির্বাচনপর্ব মিটে যাওয়ার পরেও জওয়ানদের রেখে দেওয়া হয়।

জওয়ানদের থাকা যত দীর্ঘায়িত হবে, স্কুল-কলেজে পঠনপাঠন তত লাটে উঠবে। এসআইআর-এর কারণে এবার ইতিমধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সুতরাং নির্বাচন সংক্রান্ত নানা প্রয়োজনে শিক্ষায়তন ব্যবহারের বিষয়টি এখন সরকারের গুরুত্ব দিয়ে ভাবার সময় এসেছে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু অবশ্য দায় চাপিয়েছেন কেন্দ্রের ঘাড়ে। তিনি বলেছেন, 'শিশুদের ভবিষ্যতের বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত কেন্দ্রের।'

আদতে মানুষের ভোটাধিকার, গণতন্ত্র, নয়া সরকার গঠন ইত্যাদি যেমন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই দেশের ভবিষ্যৎপ্রজন্মের পঠনপাঠনও হেলাফেলার বিষয় নয়।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত।

-ভগবান

ডুয়ার্সের তেভাগা ও লালশুক্রার কথা

ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি ও লোককবি লালশুক্রা ওরাওঁয়ের অবিস্মরণীয় অবদান আজও প্রাসঙ্গিক।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

আরেকটা মার্চ মাস এসে গেল। আর মার্চ-এপ্রিল এলেই, বাসন্তী-ফাগুয়া এলেই ডুয়ার্সের চালসা-মাটিয়ালিতে আমার একটা মানসভ্রমণ ঘটে। আমি চালসা গোলাইয়ের বটবৃক্ষতলে গিয়ে বসি, গুয়াপানতাম্বুল খাই আর কল্পনায় ৮০ বছর আগের ব্রিটিশ বন্দুকের গুলির শব্দ শুনতে পাই। কল্পনায় দেখি বড়দিঘি থেকে টুনবাড়ি হয়ে হায়হায়পাথারের মেঠোপথ ধরে সাদরি ভাষায় তেভাগার গান গাইতে গাইতে হেঁটে যাচ্ছেন, আগুয়ান এক কৃষ্ণবর্ণ ওরাওঁ তরুণ, তৎকালীন ডুয়ার্সের লালন ফকির, লালশুক্রা। মুহূর্তেই আমার সংবিত ফিরে আসে। আমি চালসা উদ্যানে লালশুক্রার ভাস্কর্যের দিকে তাকিয়ে থাকি।

১৯৪৬-'৪৭ ও চালসা-মাটিয়ালির তেভাগা

ডুয়ার্সের মাল-মাটিয়ালি-চালসার নেওড়া-ধরলা-মূর্তি উপত্যকায় এই ফাল্গুন-চৈত্রময় মার্চ-এপ্রিলের শুখা বসন্তকাল যতটা দোল-ফাগুয়া বয়ে আনে ততটাই অগ্নিগর্ভ কৃষক সংগ্রাম, ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনকে স্মরণ করায়! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের সেই ব্রিটিশ-ডুয়ার্সের তেভাগা। সকলেই জানেন, তেভাগা মানে ভাগচাষি-আধিয়ার-কৃষকের খুন-পসিনায় উৎপন্ন ফসল তিনভাগ। দুই ভাগের অধিকার ভাগচাষি কৃষকের, একভাগ জোতদারের। এই দাবি নিয়ে, এই ধানপাট কোষ্টা-কালাইয়ের ভাগযুদ্ধ নিয়ে বাংলায় তেভাগা আন্দোলন হয়েছিল।

তেভাগার চে-লালশুক্রা ওরাওঁ

আজ থেকে ১১৫ বছর আগে ১৯১১ সালের ২ মার্চ জন্মেছিলেন চালসা গোলাইয়ের শতাব্দীপ্রাচীন বটবৃক্ষের পাশে, ধ্যানমৌনী ভাস্কর্য হয়ে বসে থাকা, তেভাগার কিংবদন্তি কণ্ঠসৈনিক লালশুক্রা ওরাওঁ। এই লালশুক্রাকে শ্রদ্ধা জানাতে চালসায় তাঁর মূর্তিতে আজও ফুল দেন অনেকেই। আমরা যাঁরা ডুয়ার্সে বেড়ে উঠেছি তাঁদের অনেকের কাছেই তাই মার্চ মানে, লাল মাটিয়ালি-চালসার লালশুক্রা আর তেভাগা। হাজার হাজার আদিবাসী চা-শ্রমিক-কৃষকদের জমায়েতে আট দশক আগে লালশুক্রা বোন পোকো-কে সঙ্গে নিয়ে গাইছেন, 'শুনা ভাই স্বাধীন দেশকা গানা/ এক বিতা পেটের লাগিন/ মালবাজার আনা যানা/ মাটিয়ালি থানা রে মাটিয়ালি থানা...।' ১৯৪৭-'৪৮-এ তেভাগার কারণে জেল খেটেছিলেন এই লালশুক্রা। এই চালসা-মাটিয়ালিতেই ১৯৪৭-এর মার্চ-এপ্রিলে সেই তেভাগার আন্দোলন করতে গিয়েই অন্তত ১৫ জন ডুয়ার্সবাসী কৃষক-চা শ্রমিক বৃটিশ পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছিলেন। এসব কাহিনী আজ গল্প মনে হতে পারে। এই গল্প চালসা-মাটিয়ালির ধরলা-নেওড়া-মূর্তি উপত্যকার নতুন প্রজন্মের সেলফোনওয়ালা ছেলেমেয়েদের ভালো লাগবে কিনা জানি না, তবে তেভাগার গল্প ছাড়া মালবাজার-চালসা-মাটিয়ালির ইতিহাস হবে না। তাই মনে হয়, চিৎকার করে বলি '২ মার্চ চালসার লালশুক্রা পার্কে চলুন। চলুন ইতিহাস ছুঁয়ে আসি!'

চালসা-মাটিয়ালি উপত্যকায় তেভাগা মেমোরিয়াল হোক

চালসা-মাটিয়ালিতে এই তেভাগা শহিদদের নিয়ে পাবলিকলি কোনও স্মৃতিচারণ হয় কি না জানি না। হওয়া উচিত। এতে গোটা মালবাজারের এক ইতিহাস-আশ্রিত সংগ্রামী আত্মপরিচিতি উন্মোচিত হয়। চালসা বা মালবাজারে একটা তেভাগার স্মৃতিতোরণ নির্মিত হওয়া উচিত। মালবাজারের পরিমল মিত্র কলেজে বা বানারহাটের কাছে কার্তিক ওরাওঁ হিন্দি কলেজে তেভাগা-মেমোরিয়াল মিউজিয়াম হলে ডুয়ার্সবাসী আধুনিক ছেলেমেয়েরা তেভাগা বা কৃষক আন্দোলনটা জানতে পারে, বুঝতে পারে! আজকাল অনেক উৎসব হয়। মার্চ-এপ্রিলে চালসা-মাটিয়ালিতে বছর বছর তেভাগা-কংগ্রেস হতে পারে। চালসার লালশুক্রা উদ্যান তো এ রাজ্যের একটি হেরিটেজ উদ্যান হতে পারে! জঙ্গল সাঁওতাল যেমন নকশালবাড়ির কিংবদন্তি আদিবাসী নক্ষত্র, লালশুক্রাও তো ডুয়ার্সের চালসা-মাটিয়ালি নামক 'ভাগনাডিহির' কিংবদন্তি আদিবাসী তারকামানব। এখানে তো রীতিমতো লালশুক্রা আদিবাসী অ্যাকাডেমি হওয়া উচিত। চালসা-মাটিয়ালি যতই মধ্যবিত্ত পর্যটনের মাটি হোক এই উপত্যকা আসলে বাংলা-ডুয়ার্সের লালরঙা তেভাগা মোমোরিয়াল। এই মেমোরিয়ালটাকে জ্যান্ত করে তুলতে পারলে ডুয়ার্সের আরেকটি সুপ্ত রূপ ফুটে উঠতে পারে। শুধু বনজঙ্গল, চা-বাগান আর নদী-পাহাড়তলি নিয়েই এনচ্যানটিং ডুয়ার্স হয় না! Native Militancy বা এধরনের ঐতিহাসিক Peasant Upsurge-এরও তো একটা শাস্ত্রীয় সৌন্দর্য আছে! চালসা-মাটিয়ালির তেভাগার এপিসোডে সেই Beautiful Militancy লুকিয়ে আছে!

চালসা উদ্যানে লালশুক্রা ওরাওঁয়ের আবক্ষ মূর্তি।

ফাল্গুন-চৈত্র এলেই ডুয়ার্সের চালসা-মাটিয়ালিতে ফিরে আসে তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি। ১৯৪৬-'৪৭ সালে ফসলের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে এখানে তীব্র কৃষক সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ ছিলেন চারণকবি লালশুক্রা ওরাওঁ। তাঁর গান সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পুলিশের গুলিতে সেসময় প্রাণ হারান ১৫ জন কৃষক ও চা শ্রমিক, যাঁদের মধ্যে ১৩ জনই ছিলেন আদিবাসী।

খাঁপুর থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়

দক্ষিণ দিনাজপুরের খাঁপুরে তেভাগা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে প্রতিবার ২০ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস পালিত হয়। এবারও হয়েছে। ১৯৪৭ সালে তেভাগার অগ্নিগর্ভ সংগ্রামে খাঁপুরে ২২ জন কৃষক পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছিলেন। খাঁপুর এখনও মানুষের স্মৃতিতে রয়েছে। ডুয়ার্সেও তো একই বিদ্রোহ ঘটেছিল! এখানে তার স্মৃতি ধূসর কেন? চালসা-মাটিয়ালির তেভাগার স্মৃতি আমরা চারণ করি না কেন?এখানকাররা বিদ্রোহী শহিদরা সব আদিবাসী সাংগ্রামাংগ্রা বলে! এই প্রশ্নও উঠতে পারে! ১৯৯৪ সালের ৪ এপ্রিল, চালসায় বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা দেবপ্রসাদ রায়ের উদ্যোগে শহিদ স্মৃতিরক্ষা কমিটির নামে ডুয়ার্সের তেভাগা শহিদদের স্মৃতিতে একখণ্ড জমিতে একটি স্মারকফলক স্থাপন করা হয়েছিল। দু-তিন বছর সেখানে স্মৃতিচারণও হয়েছিল। কিন্তু সেই জমিও বেদখল হয়ে গিয়েছে, সেই স্মৃতিফলকও এখন আর নজরে আসে না। চালসার সেই শহিদ স্মৃতিফলক কোথায়?

শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মাস

চালসা-মাটিয়ালি, টুনবাড়ি চা বাগান, মঙ্গলবাড়ি বস্তি, বড়দিঘি চা বাগান, নেপুচাপুর চা বাগান, মাথাচুলকা, হায়হায়পাথারের মাটিতে কান পাতলে হয়তো আজও শোনা যাবে ডুয়ার্সের তেভাগার 'চে গেভারা' আদিবাসী চারণকবি সাদরি ভাষায় গাইছেন তাঁর স্বরচিত উদ্দীপক গান, 'মালবাজার আনা যানা, মাটিয়ালি থানা রে..., শুনো ভাই– স্বাধীন দেশকা গানা রে। এক বিতা পেট লাগিন, গিলি জেহেলখানা রে... শুনো ভাই– স্বাধীন দেশ কা গানা রে...'। ২০০১ সালের ৩০ মে লালশুক্রার মৃত্যু হয়। ২০০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চালসায় লালশুক্রার মূর্তি স্থাপন করে। ২০১১-তে চালসার বটবৃক্ষতলে লালশুক্রার জন্মশতবর্ষও পালিত হয়। ফলে মার্চ মাস চালসা-মাটিয়ালিতে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের রক্তে রাঙা মাস। ২ মার্চ লালশুক্রার জন্ম। আবার ঘটনাচক্রে আরেক মার্চের ২ তারিখেই আন্দোলনরত আদিবাসী কৃষকদের ওপর ব্রিটিশ পুলিশ গুলি চালায়। এই গোলাবর্ষণে হায়হায়পাথারে প্রথম শহিদ হন ৪ জন কৃষক ও চা শ্রমিক। তেভাগার ব্রিটিশবিরোধী-জোতদার বিরোধী যুদ্ধে যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন যতদূর জানা যায়, তাঁদের মধ্যে ১৩ জনই ছিলেন আদিবাসী। এঁদের মধ্যে ৪ জন ছিলেন মহিলা। একটি গবেষণাপত্র অনুযায়ী এঁরা হলেন রামু মুন্ডা, বিরসা ওরাওঁ, সহরাই মুন্ডা, হপনা মাঝি, কৃষ্ণা ওরাওঁ, বেচপা খারিয়া, বুধু খারিয়া, লোধরা বুড়া, কর্মী ওরাওঁ, এতোয়ারি ওরাওঁ, স্বর্ণময়ী ওরাওঁ, বুধুনি ওরাওঁ, জিতু কুমহার। এঁদের সঙ্গে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল কৃষক সাবরু মহম্মদ, রেলকর্মী লক্ষ্মণ সিং-য়ের। কেউ কেউ বলেছেন, আরও কয়েকজন শহিদ হয়েছিলেন। লালশুক্রা আজও গাইছেন, 'মালবাজার আনা যানা, মাটিয়ালি থানা রে...'

শহিদের রক্ত হয়তো ব্যর্থ হয়নি! আমরা এখন স্বাধীন! আমরা অমৃত ভারতের সন্ধানে! কিন্তু আমরা তেভাগা উত্তরকালের ডুয়ার্সবাসীরা চালসা-মাটিয়ালির এই আত্মত্যাগী আদিবাসীদের মর্যাদা দিয়েছি কি? আমরা কি জানি, ১৯৯৪ সালে খোদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথম লালন ফকির পুরস্কার দিয়েছিলেন লালশুক্রা ওরাওঁকেই! আমরা ক'জন জানি ২০০২ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবর্তন করেছে 'লালশুক্রা ওরাওঁ স্মৃতি পুরস্কার'! ডুয়ার্সে কিংবদন্তি চারণকবি, তেভাগার নেতা, 'তেভাগার চে' মর্যাদা পাচ্ছেন কি! এসব প্রশ্নের প্ল্যাকার্ড নিয়ে আসুন সবাই মিলে চালসার লালশুক্রা মূর্তির পাদদেশে গিয়ে এবার থেকে প্রতিবছর এই মার্চ মাসে তেভাগার শহিদদের শ্রদ্ধা জানাই! চালসা-মাটিয়ালি উপত্যকা, গোটা ভূখণ্ডটিই তো আমাদের ডুয়ার্সবাসীদের তেভাগা মেমোরিয়াল!

(লেখক সামাজিক-নৃতত্ত্বের গবেষক)

আজ

১৯৪৯

স্বাধীনতা সংগ্রামী সরোজিনী নাইডুর প্রয়াণ আজকের দিনে।

১৯৯০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অভিনেতা টাইগার শ্রফ।

আলোচিত

ইরান যদি এখনও হামলা বন্ধ না করে, তাহলে এরপর এমন আক্রমণের রাস্তায় যাব, যা ওরা কল্পনাও করতে পারছে না। ইরান হুঁশিয়ারি দিয়েছে, ওরা আমাদের ওপর আরও জোরালো হামলা করবে। এটা না করলেই ভালো। করলে ওদের বিরুদ্ধে দ্বিগুণ শক্তি ব্যবহার করব, যা ওরা আগে দেখেনি।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

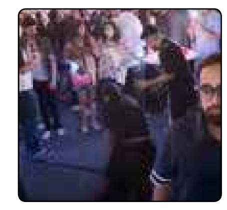

করণ আউজলার দিল্লি কনসার্টে বিশৃঙ্খলা। জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে বহু দর্শক তাঁর গানের তালে কোমর দোলাতে এসেছিলেন। করণের 'গ্র্যান্ড' এন্ট্রি দর্শকদের মুগ্ধ করে। কিন্তু আচমকা ভিভিআইপি লাউঞ্জে দর্শকদের মধ্যে মারামারি শুরু হলে কনসার্ট রণক্ষেত্রে বদলে যায়।

ভাইরাল/২

হোলির আগে উত্তরপ্রদেশের হাপুড়ে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা কয়েকটি দোকান থেকে ভেজাল মিষ্টি বাজেয়াপ্ত করে রাস্তার ডাস্টবিনে ফেলে দেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ডাস্টবিন থেকে সেই ভেজাল মিষ্টি কুড়োতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। অবাক নেটিজেনরা।

জনমন জনমত

চাপ কমাতে কাউন্সেলিং

দিন যত এগোচ্ছে আমাদের জীবন যেন ক্রমশ যন্ত্রনির্ভর হয়ে উঠছে। নিত্য পড়াশোনার চাপ, পরীক্ষার ভীতি, বয়ঃসন্ধির নানা না বলা কথা- সব মিলিয়ে এই প্রজন্মের পড়ুয়াদের মধ্যে এক মানসিক দূরত্ব দেখা দিয়েছে। তাছাড়া মোবাইলকে সঙ্গী করে ডুবে থাকছে অনেক পড়ুয়া। নিজের ভুলত্রুটি না বুঝে, ভবিষ্যতের ইতিবাচক দিকগুলো চিন্তা না করেই তারা ক্রমশ ঘড়ির কাঁটার মতো এগিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে সরকারি স্কুলগুলোতে পড়ুয়াদের সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং করাটা ভীষণ দরকার।

শহরের কথা বাদ দিলে যদি গ্রামের কথা ধরি সেক্ষেত্রে পড়ুয়াদের সাইকোলজিক্যাল দিকগুলো একদমই শূন্য। প্রত্যন্ত গ্রামে তাই আজ পড়ুয়াদের মধ্যে হীনম্মন্যতা ও একাকিত্ব বেড়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি স্কুলে পড়ুয়াদের সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং হলে অনেক ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয়। বিশেষ করে গুড টাচ-ব্যাড টাচের ধারণা, বয়ঃসন্ধিতে নানা সমস্যার দিকগুলো তারা বুঝতে পারবে। তারাও তাদের সমস্যাগুলো শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বলতে পারবে।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

ফ্রিজে মাংস নিয়ে বিভ্রান্তি

২২ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'মোমোয় ছত্রাক, মাংসে পোকা' শীর্ষক প্রতিবেদনটির এক জায়গায় লেখা হয়েছে, দেশবন্ধুপাড়ার একটি মিষ্টির দোকানে ফ্রিজ থেকে রান্না করা মাংস মিলেছে। এ ব্যাপারে বলতে চাই, এই এলাকার এবং এলাকার বাইরের লোকেরাও বহুদিন থেকেই এই মিষ্টির দোকানের মিষ্টি কিনে খান। দোকানের ভেতরের দিকে কর্মচারীরা একটি ফ্রিজে তাঁদের খাবার রেখে থাকেন এবং অন্যান্য জায়গায়ও রেখে থাকেন। তাঁরা আমিষ খাবার খান। কেউ বা নিরামিষও খান। কারিগরদের জন্য এমন কোনও বিধিনিষেধ নেই যে, তাঁরা মাংস বা মাছ খেতে পারবেন না। কারিগররা তো সকলে নিরামিষাশী নন। মিষ্টির সঙ্গে তো নিজের খাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। কাজেই মিষ্টির সঙ্গে মাংস রাখা হয়নি এবং কখনও হত না - এখানে মনে হয় কোনওরকম ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার মিষ্টির দোকানের কারিগরদের মধ্যে বা মালিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরামিষাশী খুব কম - এই বিষয়টা সকলকেই মাথায় রাখতে হবে।

পুলক রায়
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উন্নয়ন, পরিযান ও নাগরিকত্ব : জ্বলন্ত সমীকরণ

জনকল্যাণ ও উন্নয়নের ফাঁক গলে বাড়ছে পরিযান। বিপন্ন হচ্ছে নাগরিক অধিকার, প্রশ্নের মুখে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ।

ক্ষীরোদা রায়

ভারতবর্ষের মতো বিশাল গণতান্ত্রিক দেশে উন্নয়ন, জনকল্যাণ আর পরিযান— এই তিনের সম্পর্ক আজ এক জটিল গোলকধাঁধা। রাষ্ট্র একদিকে সামাজিক সুরক্ষা দিতে নানা প্রকল্প গড়ছে, অন্যদিকে স্রেফ রুটিরুজির তাগিদে মানুষের ঘর ছাড়ার দৃশ্য সেই উন্নয়নের দাবিকেই প্রশ্নের মুখে ফেলছে। পরিযান হয়তো অর্থনীতিকে সচল রাখে, কিন্তু এর আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক নির্মম বাধ্যবাধকতা। শখে কেউ ভিটেমাটি ছেড়ে ভিনরাজ্যে যান না; কাজের অভাব, আঞ্চলিক বঞ্চনা আর নিরাপত্তাহীনতাই তাঁদের তাড়ায়। তাই পরিযান নিছক কোনও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া নয়, এটি সমাজের বুকে চেপে বসা কাঠামোগত বৈষম্যের এক জ্বলন্ত প্রমাণ।

উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপট ও শ্রমবাজারের সংকট

বাজার অর্থনীতির সহজ নিয়ম হল, যেখানে উন্নয়ন বেশি, মজুরি ও শ্রমের চাহিদাও সেখানে বেশি। আর ঠিক এই কারণেই পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার বা উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলো থেকে আজ শ্রমিকের ঢল নামছে। উত্তরবঙ্গের ছবিটা আরও করুণ— দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের চা বাগান এবং কৃষিক্ষেত্র থেকে দলে দলে মানুষ পাড়ি দিচ্ছেন ভিনরাজ্যে। একটু ভালো থাকার আশায় তাঁরা যখন দূরদেশে ঘাম ঝরাচ্ছেন, তখন আমাদের নিজস্ব গ্রামীণ অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ভারসাম্য হারাচ্ছে। পুরুষ শ্রমিকদের এই ব্যাপক গ্রামত্যাগ স্থানীয় আর্থসামাজিক পরিকাঠামোকে এক ভয়াবহ অস্তিত্বের সংকটে ঠেলে দিচ্ছে।

- এআই

জনকল্যাণ কি পরিযান রুখতে পারছে?

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, সরকারি অনুদান বা প্রকল্পগুলো কি আদৌ পরিযান রুখতে পারছে? একশো দিনের কাজের মতো প্রকল্পে গ্রামে রোজগারের সামান্য সুযোগ তৈরি হলেও, রন্ধ্রে রন্ধ্রে থাকা দুর্নীতির কারণে সেই সুফল সব ঘরে পৌঁছাচ্ছে না। একইভাবে, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বা 'কন্যাশ্রী'-র মতো প্রকল্পগুলো সাধারণ মানুষকে সামাজিক সুরক্ষা দিলেও, এগুলো মূলত ভোগভিত্তিক অনুদান। হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিলে সাময়িক সুরাহা হয় ঠিকই, কিন্তু তাতে উৎপাদনমুখী ও স্থায়ী কর্মসংস্থানের কোনও বিকল্প তৈরি হয় না। শিকড়কে অবহেলা করে কেবল ডালপালা ছাঁটলে যেমন গাছ বাঁচে না, তেমনি স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা না করলে পরিযানের মূল কারণ দূর করা একেবারে অসম্ভব।

নাগরিকত্বের বাস্তব প্রয়োগ : এক নিদারুণ প্রহসন

পরিযান শুধু পেটের টান নয়, এটি নাগরিক অধিকারকেও ভেতর থেকে কুরে-কুরে খায়। গণতন্ত্র টিকে থাকে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর। কিন্তু পরিযায়ী শ্রমিকের অনিশ্চিত জীবন, ঠিকানাহীন অস্থায়ী ডেরা আর প্রশাসনের সঙ্গে যোজন দূরত্বের কারণে তাঁরা নিজদেশেই একরকম 'অদৃশ্য নাগরিক'- এ পরিণত হন। ভোটের লাইনে দাঁড়ানো থেকে শুরু করে সরকারি সুযোগসুবিধা পাওয়া— প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁদের ঠেলে দেওয়া হয় প্রান্তিক অন্ধকারে। সচিত্র পরিচয়পত্র পকেটে থাকলেও, বাস্তব জীবনে তাঁদের নাগরিকত্বের অধিকার থাকে চরম অপূর্ণ। দিনের শেষে এই বঞ্চনা আমাদের গর্বের গণতান্ত্রিক কাঠামোকেই এক ভয়ংকর অনিশ্চয়তার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও শিক্ষার রূপরেখা

শুধু চকচকে ইমারত বানিয়ে 'বিকশিত ভারত' গড়ার স্বপ্ন দেখা নেহাতই অলীক কল্পনা। এর আসল ভিত হওয়া উচিত মানবিক উন্নয়ন ও শিক্ষা। কিন্তু নির্মম সত্য হল, শিক্ষার প্রসারের গালভরা কথার মাঝেই স্কুল-কলেজ ছুটের হার আজও আমাদের ঘুম কাড়ে। নাগরিকদের একটা বড় অংশ নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আজও চরম উদাসীন। এই অজ্ঞতা ও অন্ধত্বই পরিযানের পথে সবচেয়ে বড় কাঁটা। আঞ্চলিক বৈষম্য মুছে ফেলা, স্থানীয় স্তরে টেকসই কাজের সুযোগ তৈরি এবং শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে ছড়ানোর মাধ্যমেই এই সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব। উন্নয়ন আর জনকল্যাণ একে-অপরের হাত ধরে চললেই কেবল একটি মানবিক ও সুস্থ সমাজ গড়া সম্ভব।

(লেখক লীলাবতী মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৮৩

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। বাংলা বছরের একটি মাস ৪। দিনমান, দিবাভাগ ৫। যথার্থ, ন্যায্য, প্রকৃত ৭। অসমতল, উঁচু নীচু ৮। প্রশ্ন, জেরা ৯। যে ভরসা হারিয়েছে, কোনও সান্ত্বনা যার নেই ১১। চিংড়ি মাছের একটি প্রজাতি ১৩। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ পশ্চিমবঙ্গের অংশ ১৪। পান্থশালা, চটি ১৫। বাঁকা, কুটিল, তেরছা।

উপর-নীচ : ১। ঐশ্বর্য, ধনসম্পত্তি, মহিমা ২। খয়ের-এর আর এক নাম ৩। বাস, স্থায়ী বাস ৬। কলহ, বিবাদ, কলা গাছ ৯। আনন্দাদির প্রাচুর্যসূচক উচ্চ কোলাহল ১০। সভায় যোগদানকারী, সদস্য, সভার সদস্য ১১। বাদ্যকর হিন্দু জাতিবিশেষ ১২। পুত্র, বালক।

সমাধান ■ ৪৩৮২

পাশাপাশি : ১। ঊর্ণনাভ ৩। সস্মিত ৫। সার্থকনামা ৭। লকুচ ৯। করকা ১১। উপবেশন ১৪। মাদল ১৫। মখদম।

উপর-নীচ : ১। ঊষাকাল ২। ভরসা ৩। সঠিক ৪। তনিমা ৬। নাচার ৮। কুলুপ ১০। কালঘাম ১১। উলেমা ১২। বেহাল ১৩। নরম।

বিন্দুবিসর্গ

বাবাকে কোপ

টাকা নিয়ে বিবাদের জেরে বাবাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টা করল ছেলে। মুর্শিদাবাদের হরিহর পাড়া এলাকার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাবা চিকিৎসাধীন।

কর্মীকে মার

মত্ত অবস্থায় পার্কস্ট্রিটে দমকল কর্মীকে মারধর ও হেনস্তার অভিযোগে পুলিশের হাতে তিন তরুণ। দমকল অফিসের সামনে গাড়ি রাখতে বারণ করা হয়েছিল। তারপরেই ওই কর্মীকে মারধর করা হয়।

ট্রেন বাতিল

দোলযাত্রা ও হোলিতে পূর্ব রেলে পরিষেবায় বদল হচ্ছে। হাওড়া ও শিয়ালদা শাখায় বাতিল একাধিক ট্রেন। যাত্রী সংখ্যা কম থাকায় এই সিদ্ধান্ত। মেট্রোর ক্ষেত্রেও দুপুরের পরই পরিষেবা শুরু হবে।

চড়বে পারদ

রঙের উৎসবে ঊর্ধ্বমুখী থাকছে তাপমাত্রার পারদ। আগামী ১ সপ্তাহে তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তনের পূর্বাভাস নেই। তারপর থেকেই ক্রমশ বাড়বে তাপমাত্রা। দক্ষিণবঙ্গে থাকবে রোদ ঝলমলে আকাশ।

এসআইআর নিয়ে আবার মামলা : অভিষেক

ফের ধর্নার সিদ্ধান্ত মমতার

কলকাতা, ১ মার্চ : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় ৬০ লক্ষেরও বেশি নাম 'বিবেচনাধীন' বলে রেখে দেওয়ার ঘটনা নিয়ে এবার আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পাশাপাশি রাস্তায় নামছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬ মার্চ দুপুর ২টো থেকে মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার ধর্মতলায় মেট্রো চ্যানেলে ধর্না অবস্থানে বসবেন বলে রবিবার বিকেলে তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও জানান, ওইদিনই মমতা আগামী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। একইসঙ্গে যে ৭ লক্ষ ভোটারের নাম অমীমাংসিত বলে আটকে রাখা হয়েছে, তাঁদের ভোটাধিকারের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড।

রবিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে তীব্র নিশানা করলেন অভিষেক। সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের তিনটি বক্তব্য দেখান। এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই বা প্রক্রিয়া চলাকালীন শুভেন্দু দাবি করেছিলেন, ১ কোটি ২৫ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাবে। শান্তনু ঠাকুর দাবি করেছিলেন ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাবে। সেই প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'বিজেপি নেতাদের তথ্য মেলাতে গিয়ে কমিশন ৬০ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ১৪ লক্ষ মানুষের নামের নথি নিয়ে সংশয় থাকায় সেগুলি নিষ্পত্তির জন্য জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়োগ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু রাতারাতি আরও ৪৬ লক্ষ বিচারাধীন হিসেবে হয়ে গেল কী করে? যে রিচা ঘোষ দেশকে মহিলা বিশ্বকাপ এনে দিলেন, তাঁর ভোটাধিকার সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল কেন? রাজ্যের মুখ্যসচিব ও একাধিক বিধায়কের নাম বিবেচনাধীন বলে দেখানো হয়েছে।'

অভিষেক আরও বলেন, 'মালদা, উত্তর দিনাজপুরে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ মানুষের নাম সংশয় তালিকায় রেখে দেওয়া হয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে ওই জেলার এই কেন্দ্রগুলিতেই বিজেপি খুব কম ভোট পেয়েছিল। এই যে বিপুল সংখ্যক বৈধ ভোটারের নাম অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, তা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থী।'

প্রয়োজনে আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকার নিতে পারে বলে এদিন তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন। অভিষেকের অভিযোগ, জুডিশিয়াল অফিসারদের নিজেদের বিচার বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নিতে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ লঙ্ঘন করে নির্বাচন কমিশন এসওপি তৈরি করেছে। নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরও ৭ নম্বর ফর্ম জমা নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়গুলি সুপ্রিম কোর্টের সামনে তুলে ধরা হবে। অভিষেক বলেন, 'বিজেপি এসআইআর করুক আর এফআইআর করুক, ২০২৬-এ বিজেপিকে ৫০-এর নীচে নামাব। এক বছর আগেও যা বলেছিলাম, আজও তাই বলছি।'

১ কোটি বাদ, অভিযোগ

কলকাতা, ১ মার্চ : এসআইআরের নামে রাজ্যের ১ কোটি ২৫ লক্ষ সাধারণ নাগরিকের নাম বাদ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই অভিযোগে রবিবার সরব হল 'দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ'। প্রাক্তন শ্রম ও কৃষিমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর দাবি, এসআইআরের প্রথম দফার ভোটার তালিকা এবং শনিবার প্রকাশিত শেষ দফার ভোটার তালিকা মিলিয়ে ১ কোটি ২৫ লক্ষ নাগরিকের নাম বাদ যেতে পারে বলে ঘোষণা করা হলেও তা কীসের ভিত্তিতে বাদ দেওয়া হবে, তা স্পষ্ট করেনি নির্বাচন কমিশন।

১৫ মার্চ মোদির ব্রিগেড সভা

কলকাতা, ১ মার্চ : রাজ্যে 'পরিবর্তন যাত্রা'র শুরুর দিনেই ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভার দিন চূড়ান্ত করল বিজেপি। রবিবার জানানো হয়েছে, ১৫ মার্চ ব্রিগেডের দিন স্থির করা হয়েছে। ব্রিগেডের মঞ্চে থাকতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তার আগে সোমবারই দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘিতে 'পরিবর্তন যাত্রা'র উদ্বোধন করতে আসছেন অমিত শা। এদিনই কোচবিহার থেকে কৃষ্ণনগর, কুলটি থেকে গড়বেতা দিয়ে চার জায়গা থেকে বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'র সূচনা হয়েছে।

২৬-এর ভোটে রাজ্যের ক্ষমতায় পরিবর্তনের লক্ষ্যে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ 'পরিবর্তন যাত্রা' শুরু করেছে বিজেপি। নদিয়ার কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভায় পরিবর্তন রথের উদ্বোধন করে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে অনুপ্রবেশ, তুষ্টিকরণ ও দুর্নীতির জন্য দায়ী করে নাড্ডা বলেন, 'টিএমসির টি মানে টেরর, এম মানে মুসলিম তুষ্টিকরণ ও সি মানে করাপশন। রাজ্যকে অনুপ্রবেশকারীদের আখড়া বানাতে চান মমতা। আর বাংলার মানুষকে সংখ্যালঘু করে রাখতে চান তিনি।' বিজেপির অভিযোগ, মোদির বিকশিত ভারত ও উন্নয়নের মডেলকে রাজনৈতিক কারণে এরাজ্যে চালু করতে দিতে চায় না রাজ্য সরকার। সেই প্রশ্নে বারবারই আয়ুষ্মান ভারত, পিএম কিষান যোজনার মতো একাধিক প্রকল্প এরাজ্যে কার্যকর না করার জন্য মমতার কেন্দ্রবিরোধী রাজনীতিকেই দুষেছে বিজেপি। এদিন কৃষ্ণনগরেও নাড্ডা বলেন, 'আয়ুষ্মান ভারত' বাংলায় কার্যকর হতে না দেওয়ার জন্য ৪০ লক্ষ পরিবার কেন্দ্রের ৫ লাখি হেলথ কার্ড থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। নাড্ডার প্রতিশ্রুতি, রাজ্যে যেদিন বিজেপির সরকার আসবে, সেইদিনই ১ কোটি ১ লক্ষ লোককে এই হেলথ কার্ড দেবে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক ও মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসকে কটাক্ষ করে বলেন, 'গতবার জিতেছিলেন ৯,৩০০

১৫ মার্চ মোদির ব্রিগেড

ভোটে। এবার এসআইআরে ১০,৪৯৪ জন বাদ পড়েছে। উজ্জ্বলের বাল্ব ফিউজ হয়ে গিয়েছে। আর জ্বলছে না, জ্বলবেও না। শুধু উত্তরে নয়, এবার নদিয়ার তেহট্টেও পদ্মফুল ফুটবে।' যদিও সুকান্তর কটাক্ষের জবাবে উজ্জ্বল বলেন, 'উনি তো উত্তরবঙ্গের লোক। নদিয়ার মতুয়াদের কত নাম বাদ গেল, তার খোঁজ রাখেন? নির্বাচনে বিজেপির নাম কাটার রাজনীতির জবাব দেবে মতুয়ারা।' মেদিনীপুরের গড়বেতার সভায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের সঙ্গে ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ভোটের মুখে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে বেকার ভাতা চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে বিজেপির কপালে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে বিজেপিকেও তাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পালটা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে ৩ হাজার টাকা দেওয়ার আগাম ঘোষণা করতে হচ্ছে ইস্তাহারে। মমতার দেড় হাজারি বেকার ভাতার জবাবে ২৫ হাজার টাকার ঘোষণা করতে চলেছে বিজেপি। এই আবহে এদিন ধর্মেন্দ্র বলেন, 'ভাতা না চাকরি কোনটা চাই, তা স্থির করতে হবে আপনাদের। উন্নয়নের টাকায় তোলাবাজি, পার্টিবাজি করেছে পিসি-ভাইপো। রাজ্যে বিজেপির সরকার এসে তার তদন্ত করবে।' শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'চোরেদের তাড়িয়ে রঘু ডাকাতকে এনেছি। তৃণমূল হল নতুন বোতলে পুরোনো মদ। আসল পরিবর্তন করতে হলে বিজেপিকে আনুন।' কুলটির সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীর সঙ্গে ছিলেন দিলীপ ঘোষ। রাজ্য সরকারকে সিন্ডিকেট ও তোলাবাজির সরকার বলে কটাক্ষ করে অন্নপূর্ণা বলেন, 'কুশাসন থেকে মুক্তির জন্য রাজ্যে পরিবর্তন দরকার। আর এবার তা হবে।'

বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় কৃষ্ণনগরে নাড্ডা, সুকান্ত ও রাহুল। রবিবার। -পিটিআই

অসংগতির শেষ নেই, চাপে কমিশন

দ্রুত ভোট ঘোষণার দাবি শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ মার্চ : চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে উঠে আসছে একাধিক অসংগতির অভিযোগ। এই আবহে দোল ও হোলির পরে দ্রুত ভোট ঘোষণার দাবি জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় সাড়ে ৫ লক্ষ সহ সাকুল্যে এসআইআরে সাড়ে ৬৩ লক্ষেরও বেশি নাম বাদ পড়েছে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে। এর সঙ্গেই ঝুলে আছে ৬০ লক্ষেরও বেশি বিচারাধীন নাম। যাঁদের ভোটের আগে কতটা নিষ্পত্তি হবে, তা নিয়ে নিশ্চিত নয় কমিশনও।

জেলায় জেলায় তালিকায় অসংগতি নিয়ে অভিযোগের মধ্যেই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য রিচা ঘোষের নাম বিচারাধীনের তালিকায় থাকা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের সংখ্যালঘু বিধায়ক তথা মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, আমডাঙার তৃণমূল বিধায়ক রফিকুর রহমানের নামও বিবেচনাধীন হয়ে রয়েছে। রিচার প্রসঙ্গে সিইও মনোজ আগরওয়াল বলেন, '৭ কোটি ৮ লক্ষের তালিকা। কোথায় কী হয়েছে বলতে পারব না। উনি ইআরওর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।' রিচা ঘোষের মতো ব্যক্তিত্বকে নিয়ে সিইওর এই মন্তব্যকে দায় এড়ানোর স্পষ্ট প্রমাণ বলে মন্তব্য করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের মতে, অমর্ত্য সেনের মতো ব্যক্তিকেও শুনানির নোটিশ ধরানো হয়েছিল। পরে দেখা গেল সেটা অবান্তর। আসলে কমিশন মানুষকে হয়রানি করতে গিয়ে কাউকেই ছাড়ছে না। চাপে পড়ে শেষপর্যন্ত কমিশন রিচার নাম বিচারাধীন তালিকায় যাওয়ার দায় ইআরও এবং এইআরওদের ঘাড়ে চাপিয়েছে। কমিশনের মতে, শুনানিতে জমা পড়া নথি ইআরও, এইআরওরা নিষ্পত্তি না করাতেই এ. বিপত্তি।

চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পরই দ্রুত ভোট ঘোষণার জন্য কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু বলেছেন, 'আমরা চাই হোলি আর দোল মিটলেই নির্বাচনের দিন ঘোষণা করুক কমিশন। ভোটের জন্য তৈরি পশ্চিমবঙ্গ। তৈরি পরিবর্তনের জন্যও।' হিসেব মতো ১৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর ব্রিগেড। তারপরই ভোট ঘোষণা হতে পারে। তারই প্রস্তুতি হিসেবে জেলা পুলিশ প্রশাসন, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও কেন্দ্রের নোডাল এজেন্সিগুলির সঙ্গে সোম ও মঙ্গলবার ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন উপ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। রবিবার সন্ধ্যায় রাজ্যে মোতায়েন হওয়া কেন্দ্রীয় বাহিনীর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন সিইও। ভোটের সময় বুথে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট পরিষেবা নিশ্চিত করতে পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে এদিন বৈঠক হয়েছে সিইও দপ্তরে। বিচারাধীন ৬০ লক্ষের নিষ্পত্তি কপালে ভাঁজ ফেলেছে কমিশনের। যদিও এদিন গড়বেতায় শুভেন্দু বলেন, 'বাকি যে ৬০ লক্ষ রয়েছে, আমাদের বিবেচনায় এরা অনুপ্রবেশকারী। এদের না আছে বাপের ঠিক, না আছে ছেলের ঠিক। না তাদের বৌয়ের সংখ্যা। অগুনতি বৌ।' ৬ মার্চ থেকে মমতার ধর্না নিঃসন্দেহে সেই চাপ আরও বাড়াতে চলেছে, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

গ্রুপ-সি পরীক্ষায় পরিদর্শক চাকরিচ্যুতেরা

কলকাতা, ১ মার্চ : সহকর্মী শিক্ষকরাই পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেন শিক্ষাকর্মীদের পরীক্ষায়। এরকম দৃশ্য নজিরবিহীন বলেই মনে করছে শিক্ষামহল। রবিবার রাজ্যজুড়ে গ্রুপ সি নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা নেয় স্কুল সার্ভিস কমিশন। ২৯৮৯টি শূন্যপদের জন্য পরীক্ষা দেন প্রায় ৮ লক্ষ ৪ হাজার চাকরিপ্রার্থী। ১৬৯৩টি পরীক্ষাকেন্দ্রে ১২০০ জনের কাছাকাছি 'যোগ্য' চাকরিহারা গ্রুপ সি কর্মী পরীক্ষায় বসেন। তাঁদের পরীক্ষায় পরিদর্শক হিসেবে কর্তব্যরত ছিলেন ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেলের বহু চাকরিহারা শিক্ষক। গত প্রায় ৭-৮ বছর ধরে যাঁদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন, তাঁদেরই পরীক্ষায় কখনও গার্ড দিতে হবে, তা ভাবতেই পারেননি তাঁরা।

চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলম বলেন, 'খুবই শোচনীয় এবং সম্মানহানিকর পরিস্থিতি। বহু চাকরিহারা শিক্ষকও নিয়োগের অনিশ্চয়তার কারণে এই পরীক্ষায় বসেছেন।' শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার মতোই এদিন শিক্ষাকর্মীদের পরীক্ষাতেও বসেন উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও ঝাড়খণ্ড সহ ভিন রাজ্যের ৪ হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থী। বেশিরভাগই এসেছিলেন বিহার থেকে। তাঁদের অধিকাংশের আক্ষেপ, বিহারে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের পরীক্ষা বছর বছর বন্ধ থাকায় তাঁরা বিভিন্ন রাজ্যের সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসেন। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এই বিষয়ে কটাক্ষ করে এদিন সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'উল্লেখযোগ্যভাবে ৪,৮৯৩ জন ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থী এদিন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন। যাঁদের মধ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে প্রায় ৩ হাজারের বেশি পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন। অপপ্রচার সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার প্রতি দলমত নির্বিশেষে পরীক্ষার্থীদের আস্থার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।'

নতুন চাকরিপ্রার্থীদের ক্ষোভ, চাকরিহারাদের সঙ্গে তাঁদের অসম লড়াই লড়তে হচ্ছে। যদিও বহু 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী পরীক্ষায় বসেননি। প্রায় ১১ মাস বেতন বন্ধ থাকায় কেউ পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে পাড়ি দিয়েছেন ভিনরাজ্যে। কেউ আবার ভিন্ন পেশা বেছে নিয়েছেন। চাকরির ভবিষ্যৎ ঘিরে অনিশ্চয়তার জেরে ৫০ জনের বেশি 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী পরীক্ষায় বসেননি। যদিও অধিকাংশ পরীক্ষার্থী জানিয়েছেন, প্রশ্নপত্র তুলনামূলক সহজ হয়েছে।

যুগল মিলন হইল... রবিবার নদিয়ায়। ছবি- পিটিআই।

দুর্নীতিতে জহরের কাঠগড়ায় তৃণমূল

রিমি শীল

কলকাতা, ১ মার্চ : আরজি কর কাণ্ডের পরেই তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন প্রাক্তন আমলা জহর সরকার। রবিবার সেই তৃণমূলকেই দুর্নীতির বাণে বিদ্ধ করলেন তিনি, তাও আবার সিপিএমের মঞ্চে দাঁড়িয়ে। এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ৮২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও তাঁর নামাঙ্কিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধনের অনুষ্ঠান ছিল। সেখানেই বক্তা হিসেবে ছিলেন জহরবাবু। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে কীভাবে দুর্নীতি ছড়িয়েছে, সেই প্রসঙ্গই সোজাসাপটা কথায় উল্লেখ করেছেন তিনি। সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করেছেন এবং বাংলা কীভাবে বঞ্চিত, সেই বিষয়ও উল্লেখ করেছেন।

মুজফফর আহমেদ তথা কাকাবাবুর পর এই প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও নেতার জন্মদিন পালন করছে সিপিএম। যদিও কমিউনিস্ট পার্টিতে এই রীতি রয়েছে কি না, তা নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধীরা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মতোই বুদ্ধদেবের নামেও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুলছে সিপিএম। এদিন সেই ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিষয়টি নিয়ে প্রাসঙ্গিক করে তোলেন আলোচকরা। জহর বলেন, 'দুর্নীতি ক্যানসারের

বুদ্ধদেবের জন্মদিন পালন সিপিএমের

মতো রাজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। রাজকোষ খালি, কেউ মুখ খুলতে চাইছে না। এত দুর্নীতি সর্বব্যাপী হতে পারে না। মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলাম। ডব্লিউবিসিএস অফিসাররা বলছেন, অর্ধেক জবকার্ড ভুয়ো। প্রশাসনের মধ্যে অনেকেই ভালো রয়েছেন। কিন্তু মুখ খুলতে চান না।' যদিও তৃণমূলকে আগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তে হবে বলে দাবি করেছেন তিনি।

বাংলার বঞ্চনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এই বছর ৪১ জন অফিসারকে সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে অথচ বাংলা থেকে একজন। গত বছর বাংলার কেউ ছিল না।' বুদ্ধদেবের সঙ্গে কাজ করার সুবাদে খানিক রসিকতার সুরে তিনি বলেন, 'অনেক বছর কাজ করেছি ওঁর সঙ্গে। তর্ক করেছি। এখন কেউ এত তর্ক করলে তাঁর সন্দেশখালিতে পোস্টিং হয়ে যেত।' বাম আমলে তবুও সোজাসুজি কথা বলা যেত বলে দাবি করেছেন তিনি। এছাড়াও অধ্যাপক রতন খাসনবিশ, ডা. অরুণ সিং, অনিতা অগ্নিহোত্রী, রঞ্জন প্রসাদরাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিষয়টি তুলেছেন। তবে বুদ্ধদেবের জন্মবার্ষিকীর মঞ্চকে ব্যবহার করেই বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রচারের সুর বেঁধেছেন সিপিএম নেতারা।

সুস্পষ্ট নির্দেশিকা চায় বেসরকারি বাস সংগঠন

কলকাতা, ১ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা এখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। ভোট প্রক্রিয়ায় পরিবহণ পরিষেবায় সহায়তা দিতে প্রতিবারই নির্বাচন কমিশনের তরফে রাজ্য প্রশাসন বেসরকারি বাস অধিগ্রহণ করে। কিন্তু এই বাস অধিগ্রহণ নিয়ে বেসরকারি বাস মালিকদের সঙ্গে মতপার্থক্যও তৈরি হয় প্রশাসনের। তাই এবার আগেভাগেই রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের কাছে ছয় দফা দাবি জানিয়ে একটি দাবিপত্র দিল বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট। নির্বাচন চলার সময় বাস অধিগ্রহণ নিয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা তৈরি করার দাবি করা হয়েছে। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও পরিবহণ সচিব সৌমিত্র মোহনের কাছে এই ব্যাপারে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

বেসরকারি বাসের ভাড়াবৃদ্ধি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মালিকদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। ভোটের সময় বাস অধিগ্রহণ করে যে ভাড়া ও বাসচালকদের ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হয়, তা যথার্থ নয়। এই বিষয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারকে গাইডলাইন তৈরি করে নির্বাচন কমিশনকে তা জানাতে হবে। জ্বালানি সহ বাস চালাতে এবং মেরামতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে খরচ বেড়েছে। তাই

বিধানসভা ভোটের আগে ফয়সলা দাবি

গণতন্ত্রের মহোৎসব ভোটের সময় বেসরকারি বাস মালিকদের কথা যেন রাজ্য সরকার ভাবে। যদিও পরিবহণ দপ্তরের মতে, এই সিদ্ধান্ত পরিবহণ দপ্তর এককভাবে নেয় না। রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা সামগ্রিকভাবে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। তপনবাবু বলেন, 'ভোটের ক্ষেত্রে আমাদের কী ভূমিকা রয়েছে, তা রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা জানেন। তাই সরকার পদক্ষেপ করুক।'

টেন্ডারের শর্তে হস্তক্ষেপে না আদালতের

কলকাতা, ১ মার্চ : ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে লাইভ ওয়েবস্ট্রিমিং ও সিসিটিভি পরিষেবা দেওয়ার জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। সেই টেন্ডারের যোগ্যতার মানদণ্ড নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। কিন্তু যোগ্যতার শর্তে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করল না আদালত। গণনাকেন্দ্রে ৩ হাজার ক্যামেরার অভিজ্ঞতার শর্ত বহাল রাখলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'এত বড় নির্বাচন পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ সংস্থা বেছে নেওয়া কমিশনের অধিকার। টেন্ডারের শর্তকে অযৌক্তিক বা পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে করছে না আদালত।'

আবেদনকারী সংস্থার অভিযোগ, এক্ষেত্রে টেন্ডারের ৪(ক) ও ৪ (খ) ধারায় শর্ত নিয়ে আপত্তি রয়েছে। শর্ত অনুযায়ী বিডারকে গত তিন বছরে অন্তত ১ লক্ষ ৩০ হাজার ক্যামেরার ওয়েবস্ট্রিমিং ও গণনাকেন্দ্রে ৩ হাজার সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তাদের পোলিং স্টেশনে অভিজ্ঞ হলেও গণনাকেন্দ্রে এই ৩ হাজার ক্যামেরার শর্তটি যথার্থ নয়। এটি অন্য সংস্থাকে সুবিধা করে দেওয়ার চেষ্টা। শুনানিতে কমিশন আদালতে জানিয়েছে, শুধু ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নয়, ২০২৬-এর নির্বাচনে সমস্ত গণনাকেন্দ্রে সিসিটিভি বসাতে চলেছে কমিশন। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'রাজ্যে ৮০৬৬১টি পোলিং স্টেশন ও ১০৮টি গণনাকেন্দ্র (৪২১টি হল) রয়েছে। ফলে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে গণনাকেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরার অভিজ্ঞতা থাকা অপরিহার্য। টেন্ডারের শর্ত নির্ধারণ করা কর্তৃপক্ষের নিজস্ব এক্তিয়ার। যদি না সেই শর্ত অত্যন্ত খামখেয়ালি বা অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়।' এই আবেদন খারিজ করে কমিশনের যুক্তিতে মান্যতা দিয়েছেন বিচারপতি। বিধানসভা নির্বাচনে ওয়েবকাস্টিং করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। সেক্ষেত্রে নির্বাচনি বুথ সহ সবকটি গণনাকেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি কমিশনের জারি করা এই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল।

সিধু-কানুর মূর্তিতে আঘাত

বোলপুর, ১ মার্চ : মূর্তি ভাঙাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো বীরভূমের নানুর থানার মোহনপুর গ্রামে। দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ করলেন স্থানীয় আদিবাসীরা। প্রশাসন এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামবাসীদের উদ্যোগে মোহনপুরের প্রান্তিক বাসস্ট্যান্ডে একটি ত্রিপলের চালার নীচে মাস তিনেক ধরে সিধো - কানহুর মূর্তি নির্মাণ করা হচ্ছে। শনিবার রাতে কে বা কারা মূর্তির মুখ সহ বিভিন্ন অংশ ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই রবিবার সকাল ১০ টা থেকে প্রান্তিক বাসস্ট্যান্ডে রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে ধামসা - মাদল সহযোগে স্থানীয় আদিবাসীরা পথ অবরোধ করেন। পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে তাঁরা বচসায় জড়িয়ে পড়েন।

আবিরের রঙে ভিনটেজ গাড়িতে সত্যনারায়ণ-লক্ষ্মী

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১ মার্চ : ধুলোমাখা হাওড়াব্রিজ। পোশাকি নাম রবীন্দ্র সেতু। শয়ে শয়ে বাস, গাড়ি, ট্যাক্সির চেনা জটলা। কিন্তু চাকা গড়াচ্ছে না কারোরই। কারণ, 'রাজা' আসছেন। ভিনটেজ গাড়ি চেপে। চারিদিকে আবিরের রং, খোল-করতালের শব্দ আর তার মাঝেই ধীর লয়ে গড়িয়ে এল এক জোড়া রূপোলি চাকা। ১৯২১ সালের মডেলের হুডখোলা 'সিলভার ঘোস্ট' রোলস রয়েস। বনেটে বিলেতি আভিজাত্য নয়, বরং আসীন স্বয়ং সত্যনারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবী। তিলোত্তমার বুকে যেন এক টুকরো বৃন্দাবন!

তাঁদের ঘিরে কাতারে কাতারে লোক। গানের তালে কেউ নাচছেন, কেউ আবার দেবতার নামে জয়গান করছেন। ফাল্গুন মাসের দশমী তিথিতে বছর বছর ধরে এই ভিন্ন দৃশ্যের সাক্ষী হয় শহর কলকাতা। আর এই বিরাট শোভাযাত্রাকে সঙ্গী করেই দোল উৎসবকে বরণ করে নেয় শহরবাসী।

সালটা ১৯২৭। নোবেলজয়ী সাহিত্যিক রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের গ্যারেজ থেকে রোলস রয়েস এসে পৌঁছোল বড়বাজারের বাগলা পরিবারে। কুমার গঙ্গাধর বাগলা সেদিন হয়তো ভাবেননি, ব্রিটিশ বিলাসিতার এই চরম নিদর্শনটি একদিন কলকাতার ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠবে! সেই থেকেই ওই ভিন্টেজ গাড়ি হয়ে উঠল সত্যনারায়ণের রথ। প্রতি বছরের মতো এই বছরও রথের সঙ্গে হাঁটলেন প্রায় হাজার দশেক ভক্ত।

হাওড়ার সত্যনারায়ণ মন্দির চত্বরে এদিন উপচে পড়া ভিড়। এখানেই কয়েক দিন আগে নিজের 'রথ'-এ চেপে বড়বাজার থেকে

হাওড়া ব্রিজে ভিন্টেজ গাড়িতে সত্যনারায়ণ ও লক্ষ্মী। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

এসেছিলেন সত্যনারায়ণ-লক্ষ্মী। এখানে কয়েক দিন থাকার পর এদিন তিনি কীর্তন, নাচ, গানের শোভাযাত্রার সঙ্গে ফিরলেন বড়বাজারের কালাকার স্ট্রিটে তাঁর নিজের বাড়িতে। তিনি এখানে রাধাকৃষ্ণ রূপে সজ্জিত। আরও ১৫টি কাঠের রথ থাকে তাঁর সঙ্গে।

বড়বাজারের ব্যবসায়ী শুসম্পদ রায়ের কথায়, 'এই একটা দিন কোনো দোকানদার বা পথযাত্রী রাস্তায় গাড়ি আটকে থাকলে বিরক্ত হন না। শোভাযাত্রা শেষ হলে তবেই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা রং খেলা শুরু করি। শহরের সবথেকে বড় দোল উৎসব বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।'

ব্লগার এবং ভ্লগারদের দৌলতে এই উৎসব এখন অনেক বেশি পরিচিতি পেয়েছে বলে মনে করছেন বাগলা পরিবারের সদস্য ও মন্দিরের পূজারীরা। তাই তরুণ প্রজন্মের ভিড় এখন অনেক বেশি। ঐতিহ্যকে 'বন্ধু' করে উৎসবে মাতছেন তাঁরাও।

বাগলা পরিবারের এক সদস্য মহেশ পোদ্দার জানান, তাঁদের পরিবারে তিনটি সত্যনারায়ণ ও লক্ষ্মীরজোড়া অষ্টধাতুর মূর্তি রয়েছে। এই তিনটি মূর্তির মধ্যে একটি কলকাতায়, থাকলেও বাকিগুলো রয়েছে মায়ানমার ও বারাণসীতে। পরিচালকমন্ডলীর সদস্য অশোক শেহগালের কথায়, এই উৎসব বহু বছর ধরে শহরের ঐতিহ্য বহন করছে। জন্মাষ্টমীতেও 'রথে' চেপে একইভাবে নগর পরিক্রমায় বেরোন সত্যনারায়ণ-লক্ষ্মী।

মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে কালাকার স্ট্রিট- যেখানেই এই 'রোলস রয়েস' পৌঁছয়, সেখানেই রাস্তার দু'ধারের বাড়ির ছাদ থেকে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে আবির। খোল-করতালের আওয়াজে ঢাকা পড়ে যায় প্রায় ১০০ বছরের পুরনো ইঞ্জিনের মৃদু গর্জন, ঠিক যেন চিত্রকরের তুলির টান!

কী আনন্দ... *রবিবার আগরতলায়।*

কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত্যু ১৭ শ্রমিকের

মুম্বই, ১ মার্চ : অন্ধ্রপ্রদেশের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার মহারাষ্ট্রে বারুদের হাহাকার। রবিবার সকালে নাগপুরের কমলেশ্বর তহসিলের রাউলগাঁও গ্রামে একটি বিস্ফোরক তৈরির কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ১৭ জন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরও ১৮ জন।

স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন সকালে 'এসবিএল এনার্জি লিমিটেড' নামক কারখানায় যখন কাজ চলছিল, তখন দুই সুপারভাইজার সহ মোট ৩৫ জন শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আচমকা এক বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে ঢেকে যায় আকাশ। খনিতে ব্যবহারের জন্য ডিটোনেটর এবং কার্তুজ বাঁধার সময়ই এই বিপত্তি ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে কারখানার একাংশ কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল এবং পুলিশ স্থানীয়দের সহযোগিতায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু করে। নাগপুর গ্রামীণ এসপি হর্ষ পোদ্দার এবং জেলাশাসক বিপিন ইতানকর নিজে ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে তদারকি করেছেন।

নাগপুরে কারখানায় বিস্ফোরণে ধ্বংসস্তূপের ছবি।

ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র

নাগপুর

ফড়নবিশ। মৃতদের পরিবারবর্গকে প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে ২ লক্ষ এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা হয়েছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে।

এসবিএল এনার্জি লিমিটেড ভারতের অন্যতম বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপ্লোসিভ প্রস্তুতকারক সংস্থা। এই কারখানায় তৈরি বিস্ফোরক মূলত কয়লাখনি এবং বড় পরিকাঠামো ভাঙার কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ডিটোনেটর হ্যান্ডলিংয়ের সময় ন্যূনতম সুরক্ষাবিধিতে কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে ফরেন্সিক ও বৈজ্ঞানিক তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ আরও স্পষ্ট হবে।

নমোর নিশানায় ডিএমকে ও কংগ্রেস

চেন্নাই, ১ মার্চ : বিধানসভা ভোটের মুখে তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরি থেকে ডিএমকে ও কংগ্রেসকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার মাদুরাইয়ে মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের দল এবং সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেন, 'তামিলনাড়ু পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে। ডিএমকে জমানায় অসমাপ্ত প্রতিশ্রুতি আর দুর্নীতিতে মানুষ হতাশ। এনডিএ তাঁদের কাছে একমাত্র পছন্দ।' এদিন তামিলনাড়ুতে ৪৪০০ কোটি টাকারও বেশি একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন মোদি। নমোর অভিযোগ, 'তামিলনাড়ু একটি উপকূলীয় রাজ্য। কেন্দ্রে ডিএমকে এবং কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিল, তারা রাজ্যের উপকূলীয় সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করেনি। থুথুকুডি ট্রান্স-শিপমেন্ট বা মাদুরাভায়ল করিডরের মতো প্রকল্পগুলি বছরের পর বছর ঝুলে ছিল, যা ২০১৪ সালের পর বিজেপি সরকার পুনরুজ্জীবিত করেছে।'

প্রধানমন্ত্রীর দাবি, পিএম আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-র

> **তামিলনাড়ু পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে। ডিএমকে জমানায় অসমাপ্ত প্রতিশ্রুতি আর দুর্নীতিতে মানুষ হতাশ। এনডিএ তাঁদের কাছে একমাত্র পছন্দ।**
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

অধীনে তামিলনাড়ুতে ৬ লক্ষ ঘর তৈরি হলেও, রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে আরও প্রায় ৩ লক্ষ ঘর আটকে আছে। সঠিক সমীক্ষা না করে ডিএমকে গরিব মানুষের মাথা গোঁজার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। মাদুরাইয়ের অনুন্নত রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সরাসরি রাজ্য সরকারকে দায়ী করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ডিএমকে-র মাফিয়া-স্টাইল রাজনীতির কারণেই স্বচ্ছতার নিরিখে মাদুরাই জাতীয় র‍্যাংকিংয়ের তলানিতে চলে গিয়েছে। এমনকি দুর্নীতির অভিযোগে মাদুরাইয়ের মেয়রকে পদত্যাগ করতে হয়েছে বলেও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। মোদির তোপ, 'ডিএমকে-র মডেল হল নিজেদের জন্য টাকা, আর মানুষের জন্য সমস্যা। ২০২১ সালে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও ডিএমকে সুশাসন দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং কেবল পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছে।'

মাদুরাইয়ে আসার আগে পুদুচেরিতেও একই অভিযোগ তোলেন মোদি। তিনি এদিন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির জন্য ২৭০০ কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন। তাঁর অভিযোগ, 'ডিএমকে-কংগ্রেস জমানায় পুদুচেরির মানুষকে প্রচুর দুর্ভোগ সামলাতে হয়েছে। বেতন আটকে থাকত। গুন্ডা আর ড্রাগ মাফিয়ারা রাস্তায় রাজত্ব করত। কংগ্রেস পুদুচেরিকে দিল্লিতে বসে থাকা একটি পরিবারের জন্য এটিএম হিসেবে ব্যবহার করত।'

রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ঢাকা, ১ মার্চ : তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্কের বার্তা গোড়া থেকেই দিয়ে আসছে ভারত। রবিবার তারই ঝলক দেখা গেল ঢাকায়। এদিন সকালে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালেহউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত প্রণয় ভার্মা। সৌজন্য সাক্ষাৎ হলেও ওই বৈঠকে দুই দেশের সীমান্ত, ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র, ভারতীয় দূতাবাসের নিরাপত্তা, বাংলাদেশে নাগরিকদের ভিসা দেওয়ার মতো একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এর আগে গত সপ্তাহে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান ও বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন প্রণয় ভার্মা।

পাক ড্রোন

শ্রীনগর, ১ মার্চ : ইরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যুদ্ধের মধ্যেই জম্মু ও কাশ্মীরের আকাশে দেখা গেল পাকিস্তানি ড্রোন। রবিবার পুঞ্চের দিগওয়ার সেক্টরে সন্দেহভাজন পাক ড্রোন দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সেনা সেটিকে গুলি করে নামায়। এই নিয়ে দু'বার এমন ঘটনা ঘটল।

যুদ্ধের আঁচে পুড়ছে ভারতীয় অর্থনীতি

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ১ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের বারুদের গন্ধ এবার সরাসরি এসে লাগছে ভারতীয়দের পকেটে। খামেনেইয়ের মৃত্যু এবং ইজরায়েল-আমেরিকার সঙ্গে ইরানের সম্মুখ সমর শুধু ভূ-রাজনৈতিক সংকট নয়, ভারতের অর্থনীতির জন্য এক ভয়ংকর অশনিসংকেত। যুদ্ধ পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে আমআদমির হেঁশেল থেকে শুরু করে দালাল স্ট্রিট—সব জায়গাতেই ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

সবচেয়ে বড় বিপদের নাম 'হরমুজ প্রণালী'। বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত এই সমুদ্রপথ দিয়েই ভারতের মোট জ্বালানি তেলের প্রায় ৫০ শতাংশ আমদানি হয়। কট্টরপন্থীদের হাতে থাকা ইরান যদি বদলা নিতে এই পথ পুরোপুরি বা আংশিক বন্ধ করে দেয়, তবে ভারতের তেল সরবরাহ ব্যবস্থায় কার্যত ধস নামবে। ইতিমধ্যেই বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম রকেটের গতিতে বাড়তে শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিস্থিতি দ্রুত সামাল দেওয়া না গেলে ব্যারেল প্রতি তেলের দাম ১০০ ডলার ছুঁতে পারে। আর তার সোজা মানে হলো—দেশে পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের দামে আগুন লাগা। জ্বালানি মহার্ঘ্য হলে এক ধাক্কায় বেড়ে যাবে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম, অর্থাৎ লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি।

শুধু তেল নয়, যুদ্ধের ধাক্কায় বিপর্যস্ত ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যও। লোহিত সাগরে হাউথিদের উৎপাত বাড়ায় বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে বাধ্য হয়ে আফ্রিকার 'কেপ অফ গুড হোপ' ঘুরে যেতে হচ্ছে। এতে যেমন সময় বেশি লাগছে, তেমনই হু হু করে বাড়ছে পণ্য পরিবহণের ভাড়া এবং বিমার খরচ। এর সরাসরি কোপ পড়ছে ভারতীয় টাকার দামের ওপর। ডলারের নিরিখে টাকার পতন এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার জেরে সোমবার দালাল স্ট্রিটে রক্তস্নানের আশঙ্কা করছেন অর্থনীতিবিদরা।

সব মিলিয়ে, যুদ্ধটা হাজার মাইল দূরে হলেও, মূল্যবৃদ্ধি আর শেয়ার বাজারের জোড়া ফলায় ক্ষতবিক্ষত হতে চলেছে ভারতের অর্থনীতি। কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি এই বিশাল অর্থনৈতিক ধাক্কা সামলানোই এখন সাউথ ব্লকের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রণাম... *রবিবার পুদুচেরিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।*

বিরোধীদের নিশানায় মোদি-ট্রাম্প

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইজরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযানে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই-এর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর সরকারের বিদেশনীতিকে বেনজির ভাষায় আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। গোটা ঘটনায় ভারতের নীরবতা ও মোদি-ট্রাম্প সমীকরণ নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। তাঁর মতে, ভারত সরকার এই ঘটনায় ইরানের মতো পুরোনো বন্ধুর পাশে না দাঁড়িয়ে একতরফা আমেরিকার আধিপত্যকে মেনে নিয়েছে, যা ভারতের চিরাচরিত নিরপেক্ষ বিদেশনীতির পরিপন্থী। কেন্দ্রের বিদেশনীতি এবং ওয়াশিংটনের দাদাগিরি নিয়ে সুর চড়িয়েছেন আপ নেতা সঞ্জয় সিংও।

খামেনেইয়ের হত্যার ঘটনায় ইতিমধ্যে শ্রীনগর, লখনউ, নয়াদিল্লি সহ দেশের একাধিক স্থানে শিয়া

খামেনেই হত্যা

ধর্মাবলম্বীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। গোটা ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। তিনি এই ঘটনাকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের নেতৃত্বের ওপর পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে আখ্যা দিয়েছেন। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, তথাকথিত গণতান্ত্রিক বিশ্বের নেতাদের এই ধরনের পদক্ষেপ এবং অগণিত সাধারণ মানুষের মৃত্যু অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং এর তীব্র নিন্দা হওয়া প্রয়োজন। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, যুক্তি যেমনই হোক না কেন, কোনও রাষ্ট্রের প্রধানকে এভাবে হত্যা করা আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতার পরিপন্থী।

মোদি-ট্রাম্প-নেতানিয়াহু অক্ষকে বিঁধে ওয়েনাডের সাংসদের তোপ, 'ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামনে মোদি কার্যত নতজানু হয়ে পড়েছেন।' তাঁর অভিযোগ, বিদেশের মাটিতে ভারতের মর্যাদা রক্ষার চেয়ে ব্যক্তিগত সখ্যকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বর্তমান সরকার। প্রিয়াংকার কথায়, 'আমি আশা করি, প্রধানমন্ত্রী ইজরায়েল ও ট্রাম্পের প্রতি আনুগত্য দেখানোর পর এবার অন্তত ওই দেশগুলিতে আটকে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সবটুকু প্রচেষ্টা চালাবেন।' হিংসার রাজনীতির সমালোচনা করতে গিয়ে প্রিয়াংকা মহাত্মা গান্ধির বিখ্যাত উক্তিটি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেন, 'চোখের বদলে চোখ পুরো বিশ্বকে অন্ধ করে দেয়'।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ কেন্দ্রের বিদেশনীতিকে ভীতু ও সুবিধাবাদী বলে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর দাবি, মোদি যখন ইজরায়েল সফরে ছিলেন, তখনই আমেরিকা-ইজরায়েলের এই হামলার পরিকল্পনা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, অথচ ভারত সরকার নীরব ছিল। অন্যদিকে, আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং খামেনেইয়ের মৃত্যুকে একটি যুগের অবসান বলে উল্লেখ করেছেন।

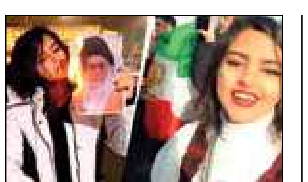

খামেনেইয়ের মৃত্যু চেয়ে পথে নেমেছিলেন এই তরুণী। সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার মৃত্যুর পর উল্লাস তাঁর।

পড়শিদের সঙ্গে যুদ্ধ নয়

আবু ধাবি, ১ মার্চ : ইরানকে হুঁশ ফেরানোর বার্তা দিলেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান। তিনি জানিয়েছেন, ইরানকে বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। পড়শি দেশগুলির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া চলবে না। প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ধ্বংস নয়, প্রতিবেশীর সঙ্গে শত্রুতা কোনও দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে পারে না।' প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা আনোয়ার গরগশ বলেছেন, 'তোমার যুদ্ধ প্রতিবেশীদের সঙ্গে নয়। উপসাগরীয় দেশগুলিকে নিশানা করা ইরানের ভুল হয়েছে। এক সংকটময় মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ইরান।'

বিশেষ উপহার মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ : বিনা পয়সায় মহিলাদের যাতায়াতের সুবিধে দিতে দিল্লি সরকার চালু করছে পিঙ্ক ন্যাশনাল কমন মবিলিটি কার্ড। সোমবার এর উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মেয়েদের যাতায়াত সহজ ও সাশ্রয়ী করতে সরকারের এই উদ্যোগ। মেট্রো ও বাসের জন্য আলাদা ঝামেলা না রেখে একটি কার্ডেই মিলবে সমস্ত সুবিধা। কার্ডের সঙ্গে সংযোগ থাকবে বিশেষ ট্র্যাকিং ব্যবস্থার। বিষয়টি নিশ্চিত করবে মহিলাদের নিরাপত্তাও। সোমবার কার্ডের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ইন্দিরা গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'নারী শক্তি সমৃদ্ধ দিল্লি'। এছাড়াও দিল্লিতে যাঁদের র‍্যাশন কার্ড আছে, সেই সমস্ত পরিবারকে হোলি ও দীপাবলিতে বিনামূল্যে দু'টি গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়ার প্রকল্পেরও উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি।

বিদায়ঘণ্টা বাজছে বিজেপির : কেজরি

রবিবার স্বমেজাজে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। নয়াদিল্লি।

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ : আবগারি দুর্নীতি মামলায় বেকসুর খালাস পাওয়ার পর ফের পুরোনো মেজাজে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বিজেপিকে দিল্লিতে ১০টি আসন জিতে দেখানোর চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন আগেই। এবার আরও একধাপ এগিয়ে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর হুংকার, 'বিজেপির বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে।' আদালতের রায়কে ঐতিহাসিক এবং সত্যের জয় বলে জানান তিনি। মোদিকে ভীতু বলে কটাক্ষ করেন কেজরিওয়াল। প্রধানমন্ত্রীকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলেও নিশানা করেছেন তিনি।

তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী একদিন সংসদে অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর ভয় হয়েছিল, মহিলা সাংসদরা হয়তো ওঁকে ধরে মারবেন। মোদিজি, আপনি মহিলাদের ভয় পান? আপনি সোনম ওয়াংচুককে ভয় পান? আপনি কেজরিওয়ালকে ভয় পান? আপনি ট্রাম্পকে ভয় পান? এত ভয় নিয়ে আপনি বাঁচবেন কীভাবে? একটু তো সাহস দেখান।' আপ সুপ্রিমোর দাবি, '১ বছর আগে দিল্লিতে বিজেপির সরকার তৈরি হয়েছে। লম্বা, চওড়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। একটি প্রতিশ্রুতিও পালন করা হয়নি। দেশের প্রধানমন্ত্রী যেখানে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন, সেখানে কাকে আর ভরসা করবেন।'

বিরোধী নেতাদের নিশানা করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির অপব্যবহার করেন বলেও অভিযোগ করেন কেজরি। তাঁর কথায়, 'মোদিজি আমার বিরুদ্ধে অগুনতি তদন্ত করেছিলেন। কিন্তু ১০ বছরে আমার বিরুদ্ধে এক পয়সার দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেননি। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, কেউ যদি প্রমাণ করতে পারেন যে আমি চুরি করেছি, তাহলে রাজনীতি ছেড়ে দেব।' প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারতের

> **মোদিজি, আপনি মহিলাদের ভয় পান? আপনি সোনম ওয়াংচুককে ভয় পান? আপনি কেজরিওয়ালকে ভয় পান? আপনি ট্রাম্পকে ভয় পান? এত ভয় নিয়ে আপনি বাঁচবেন কীভাবে? একটু তো সাহস দেখান।**
>
> **অরবিন্দ কেজরিওয়াল**

মন্ত্রকে খোঁচা দিয়ে কেজরির বক্তব্য, 'মানুষ বাসযোগ্য ভারত চান। পরীক্ষা পে চর্চা ছেড়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া বন্ধ করুন। আপনি আমাকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলেছেন। কিন্তু আদালত আমাকে কট্টর ইমানদার বলে মুক্তি দিয়েছে।'

নেপালের ভোটে পুরোনো ব্যবস্থার সঙ্গে নতুন চিন্তাধারার লড়াই

ওলির দুর্গে র‍্যাপার বালেন

কেপি শর্মা ওলি।

গগনকুমার থাপা।

বালেন্দ্র শাহ।

কাঠমান্ডু, ১ মার্চ : ২০২৫-এর সেপ্টেম্বর। জেন জি-দের রক্তক্ষয়ী বিক্ষোভের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন নেপালের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। সেই বিক্ষোভের রেশ কাটতে না কাটতেই আগামী ৫ মার্চ সেখানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পার্লামেন্ট ভোট। এবারের নির্বাচনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে ঝাপা-৫ সংসদীয় আসনটি। এই আসনে তিন দশকের বেশি সময় ধরে একাধিপত্য বজায় রাখা কেপি শর্মা ওলিকে এবার সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন কাঠমান্ডুর প্রাক্তন মেয়র তথা জনপ্রিয় র‍্যাপার বালেন্দ্র শাহ, যিনি 'বালেন' নামে তরুণ প্রজন্মের কাছে পরিচিত।

ভোট রাজনীতির যাবতীয় সমীকরণ গুলিয়ে দিয়ে বালেন শাহ সম্প্রতি কাঠমান্ডুর মেয়রের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টিতে (আরএসপি) যোগ দিয়েছেন। ওলির রাজনৈতিক দুর্গ হিসেবে পরিচিত ঝাপায় বালেনের প্রার্থী হওয়া নেপালের রাজনীতিতে এক ঐতিহাসিক মোড়। গত নির্বাচনে ওলি দেশজুড়ে প্রচার চালালেও এবার পরিস্থিতি আলাদা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ওলি এখন এতটাই কোণঠাসা যে তিনি নিজের আসনের বাইরে অন্য কোথাও প্রচার চালানোর সময় পাচ্ছেন না। ওলির অভিজ্ঞতার বিপরীতে বালেনের প্রধান অস্ত্র দুর্নীতিমুক্ত শাসন এবং 'নতুন নেপাল' গড়ার স্বপ্ন। যুবনেতার প্রচারে তরুণদের উপচে পড়া ভিড় পোড়খাওয়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগ বাড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট। বালেন ওলিকে বিঁধে সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'প্রিয় জেন জি, তোমাদের সময় এসেছে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার এবং পুরোনো জঞ্জাল পরিষ্কার করার।'

এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই নতুন মাত্রা যোগ করেছেন নেপালের ক্ষমতাচ্যুত রাজা জ্ঞানেন্দ্র শাহ। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি এক ভিডিও বার্তায় তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, দেশের বর্তমান সংকট না মিটিয়ে এই পরিস্থিতিতে কি নির্বাচন হওয়া উচিত? জ্ঞানেন্দ্র বলেন, 'নির্বাচনের আগে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলাই এখন দেশের প্রধান অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।' রাজতন্ত্রপন্থীদের বাড়তে থাকা সক্রিয়তা নেপালি কংগ্রেস ও মাওবাদী শিবিরে কম্পন ধরিয়েছে। নেপালি কংগ্রেসের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট তথা প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ৪৯ বছর বয়সি গগন থাপা জানিয়েছেন, নেপাল আর পিছু হটবে না। তিনি বলেন, 'রাজতন্ত্র এখন ইতিহাস। আমাদের লড়াই দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং সংবিধানকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য। তরুণ প্রজন্মের মনোভাবকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের দল আমূল পরিবর্তনের পথে হাঁটছে।'

অন্যদিকে, নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (এনসিপি)-র নেতা পুষ্প কমল দাহাল (প্রচণ্ড) ওলির কড়া সমালোচনা করে বলেছেন, 'ওলি জেন জি-দের ওপর দমন-পীড়ন চালিয়ে নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ শেষ করে ফেলেছেন।' পর্যবেক্ষকদের বক্তব্য, ঝাপা-৫ আসনে ওলি বনাম বালেনের লড়াই আসলে পুরোনো ব্যবস্থার সঙ্গে নতুন চিন্তাধারার সংঘাত। প্রচণ্ডর দল এবার কমিউনিস্ট দলগুলির একটি জোট গঠন করে ময়দানে নামলেও নেপালের তরুণ প্রজন্মের ভোট মূলত বালেন শাহ এবং গগন থাপার মতো সংস্কারপন্থীদের দিকেই ঝুঁকছে বলে মনে হচ্ছে। তবে বিশেষ কোনও দলের দিকে জেন জি ভোটের কেন্দ্রীকরণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে ২ থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত ভারত-নেপাল সীমান্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন।

ভাঙল মার্কেট কমপ্লেক্সের অংশ

ইসলামপুর, ১ মার্চ : রবিবার ইসলামপুরে হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন এলাকায় পুরসভার মার্কেট কমপ্লেক্সের অংশ ভেঙে পড়ে। এভাবে ভবনের অংশ ভেঙে পড়ায় আতঙ্কে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এর আগেও ভবনের কিছু অংশ ভেঙে পড়েছিল। সে সময় পুরসভার কাছে বারবার অভিযোগ জানানো হলেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি। নিয়মিত ভাড়া পরিশোধ করা সত্ত্বেও ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ বা প্রয়োজনীয় মেরামতির উদ্যোগ দেখা যায়নি বলেও দাবি তাঁদের। পুর প্রশাসন জানিয়েছে, এই মর্মে দ্রুত যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।

বুদ্ধের আদর্শ নিয়ে আলোচনা

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : সমাজের বিভিন্ন স্তরে বুদ্ধের আদর্শ প্রচারে রবিবার ময়নাগুড়ি বুদ্ধ শান্তি বিহারের তরফে শিলিগুড়িতে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এদিন দুপুরে উত্তরবঙ্গের সমস্ত বৌদ্ধবিহারের সদস্যরা শিলিগুড়ির মহানন্দাপাড়া বৌদ্ধবিহারে জমায়েত হয়েছিলেন। সেখানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি বুদ্ধ শান্তি বিহার স্কুলের চেয়ারম্যান রঞ্জিতকুমার মণ্ডল, ময়নাগুড়ি বুদ্ধ শান্তি বিহারের সম্পাদক চন্দন বড়ুয়া। এদিনের দীর্ঘ আলোচনা পর্বে বুদ্ধের আদর্শ প্রচার ইস্যুতে একাধিক পন্থা নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও বৌদ্ধমঠের অধীন থাকা একাধিক স্কুলের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রেও একাধিক পদক্ষেপ করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সোনার চেনের খোঁজে জেরা

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : সোমি কুমারকে জেরা করে সোনার চেনের খোঁজ পেতে চাইছে মাটিগাড়া থানার মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। তাঁর সঙ্গে থাকা আরও এক তরুণের নাগালও পেতে চাইছে পুলিশ। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ঠিকনিকাটা এলাকায় এক তরুণীর গলার চেন ছিনিয়ে পালিয়ে যায় দুই তরুণ। তরুণীর তরফে দায়ের করা অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তে নেমে পুলিশ সোমি কুমারকে শনিবার গ্রেপ্তার করে। রবিবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন মঞ্জুর করেন। হেপাজতে নিয়েই পুলিশ জেরা শুরু করেছে।

প্রস্তুত কর্মীরা

ইসলামপুর, ১ মার্চ : সোমবার ইসলামপুরে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। এই মর্মে রায়গঞ্জের এমপি কার্তিক পাল বলেন, ‘ইসলামপুর লাগোয়া বিহারে ওঁর হেলিকপ্টার নামবে। সেখান থেকে শ্রীকৃষ্ণপুর সংলগ্ন এলাকায় তিনি জনসভা করবেন। মালদা বিভাগের পরিবর্তন যাত্রার সূচনাও করবেন তিনি। এই যাত্রা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর হয়ে মালদা পর্যন্ত যাবে।’ এই সভা নিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে রীতিমতো সাজোসাজো রব।

আজ শহরে

- সুর, তান ও ছন্দের মূর্ছনায় ইচ্ছেডানা শিলিগুড়ির উদ্যোগে দুপুর ১২টা থেকে নবম বর্ষ বসন্ত উৎসব সূর্য সেন পার্কে।

তিলক ময়দান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম

একই অঙ্গে দুই মাঠ

শহর পালটায়, স্মৃতিও বদলায়। আজ যা আছে, বছর পঞ্চাশেক পরেও যে সেখানে সেটাই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে তা ভেবে নেওয়া অর্থহীন। আজ যেখানে গর্বের কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম রয়েছে ষাটের দশকের আগে সেখানে ছিল অনেক ইতিহাসের সাক্ষী তিলক ময়দান, আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।

স্মৃতির শহর

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : তিলক ময়দান নামের উৎপত্তি নিয়ে কিছু বাগবিতণ্ডা থাকলেও এই ময়দানের অস্তিত্ব যে ছিল তা নিয়ে কোনও মতবিরোধ নেই। সেই ময়দান সাক্ষী ছিল তেনজিং নোরগের সংবর্ধনার, সেই ময়দান সাক্ষী ছিল শহরের সেই সময়ের ফুটবল এবং ফুটবল খেলোয়াড়দের ফুটবল-ভালোবাসার। স্মৃতির দলিলে আজও জ্বলজ্বল করছে সেই ইতিহাস। স্টেডিয়ামের মাঠে ঘুরে বেড়ালে কোনও ফাঁকফোকর দিয়ে আজও সেই ইতিহাস উঁকি দেয়।

তিলক ময়দানের একপাশে ছিল তিস্তা ভ্যালি এক্সটেনশন রেলওয়ের লাইন, অন্যপাশে সরকারি ডাকবাংলো। মাঠে একদিকে মালগাড়ির ডাব্বা আজও ভোলেননি অনেকেই। সেই সময় বসে খেলা দেখার কোনও গ্যালারি ছিল না তিলক ময়দানে। পিচের ড্রাম, বাঁশ, টিন দিয়ে ঘেরা মাঠে জমিয়ে চলত বাঙালির ফুটবল। দেশবন্ধু ক্লাব, বিবেকানন্দ ক্লাব, সবুজ সংঘ, টাউন ক্লাব, কিশোর সংঘ সহ শহরের বহু বড় বড় ক্লাবের ফুটবল লিগ হত তিলক ময়দানেই।

এই ময়দানেই এক সময় চুটিয়ে ফুটবল খেলেছেন শহরের প্রখ্যাত ফুটবলার দিলীপ চক্রবর্তী। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বললেন তাঁদের সময়কার পটলা দা, সমীর ধরদের কথা। ওঁদের খেলা দেখে তিনি অনুপ্রেরণা পেতেন। বলছিলেন, ‘তখন খালি পায়ে খেলা হত। ষাটের দশকে নিয়মিত খেলতাম এখানে। দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নের হয়ে খেলেছি, জেলার হয়ে খেলেছি। জেলা দলের হয়ে নেতৃত্বও দিয়েছি। ফুটবল আমার বড্ড প্রিয়। টিনের বেড়া দিয়ে রাখা হত তখন মাঠে। খেলায় জিতে গেলেই আমাদের সেলিব্রেশন হত মিষ্টিমুখ করে। খেলতে গিয়ে কত চোট পেয়েছি, আবার খেলা জিতে কত চোট সেরেছিল এই মাঠে।’

তিলক ময়দানে ভুলু ভৌমিকের খেলার স্মৃতিও কম নেই। ভালো নাম পরিতোষ ভৌমিক হলেও শহরে সকলে তাঁকে ভুলু নামেই চেনেন। ১৯৬৫ সাল থেকেই এই মাঠে খেলছেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘সেই সময় শহরের খেলাধুলো চর্চার অন্যতম মাঠ ছিল তিলক ময়দান। মূলত অ্যাথলিট ছিলাম। তবে ফুটবলটা ছিল আমার শিরায় শিরায়। বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের তরফে অনেক খেলছি। আবার জেলার হয়েও খেলেছি বহুবার।’ বয়স বাড়লেও সেই দিনগুলোর কথা আজও অনায়াসে মনে করে বলে ফেলতে পারেন তিনি।

শহরের একজন পুরোনো মানুষ অশোক ভট্টাচার্য বলছিলেন, ‘আমরা তিলক ময়দানে প্রচুর লিগ দেখেছি। তবে মাঠটা তখন এখনকার চেয়ে অনেকটাই ছোট ছিল। তখন আমরা ছোট ছিলাম, মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে স্কুলে যেতাম। আমরাও ক্রিকেট খেলেছি ওই মাঠে।’

এভারেস্ট জয়ের পর পর্বতারোহী তেনজিং নোরগেকে এই মাঠেই সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। স্মৃতিচারণ করে গৌরীশংকর ভট্টাচার্য বললেন, ‘হুডখোলা জিপে তেনজিং নোরগেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। মানপত্র পাঠ হয়েছিল। আমি হাফপ্যান্টেই সেইসময় ছুটে গিয়েছিলাম তাঁকে দেখতে। সেই দৃশ্যের সাক্ষী থেকেছিলাম। ময়দানে তখন এখনকার মতো কোনও গ্যালারি ছিল না। মাটিতে বসেই খেলা দেখতাম। বিশিষ্ট, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্যই শুধু চেয়ারের বন্দোবস্ত করা হত। মহকুমা পরিষদের জায়গায় ছিল সরকারি ডাকবাংলো। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সেখানে এসে থাকতেন। সেই বাংলো থেকেও মাঠের খেলা দেখা যেত। বাংলো থেকে তাঁরাও খেলা দেখতেন। কেউ বা মাঠের পাশে গাছে চড়ে খেলা দেখত। পানু দত্ত মজুমদার ধুতি পরে খেলার রেফারি থাকতেন ওই মাঠে। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর মূর্তি তৈরি হয়েছে পরবর্তীতে।’

ক্রীড়া সংগঠক অনুপ বসু বলছিলেন, ‘আশির দশকের একদম প্রথম দিকে যখন তিলক ময়দানে আমি খেলা দেখতে যেতাম ১৯ পয়সা দিয়ে টিকিট কাটতে হত তখন। প্লেয়ারদের বুট, জার্সি হাতে নিয়ে ঢুকলে আবার ফ্রিতে ঢুকে যেতে পারতাম। তখন তো পাড়ায় পাড়ায় খেলোয়াড় ছিল। দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন, বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব, সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব, মহানন্দা ক্লাবের মতো বড় বড় ক্লাব খেলত।’

সেই সময়কার খেলোয়াড়দের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ‘দিলীপ চক্রবর্তী, চন্দন ঘোষ, সুবোধ রায়ের মতো খেলোয়াড়দের খেলা দেখেছি। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ভাস্কর গাঙ্গুলিকে নিজের চোখে দেখেছি। তখন খেলা উপভোগ করতাম, সেইসময় খেলাটাও হত। ভালো ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ছিল সেইসময়। পরবর্তীতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম হওয়ার পর পরিকাঠামোর উন্নতি অবশ্যই হয়েছে তবে আমার মতে, ধীরে ধীরে খেলাটা হারিয়ে গিয়েছে।’

এরপর ১৯৮০-র দশকে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ১৯৮৮ সালে নেহরু গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিতি পায় কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম। হারিয়ে যায় তিলক ময়দান। তবে স্মৃতির পাতায় আজও উজ্জ্বল তিলক ময়দান।

ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

> তখন খালি পায়ে খেলা হত। টিনের বেড়া দিয়ে রাখা হত তখন মাঠে। খেলায় জিতে গেলেই আমাদের সেলিব্রেশন হত মিষ্টিমুখ করে। খেলতে গিয়ে কত চোট পেয়েছি, আবার খেলা জিতে কত চোট সেরেছিল এই মাঠে।
>
> -দিলীপ চক্রবর্তী

> সেই সময় শহরের খেলাধুলো চর্চার মাঠ ছিল তিলক ময়দান। মূলত অ্যাথলিট ছিলাম। তবে ফুটবলটা ছিল আমার শিরায় শিরায়। বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের তরফে অনেক খেলেছি। আবার জেলার হয়েও খেলেছি বহুবার।
>
> -ভুলু ভৌমিক

> আশির দশকের একদম প্রথম দিকে যখন তিলক ময়দানে আমি খেলা দেখতে যেতাম ১৯ পয়সা দিয়ে টিকিট কাটতে হত তখন। ভালো ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ছিল সেইসময়। স্টেডিয়াম হওয়ার পর খেলাটা হারিয়ে গিয়েছে।
>
> -অনুপ বসু

ফুলবাড়িতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু তরুণীর

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : বন্ধুর সঙ্গে বাইকে ঘুরতে বেরিয়ে ফুলবাড়ির ক্যানাল রোডের নওয়াপাড়া এলাকায় শিলিগুড়ির এক তরুণীর মৃত্যু হল। ওই তরুণীর নাম সুস্মিতা রায় চৌধুরী (২৫)। তিনি ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুপাড়া লেনিন সরণির বাসিন্দা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুস্মিতা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাওয়ার পর চাকরির পরীক্ষায় বসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

- সকালে বন্ধুর সঙ্গে বাইকে ঘুরতে বেরিয়ে ফুলবাড়িতে দুর্ঘটনায় পড়েন ওই তরুণী
- বাইকটির সঙ্গে একটি ডাম্পারের ধাক্কা লাগলে তরুণী ছিটকে পড়ে যান
- ক্যানাল রোডের লোহার ব্যারিকেডে তাঁর বুকের বাঁদিকে গুরুতর চোট লাগে

রবিবার সকালে এক বন্ধুর সঙ্গে তিনি ফুলবাড়ির এক বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছিলেন বলে খবর। কিন্তু নওয়াপাড়া এলাকায় বাইকটির সঙ্গে একটি ডাম্পারের পেছনের অংশের ধাক্কা লাগে। বাইকের পেছনে বসে থাকা সুস্মিতা সেই সময় ছিটকে ক্যানাল রোডের পাশে লাগানো লোহার ব্যারিকেডের ওপর পড়ে যান। তবে ওই বন্ধুর সেভাবে চোট লাগেনি।

সেই বন্ধু তড়িঘড়ি সুস্মিতাকে তুলে টোটোতে করে ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে ভর্তি করেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে চিকিৎসারত অবস্থায় তরুণীর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর খবর ওই বন্ধু সুস্মিতার পরিবারের সদস্যদের জানান।

খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ ওই নার্সিংহোমে যায়। এদিকে, তরুণীর পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। তরুণীর বাবা সৌমপ্রসাদ রায় চৌধুরীর কোর্ট মোড় এলাকায় দোকান রয়েছে। গোটা ঘটনায় পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। সৌমপ্রসাদের স্ত্রী শিপ্রা রায় চৌধুরীর দিন ১৫ আগে পড়ে গিয়ে কোমর ভেঙে যায়। সুস্মিতা বাবা-মায়ের একমাত্র কন্যা ছিলেন।

সুস্মিতার আত্মীয় চঞ্চল গুহ বলেন, লোহার ব্যারিকেডে পড়ে যাওয়ায় তাঁর বুকের বাঁদিকে গুরুতর চোট লাগে। যার থেকে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে তাঁরা অনুমান করছেন। কেন-না, শরীর থেকে সেভাবে রক্তক্ষরণ হয়নি। এদিকে, পুলিশের উপস্থিতিতে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের পর দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রংয়ের উৎসবে কড়া নজর পুলিশের

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : দোল ও হোলিতে ফিবছরই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার নেপথ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মদ্যপ অবস্থায় মোটরবাইক চালানোর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। গত কয়েক বছরের দিকে নজর রেখে এবছর শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে আরও কঠোর পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনা এড়াতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে বাড়তি নজরদারি চালানো হবে। একইসঙ্গে উৎসব আবহে মঙ্গলবার ও বুধবার বিভিন্ন এলাকায় ড্রোনের সাহায্যেও নজরদারি রাখা হবে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, ‘মদ্যপ চালকদের দৌরাত্ম্য রুখতে কড়া নজরদারি চলবে। শহর সহ সংলগ্ন এলাকাগুলি ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বাড়তি নজরদারি চালানো হবে। সেইসঙ্গে ড্রোনের সাহায্যেও নজরদারি চালানো হবে।’

শিলিগুড়িতে রং খেলাকে কেন্দ্র করে অশান্তির ঘটনা, পথ দুর্ঘটনা প্রতিবছরই ঘটে। যে কারণে মঙ্গলবার সকাল থেকে বুধবার রাত পর্যন্ত কয়েকটি এলাকায় বিশেষ নজরদারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ভক্তিনগর চেকপোস্ট, ইস্টার্ন বাইপাস, জলপাই মোড়, নৌকাঘাট মোড়, ফুলবাড়ি, বিহার মোড়, বাঁশবাড়ি, ভোরের আলো সংলগ্ন এলাকা সহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জংশনে আবির বা রং খেলার দু’দিন বাড়তি নজরদারি চালানো হবে। বিশেষ করে মদ্যপ বাইকচালকদের দৌরাত্ম্য রুখতে ব্রেথালাইজার ব্যবহার করবে পুলিশ।

এছাড়াও দুর্ঘটনা রুখতে ওই দু’দিনে শহরের নানা প্রান্তের রাস্তায় সাদা পোশাকের পুলিশের তরফে কড়া নজরদারিও রাখা হবে। রংয়ের উৎসবে দুর্ঘটনায় রাশ টানা সহ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো লক্ষ্য পুলিশের।

দুই শহরে দুই নেতাকে স্মরণ

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১ মার্চ : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও সিপিএমের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের জন্মবার্ষিকী শ্রদ্ধার সঙ্গে রবিবার পালিত হল শিলিগুড়ি ও বাগডোগরায়। দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য, জীবেশ সরকার, মুন্সি নুরুল ইসলাম, জয় চক্রবর্তী প্রমুখ। বাগডোগরা এরিয়া অফিসের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শীতল দত্ত, দেবাশিস গুহ, প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়।

শিলিগুড়িতে দুই নেতাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন অশোক ভট্টাচার্য।

সাইকেল চুরি

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : সাইকেল চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর পুলিশ। গত মাসের ২৫ তারিখ শালুগাড়া এলাকার এক সেনার বাড়িতে সাইকেল চুরির ঘটনা ঘটে। ২৭ তারিখ তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই চুরির বিষয়টি স্বীকার করেন। এরপর সাইকেলটিও উদ্ধার হয়। ধৃত সুদীপকে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ধৃত এক

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : দোকানের শাটার ভেঙে ব্যাটারি চুরির ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম পঙ্কজকুমার শা। তিনি শাস্ত্রীনগর এলাকার বাসিন্দা। গত ২৬ তারিখ দিনে ইসকন রোডে একটি মাইকের দোকানের শাটার ভেঙে ব্যাটারি চুরি হয়। ওইদিনই দোকানের মালিক থানায় অভিযোগ করলে তদন্তে নামে পুলিশ। শনিবার পঙ্কজের বাড়িতে অভিযান চালালে ব্যাটারি উদ্ধার হয়। পঙ্কজকেও হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সত্যপ্রিয় স্মরণ

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : এবিটিএ-র দার্জিলিং জেলা শাখার উদ্যোগে রবিবার শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ শিক্ষক সত্যপ্রিয় রায়ের ১২০তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। কলেজপাড়ায় সংগঠনের জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ‘সত্যপ্রিয় রায়ের জীবন দর্শন ও বর্তমান সময়’ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ শিক্ষক নেতা কাজল দাস।

শহরে চায়ের ঠেকে জনসংযোগে শমীক

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : উত্তরবঙ্গে বিজেপির ভালো ফলের আশা দেখছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, ‘উত্তরবঙ্গে যে রকম ফলাফল হয় সেরকমই হবে। তবে এ বছর তৃণমূল কংগ্রেস কোনও খাতা খুলতে পারবে না।’ তৃণমূল অবশ্য একে শমীকের অলীক স্বপ্ন বলে কটাক্ষ করেছে। রবিবার শিলিগুড়িতে জনসংযোগে বের হয়েছিলেন শমীক। সকালে নেতাজি কেবিনে যান। বসে চা খান। সেখানে ছিলেন সাংসদ রাজু বিস্ট, বিধায়ক শংকর ঘোষও।

ভোট ঘোষণার আগে এ রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে শমীক বলেন, ‘এটা বাংলা, বাঙালির লজ্জা। ভোটের আগে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসায় এ রাজ্যের পরিস্থিতি গণতন্ত্রের পক্ষে সহায়ক নয় তা বোঝা যাচ্ছে।’ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কয়েক লক্ষ নাম বিচারাধীন। অভিযোগ, আতঙ্কে রয়েছেন অনেকে। সেই বিষয়ে শমীকের বক্তব্য, ‘কেউ কোথাও আতঙ্কে নেই। আতঙ্ক তৈরি করে থাকলে তৃণমূল করেছে।’ পালটা তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা (সমতল) কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষ বলেন, ‘বিজেপির সঙ্গে মানুষ নেই। এসআইআর আতঙ্কে রয়েছেন অনেকে। এর জবাব দেবেন উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, মতুয়ারা।’

ভোটের আগে শিলিগুড়িতে নেতাজি কেবিনকে জনসংযোগের জায়গা হিসেবে বেছে নিচ্ছেন নেতারা। সাত দশকের পুরোনো এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে শিলিগুড়ির বহু মানুষের আবেগ জড়িত। তৈরি করেছিলেন মন্টু বাগচী। তাঁর ছেলে প্রণবেন্দু বাগচী বর্তমানে সেটি চালান। কয়েকদিন আগে সেখানে গিয়েছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বসে চা খাওয়া থেকে গল্প করার মাধ্যমে জনসংযোগে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। গিয়েছিলেন বিধায়ক শংকর ঘোষও। এদিন শমীক অন্য নেতা ও কর্মীদের নিয়ে বসে চা খেলেন। দোকানের সামনেই হল সংবর্ধনা পর্ব। বর্তমান দোকান মালিকের দাবি, দোকানে নেতাদের আগমন হলে ভিড় হয় ঠিকই কিন্তু সে সময় অন্য ক্রেতারা ঢুকতে পারেন না। সেই সময়টুকুতে বিক্রিতে টান পড়ে। তবে নেতাদের আগমনে প্রচারও হয়। তার ফল পরে পাওয়া যায়। অনেকেই খেতে যান। প্রণবেন্দুর বক্তব্য, ‘নেতারা এলে ভালোই লাগে। পুরোনো প্রতিষ্ঠান। সবার জন্য দরজা খোলা।’ তবে দোকানকে নিয়ে যাতে কেউ রাজনীতি না করেন সেই আবেদন করেন তিনি।

বিধান মার্কেটে সাংসদ ও বিধায়কের সঙ্গে চা চক্রে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ছবি : সূত্রধর

পুনর্বাসনের জায়গা দেখলেন গৌতম

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : জোরকদমে চলছে এলিভেটেড রোডের কাজ। তার জেরে ইতিমধ্যে শহর দার্জিলিং মোড় এলাকার প্রায় ২৬টি ফার্নিচারের দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে। ওই দোকানগুলির পুনর্বাসনের লক্ষ্যে রবিবার সকালে মেয়র গৌতম দেব এলাকা পরিদর্শন করলেন।

জানা গিয়েছে, শহর লাগোয়া শিলিগুড়ি গেটের একপাশে সরকারি জমিতে ওই ২৬টি দোকানের জন্য উপযুক্ত পরিকোঠামো গড়ে তোলা হবে। অন্যদিকে, চম্পাসারি মোড় এলাকায় সবজি বাজারটিকেও পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থানান্তরিত করা হবে। এনিয়ে মেয়র স্থানীয় বাজার কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকও করেন। উপস্থিত ছিলেন এসজেডিএ চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার, ১ নম্বর বরো চেয়ারম্যান গার্গী চট্টোপাধ্যায়।

মেয়র গৌতম দেব বলেন, ‘পূর্ত দপ্তরের জমিতে আমরা সুন্দর করে ফার্নিচার হাব তৈরি করব। সেখানে দার্জিলিং মোড় এলাকা থেকে সরানো ব্যবসায়ীদের স্থায়ী ঠিকানা গড়ে দেওয়া হবে। এছাড়াও চম্পাসারি মোড় এলাকাতেও স্থানীয় সবজির দোকানগুলি পিছনের দিকে সরে যাবে। এনিয়ে আলোচনা হয়েছে।

- শিলিগুড়ি গেটের পাশে ২৬টি দোকানের জন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে
- দার্জিলিং মোড় থেকে উচ্ছেদ হওয়া ফার্নিচারের ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন হবে সেখানে
- চম্পাসারি মোড়ের ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের সমস্যার এদিন সমাধান হয়েছে

প্রস্তাবিত জায়গার পিছনেই আবাসন রয়েছে। সেই আবাসনের গেট যাতে অবরুদ্ধ না হয় তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। দ্রুত ব্যবসায়ীদের স্থানান্তরণের কাজ করা হবে।’

২০২৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই এলিভেটেড রোডের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে কাজও জোরকদমে চলছে। দার্জিলিং মোড় এলাকার ফার্নিচার ব্যবসায়ীদের দাবি, শিলিগুড়ি গেট লাগোয়া এলাকায় যেখানে জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে তা ব্যবসার ক্ষেত্রে খুবই ভালো। তবে, দ্রুততার সঙ্গে নির্মাণকাজ শেষ করে পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করা হলে খুবই ভালো হয়।

ব্যবসায়ী সজল সরকার বলেন, ‘আমরা চাই দ্রুত ফার্নিচার হাব গড়ে তোলা হোক। অন্যথায় সংসার চালাতে গিয়ে আমাদের হিমসিম খেতে হচ্ছে।’

অন্যদিকে, চম্পাসারি মোড় এলাকার প্রায় ২১৭ জন ব্যবসায়ীকে পুনর্বাসনের জন্য চিহ্নিত করা জায়গার পিছনেই রয়েছে বহুতল আবাসন। ওই আবাসনে ঢোকা ও বের হওয়ার ক্ষেত্রে ২৫ ফুট রাস্তার দাবি জানানো হয়েছিল। আলোচনার সাপেক্ষে মেয়র গৌতম দেব স্পষ্ট করেন, সেখানে যাতায়াতের জন্য ২০ ফুট চওড়া রাস্তা থাকবে।

পৃথিবীর পাঠশালা

ছ'শো বছরের লম্বা গান

একটা গান কতক্ষণ চলে? তিন মিনিট বা পাঁচ মিনিট। কিন্তু জার্মানিতে এমন এক গানের আসর বসেছে, যা শেষ হতে সময় লাগবে প্রায় ৬৩৯ বছর। সুরকার জন কেজের সুর করা এই গানের নাম দেওয়া হয়েছে 'অ্যাজ স্লো অ্যাজ পসিবল'। অর্থাৎ যতটা সম্ভব ধীরে বাজাতে হবে। জার্মানির হ্যালবারস্টাড শহরের একটি পুরোনো গির্জায় বিশেষ অর্গানের মাধ্যমে ২০০১ সাল থেকে এই সুর বাজানো শুরু হয়েছে। সুরের পরিবর্তন এতটাই ধীরে হয় যে, পরবর্তী সুর বা কর্ড বদলানোর দিনটিতে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয় শুধু একটি নতুন আওয়াজ শোনার জন্য। গানটি শেষ হওয়ার কথা ২৬৪০ সালে। সময়ের সঙ্গে কোনও তাড়া না থাকলে মানুষ যে কত বড় পাগলামি করতে পারে, এই অদ্ভুত কনসার্ট তার সেরা উদাহরণ।

এক দেশে ঘুম অন্য দেশে রান্না

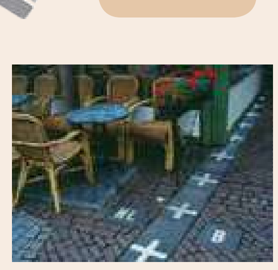

কল্পনা করুন, আপনি যে বিছানায় ঘুমাচ্ছেন সেটি নেদারল্যান্ডসে, কিন্তু আপনার রান্নাঘরটি বেলজিয়ামে। শুনতে পাগলামি মনে হলেও বার্লে নামের একটি শহরে ঠিক এমনটাই হয়। এই শহরটি নেদারল্যান্ডস এবং বেলজিয়ামের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করা যে, আন্তর্জাতিক সীমান্ত মানুষের বাড়ির ড্রয়িংরুম, রেস্তোরাঁ এমনকি ক্যাফের টেবিলের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে। রাস্তায় হাঁটার সময় আপনি এক পদক্ষেপে দেশ বদলাতে পারবেন। বাড়ির সদর দরজা যে দেশে পড়ে, আইনত সেই বাড়িটি সেই দেশের বলে ধরা হয়। ট্যাক্স বাঁচানোর জন্য অনেক সময় মানুষ সদর দরজার জায়গাও বদল করেন। ইউরোপের এই অদ্ভুত শহরে কোনও সীমানা প্রাচীর নেই, শুধু রাস্তায় আঁকা সাদা ক্রস চিহ্ন দেখে বুঝতে হয় আপনি কোন দেশে আছেন। দুই দেশের মানুষের এমন মিলেমিশে থাকার দৃশ্য আধুনিক পৃথিবীতে সত্যিই বিরল।

দেওয়ালের ওপারে পাতালশহর

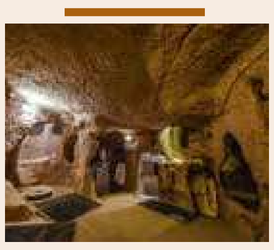

১৯৬৩ সালে তুরস্কের এক ব্যক্তি তাঁর বাড়ির বেসমেন্টের পুরোনো দেওয়াল ভাঙছিলেন সংস্কার করার জন্য। কিন্তু দেওয়াল ভাঙতেই তিনি এমন এক দৃশ্য দেখলেন, যা তার কল্পনাকেও হার মানায়। দেওয়ালের ওপারে লুকিয়ে আছে এক বিশাল সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ ধরে এগোতেই বেরিয়ে এল আস্ত এক পাতালশহর, যার নাম ডেরিনকুয়ু। মাটির প্রায় ২৮০ ফুট গভীরে ১৮ তলা এই শহরে একসময় প্রায় ২০ হাজার মানুষ বসবাস করত। সেখানে সাধারণ ঘরবাড়ি থেকে শুরু করে স্কুল, গির্জা, ওয়াইন তৈরির কারখানা এবং পশুর আস্তাবল— সবকিছুই ছিল। শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচতে হাজার হাজার বছর আগে মানুষ এই শহর বানিয়েছিল। বাতাস চলাচলের নিখুঁত ব্যবস্থা এবং পানীয় জলের কুয়ো দেখে আধুনিক ইঞ্জিনিয়াররাও অবাক। বাড়ির দেওয়ালের পেছনে যে এমন এক ঐতিহাসিক দুনিয়া লুকিয়ে থাকতে পারে, তা রূপকথাকেও হার মানায়।

যে হ্রদ প্রতি বছর উধাও হয়

জলের বিশাল হ্রদ কি হঠাৎ করে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে? আমেরিকার ওরেগন রাজ্যের লস্ট লেক বা হারিয়ে যাওয়া হ্রদটি ঠিক এই জাদুই দেখায়। শীতকালে এটি আর পাঁচটা সাধারণ হ্রদের মতোই জলে টইটম্বুর থাকে। কিন্তু গরমকাল এলেই এর জল হঠাৎ কমতে শুরু করে এবং একসময় পুরো হ্রদটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে ঘাসে ঢাকা সবুজ মাঠে পরিণত হয়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, হ্রদের ঠিক মাঝখানে আগ্নেয়গিরির তৈরি একটি পুরোনো ফাটল বা লাভা টিউব আছে। গরমের সময় বরফ গলা জল আসা বন্ধ হয়ে গেলে ওই ফাটল দিয়ে হ্রদের সমস্ত জল মাটির নীচে চুঁইয়ে চলে যায়। অনেকটা বাথটাবের ছিপি খুলে দিলে যেমন জল বেরিয়ে যায়, ঠিক তেমন। প্রকৃতির এই অদ্ভুত জলনিকাশি ব্যবস্থা আজও পর্যটকদের কাছে এক চরম বিস্ময়।

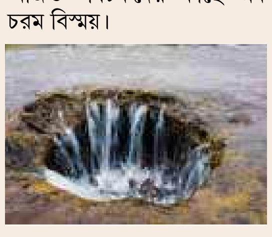

কোচবিহার রাসমেলার মাঠে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার মঞ্চে নীতিন নবীনকে সংবর্ধনা। - জয়দেব দাস

বিজেপির 'যাত্রা'য় দেখা নেই নগেনের

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১ মার্চ : জল্পনার পালে এবার আরও হাওয়া দিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রবিবার কোচবিহার থেকে 'পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা' কর্মসূচি শুরু করল বিজেপি। কিন্তু ইঙ্গিতপূর্ণভাবে সেই মঞ্চে দেখা মিলল না নগেনের। ফলে ভোট ময়দানে নগেনপন্থী গ্রেটার সমর্থকরা কোন দিকে ঝুঁকবেন, সেই নিয়ে চাপানউতোর চরমে উঠল উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে।

শুধু নগেন নন, এদিন বিজেপির কর্মসূচির মঞ্চে যোগ দেননি নাটাবাড়ির বিধায়ক মিহির গোস্বামী। যদিও বিজেপির কোচবিহার জেলার সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেছেন, 'প্রত্যেককেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ওই দুজন কেন আসেননি তা ওঁরাই বলতে পারবেন।'

রবিবার সভামঞ্চে নগেন-মিহিরের না থাকা নজর কেড়েছে। কারণ, ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মঞ্চে হাজির ছিলেন নগেন। সেদিন তাঁর হাতে বঙ্গবিভূষণ সম্মান তুলে দেন মমতা। মঞ্চ থেকে কেন্দ্রের সমালোচনা করে নগেন বলেন, 'রাজবংশী মানুষকে অবহেলা এবং বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে।' এরপর থেকেই জল্পনা দানা বাঁধে, ভোটের আগে নগেনকে কাছে টেনে উত্তরবঙ্গে নতুন সমীকরণ গড়তে চাইছে তৃণমূল? অন্যদিকে,

> নগেন বিজেপির সাংসদ। তিনি দলের কর্মসূচিতে না গেলে চর্চা হবেই। এটা বিজেপির অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ নিয়ে কিছু বলার নেই।
>
> **গিরীন্দ্রনাথ বর্মন**
> কোচবিহার তৃণমূলের চেয়ারম্যান

এর আগে উত্তরবঙ্গে বিজেপির হেভিওয়েট সভায় 'গ্রেটার'-এর পতাকা নিয়ে যোগ দিতে দেখা যেত নগেনপন্থী কর্মী-সমর্থকদের। এদিন সেই দৃশ্যও চোখে পড়েনি।

বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় দলের সাংসদ নগেন থাকবেন কি না তা নিয়ে আগে থেকেই চাপানউতোর জারি ছিল। শনিবার নগেন জানান, দলের তরফে তাঁকে কর্মসূচির কথা জানানো হয়নি। ফলে চর্চা শুরু হয়, বিজেপিই কি নগেনের সঙ্গে দূরত্ব রাখছে? তবে বিজেপি নেতৃত্ব দাবি করে, দেরিতে হলেও নগেনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এদিকে, নির্বাচনে গ্রেটারের সমর্থন না পেলে বিজেপির ভোট-অঙ্ক বদলাতে পারে। আবার, তৃণমূল-নগেন সখ্য বাড়ায় গ্রেটারের ভোট আদৌ ঘাসফুলে যাবে কি না তা নিয়েও জল্পনা রয়েছে। তবে রবিবার নগেনের অনুপস্থিতিতে কিছুটা হলেও অক্সিজেন পেয়েছে তৃণমূল। যদিও এবিষয়ে মন্তব্যে নারাজ দলীয় পদাধিকারীরা। তৃণমূলের জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের কথায়, 'নগেন বিজেপির সাংসদ। তিনি দলের কর্মসূচিতে না গেলে চর্চা হবেই। এটি বিজেপির অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ নিয়ে কিছু বলার নেই।'

এদিন একাধিকবার ফোন করা হলেও ফোন তোলেননি নগেন। ফলে তাঁর মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে কিছুদিন আগে চিলারায়ের জন্মজয়ন্তীতে নগেন বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভা হলে থাকব।'

এদিকে, মিহিরকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁর বয়ান মেলেনি।

১৪টি থিমযুক্ত রেল কোচ রেস্তোরাঁ

মালিগাঁও, ১ মার্চ : রেল কোচ রেস্তোরাঁকে জনপ্রিয় করতে উদ্যোগী উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। বর্তমানে ১৪টি থিমযুক্ত রেস্তোরাঁ চালু রয়েছে কাটিহার, যোগবাণী, রায়গঞ্জ, দার্জিলিং, মালদা কোর্ট, নিউ কোচবিহার, রাজাভাতখাওয়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি রোড, নিউ মাল, গুয়াহাটি, উজানবাজার, কোকরাঝাড় এবং নিউ তিনসুকিয়াতে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কাটিহার ডিভিশনের অধীনে রায়গঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে একটি রেল কোচ রেস্তোরাঁ পরিচালনা করতে ৫ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এটি রেলের রাজস্ব অর্জনের পাশাপাশি যাত্রী সুবিধা মজবুত করতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

রায়গঞ্জের রেল কোচ রেস্তোরাঁটি রিফারবিশড রেলওয়ে কোচ থেকে তৈরি হয়েছে। নস্টালজিক পরিবেশ ও আধুনিক আতিথেয়তা দুই-ই সেখানে থাকবে। এই সুবিধাটি রেলযাত্রী ছাড়াও স্থানীয় বাসিন্দা এবং দর্শনার্থীদের জন্যও। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সমগ্র জোনজুড়ে রেল কোচ রেস্তোরাঁগুলি তাদের পরিবেশ, উন্নতমানের খাবার এবং গ্রাহকবান্ধব পরিষেবার জন্য প্রশংসা অর্জন করেছে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

ক্যারিবিয়ান মিথ

প্রথম পাতার পর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ হারলেও কড়া পরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। জয়ের টার্গেট ১৯৬। কার্যত কোয়ার্টার ফাইনালের রক্তচাপ বাড়ানো পরিস্থিতিতে যে অঙ্ক মেলানো মোটেই সহজ ছিল না। অতীতে টি২০ বিশ্বকাপে সর্বাধিক ১৭৩ রান তাড়ার নজির ছিল টিম ইন্ডিয়ার। এদিন শুরুতে অভিষেক শর্মা (১০), ঈশান কিষান (১০) আউট। কিন্তু সঞ্জুর একক প্রদর্শনীতে আতঙ্ক সরিয়ে নন্দনকাননে তৈরি নয়া রূপকথা।

জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে চিপকে সঞ্জুকে ওপেনিংয়ে ফিরিয়ে মাস্টারস্ট্রোক দিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীররা। সলতে পাকানো ক্যামিও ইনিংসে মেরিনা বিচের তাজা হাওয়ায় চিপকে স্বস্তি দেন। আজ সঞ্জুর হাত ধরে ভারত টি২০ বিশ্বকাপে ষষ্ঠবার শেষ চারে। সূর্যকুমার যাদবকে (১৮) নিয়ে প্রথমে ধাক্কা সামলালেন (৫৮ রানের জুটি)। এরপর জয়ের রাস্তা মসৃণ করলেন চতুর্থ উইকেটে তিলক ভার্মাকে (২৭) সঙ্গী করে। চিপকে জিম্বাবোয়েকে হারিয়ে তিলক হুংকার দিয়েছিলেন, বিস্ফোরক মেজাজেই ইডেনে জবাব দেবেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ছোট্ট ইনিংসে নিজের কথার মর্যাদা রাখলেন। গতকাল ব্যাটিং কোচ রায়ান টেন ডোসেট বলেছিলেন, আগুনের বদলা আগুনেই দেবে ভারত। তিলককে থামিয়ে জুটি ভাঙলেও সেই আগুন নেভাতে পারেননি জেসন হোল্ডার।

তিলক ফেরার পর হার্দিক (১৭), শিবম দুবেদের (অপরাজিত ৮) নিয়ে ৩২ বলে ৫৫ রানের বাকি সমীকরণ মেলাতে ভুলচুক করেননি সঞ্জু। ২৬ বলে হাফ সেঞ্চুরি, ৫০ বলে অপরাজিত ৯৭। ১২টি চার ও ৪টি ছক্কায় সাজানো সঞ্জুর প্রায় নিখুঁত ইডেন শোয়ে ছুটি স্যামিদের। অথচ শুরুটা একাধিক ফিল্ডিংয়ের ভুলে অশনিসংকেত তৈরি হয়েছিল। দুইবার জীবন পান রোস্টন চেজ (১ ও ১৪ রানে)। প্রথমে ভুল প্রান্তে থ্রো করে সহজ রানআউট চান্স মিস বরুণ চক্রবর্তীর। এরপর জসপ্রীত বুমরাহর বলে ক্যাচ মিস অভিষেকের। আসলে দিনটা আজ অভিষেকের ছিল না। পরে রোভমান পাওয়েলের ক্যাচও ফেললেন। যার প্রভাব ব্যাটিংয়েও। গ্রুপ পর্বে এর আগে ইডেনে গোটা পাঁচেক ম্যাচ হয়েছে। এদিনই প্রথম ভারত ম্যাচ। প্রিয়দলের সমর্থনে আক্ষরিক অর্থেই ক্রিকেট উৎসব। গ্যালারিতে যতদূর চোখ যায় নীল, শুধু নীল। বাইশ গজের স্নায়ুযুদ্ধে অবশ্য নবম ওভার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল প্রথম উইকেটের জন্য। প্রথম ওভারে উইকেট নেওয়ার অভ্যাস বজায় রেখে শাই হোপকে (৩২) ফেরান বরুণ চক্রবর্তী। ৮.৫ ওভারে ৬৮/১। দুইবার জীবন পেয়ে জমে যাওয়া চেজের সঙ্গে 'ডেঞ্জারম্যান' শিমরন হেটমেয়ার। হার্দিককে ছক্কা হাঁকিয়ে ব্যাটিং-বিস্ফোরণের ইঙ্গিত। এর আগে চলতি বিশ্বকাপে সর্বাধিক ৬৬ ছক্কা মেরেছেন ক্যারিবিয়ান ব্যাটাররা। ক্রিজে নেমে শুরুতেই ট্রেলার হেটমেয়ারের ব্যাটে। শেষপর্যন্ত বুমরাহর মিসাইলে জোড়া চিন্তা দূর। দ্বাদশ ওভারে পরপর ফেরান হেটমেয়ার (১২ বলে ২৭), চেজকে (২৫ বলে ৪০) শিকার। শরীর ছুড়ে দিয়ে চেজের ক্যাচ ধরেন সূর্য। অপরদিকে টিভি রিপ্লেতে হালকা স্পাইক দেখা গেলেও হেটমেয়ার মানতে রাজি ছিলেন না, তাঁর ব্যাটে বল লেগেছে। তর্ক থাকলেও বাস্তব হল বুমরাহর জোড়া ধাক্কায় ১০২/১ থেকে স্কোর ১০৩/৩। কিছুক্ষণ পর শেরফানে রাদারফোর্ডের ইনিংসে ইতি টানেন হার্দিক। যদিও অবিচ্ছিন্ন পঞ্চম উইকেটে চাপটা টেরই পেতে দেননি হোল্ডার (৩৭)-রোভম্যান পাওয়েল (৩৪)। টেকনিক, টেম্পারামেন্টের সঙ্গে পাওয়ারের ককটেলে ১৭তম ওভারে ২৪ রান দিলেন অর্শদীপ সিং। শেষপর্যন্ত ১৯৫/৪ স্কোরে ক্যারিবিয়ান ইনিংস পৌঁছে গেলেও সঞ্জু নামক প্রাচীরের ধাক্কায় যা ধোপে টেকেনি।

ইডেনে ফের এক দশক আগের স্বপ্নের রাত ফেরানোর স্বপ্নভঙ্গের আক্ষেপ নিয়ে ফিরলেন হোপ-হেটমেয়ার। ভারতের চোখ সেমিফাইনাল, ফাইনালের হার্ডল টপকে এখন তৃতীয় টি২০ বিশ্বজয়ে।

গ্রেপ্তার ২

কিশনগঞ্জ, ১ মার্চ : দুটি পৃথক অভিযানে ১২ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ১২২৩ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই পাচারকারীকে। ধৃতদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে কিশনগঞ্জ আদালত। ঘটনার তদন্ত চলছে।

শনিবার রাতে কিশনগঞ্জ শহরের অদূরে মস্তান চকে দুটি ই-রিকশার থেকে প্রায় ১৭২ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে ই-রিকশার চালক মহম্মদ আখতার আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়। আরেক অভিযুক্ত পলাতক। অন্যদিকে, রবিবার নেপাল সীমান্তের টেরাগছে নাকা চেকিং চলাকালীন একটি অটো রিকশার থেকে ১০৫১ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শোকমিছিল

কিশনগঞ্জ, ১ মার্চ : ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ অভিযানে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুতে রবিবার কিশনগঞ্জে শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ শোকমিছিল ও সমাবেশ করে। মোতিবাগের কারাবালা থেকে মিছিলটি শুরু হয় এবং শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে গান্ধি চকে শেষ হয়। এরপর একটি বিক্ষোভ সমাবেশ হয়।'

জেতার সংকল্প

প্রথম পাতার পর

কোচবিহার বিমানবন্দরে হেলিকপ্টারে নামার পর বেলা সাড়ে ৩টে নাগাদ নীতিন সড়কপথে রাসমেলা মাঠের সভাস্থলে আসেন। ৪টা নাগাদ তিনি ভাষণ শুরু করেন। কোচবিহারের ঐতিহ্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি কামতেশ্বরী, মদনমোহন, মহারাজাদের নাম, শীতলপাটির উল্লেখ করেন।

ভাষণের শুরুতে তিনি বলেন, 'চারদিকে একটিই আওয়াজ উঠেছে- পরিবর্তন, পরিবর্তন, পরিবর্তন। কোচবিহারের এই পরিবর্তন যাত্রার মধ্য দিয়েই রাজ্যে পরিবর্তন ঘটবে।' মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে নীতিন বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মা-মাটি-মানুষের কথা বলেন। অথচ এই রাজ্যের মা, বোনেদের সম্মান লুটিয়ে গিয়েছে। তিনি রাতে মেয়েদের বাইরে বের হতে বারণ করেন।' রাজ্যে তুষ্টিকরণের রাজনীতি চলছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। অনুপ্রবেশের অভিযোগ তুলে নীতিনের বক্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রবেশকারীদের জন্য সুপ্রিম কোর্টের দরজায় ঠকঠক করেন। অথচ রাজ্যের মেয়েদের সুরক্ষা দিতে পারেন না। এসআইআর-এ ৫০ লক্ষ অনুপ্রবেশকারীর নাম বাদ গিয়েছে। এতদিন এরা রাজ্যে কী করছিল?' তাঁর আরও সংযোজন, 'রাজ্যে অনেক খোলা সীমান্ত রয়েছে। যেখানে কাঁটাতার নেই। কেন্দ্র কাঁটাতার দিতে চাইলেও রাজ্য জমি দিচ্ছে না।'

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রীর মতো ভাতা নিয়েও নীতিন নবীনকে চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ করতে শোনা যায়। তাঁর কথায়, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার মা-বোনেদের টাকা দিচ্ছে। আর ওঁর গুন্ডাবাহিনী সেই টাকার কাটমানি নিচ্ছে।' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গুন্ডা বলে তিনি কটাক্ষ করেন। এদিন নীতিন নবীন তাঁর ভাষণের শেষের দিকে 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের উল্লেখ করেন। রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার হলে উন্নয়নের গতি বাড়বে বলে তাঁর দাবি।

তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেছে। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের কথায়, 'কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকা দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জনসভা করছেন অথচ রাসমেলা মাঠে সেরকম লোকই দেখা গেল না। এর থেকেই বোঝা যায় তাদের জনসমর্থন কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। ওরা দিবাস্বপ্ন দেখতে থাকুক। স্বপ্ন দেখতে তো সমস্যা নেই।' যদিও বিজেপি অভিযোগ তুলেছে যে জেলার বহু জায়গাতেই তাদের কর্মীদের সভায় যাওয়ার ক্ষেত্রে তৃণমূল বাধা দিয়েছে। তুফানগঞ্জের বলরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণ পানিশালা এলাকাতেও একই ছবি ধরা পড়েছে। শাসক শিবির অবশ্য সেই অভিযোগ মানেনি।

মধ্যপ্রাচ্যে অস্থির পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের অনেকেই ইজরায়েলে, কেউ দুবাইয়ে আটকে পড়েছেন। আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছে তাঁদের।

আতঙ্কে ঘুমোতে পারিনি

দেবাশিস সাধ্য
(শিলিগুড়ির প্রধাননগরের বাসিন্দা, কর্মসূত্রে দুবাইয়ের আল মামজারে থাকেন)

শনিবার দুপুরে ঘরে বসে ল্যাপটপে কাজ করছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম যুদ্ধের কথা। সেসময় প্রথম ব্যালিস্টিক মিসাইলের ইন্টারসেপ্টরের হামলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে দেখি, আকাশে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আট বছর ধরে আমি দুবাইয়ে রয়েছি। কিন্তু এরকম কোনও ঘটনার মুখে পড়িনি।

বিমানবন্দর থেকে মাত্র ১৫ মিনিট দূরে আমার বাড়ি। তাই যখন শুনতে পেলাম সুরক্ষার কারণে বিমান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে, তখন বুঝলাম পরিস্থিতি ঘোরালো। যুদ্ধের পরিস্থিতি কী, তা জানার জন্য বিভিন্ন অফিশিয়াল সাইট ফলো করতে থাকি। যখন যুদ্ধের খবর জানতে পারলাম, তখন আমার ছেলে ওর বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল। ছেলেকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে ক্যাব করে বাড়ি ফিরে আসতে বলি। দুবাইয়ে এত বছর ধরে থাকা সত্ত্বেও কোনওদিন এমন আতঙ্কের মধ্যে কাটেনি। ছেলে এখানে একটি স্কুলে পড়াশোনা করে। এবছর দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা দিচ্ছে। তবে যুদ্ধের কারণে বোর্ডের তরফে পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাড়ির বাইরে লোকজন বেরোতেই ভয় পাচ্ছে। আবাসনের ৪৮ তলায় থাকি। আকাশে কালো ধোঁয়া পরিষ্কার দেখতে পাই। পরপর ফাইটার জেট যেতে দেখেছি। যুদ্ধের পরিস্থিতির জন্য পরিবার, বন্ধুরা সবাই শিলিগুড়ি থেকে আমাদের খোঁজ নিচ্ছেন। সকলেই উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন।

শনিবার রাতের দিকেও অনেকবার হামলা হয়েছে। দুবাই বিমানবন্দর, বুর্জ খলিফা সহ ঐতিহ্যবাহী জায়গাগুলোতে পরপর হামলা হয়। পরিস্থিতি যা, তাতে রাতে আতঙ্কে ঘুমোতে পারিনি আমরা। তবে সরকারের তরফে সত্যিই খুব ভালো কাজ হচ্ছে। প্রত্যেক বাসিন্দা এবং নাগরিক যাতে সুরক্ষিত থাকেন, সেদিকে নজর দিয়েছে প্রশাসন।

যুদ্ধের পরিস্থিতির জন্য রবিবার দুবাইয়ের আল মামজারে সুপার মার্কেটে দেখেছি, অনেকেই আমার মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাবার স্টক করতে শুরু করেছেন। এই পরিস্থিতিতে খাবার স্টক করে রাখাটাই সকলের আগে মাথায় আসছে। তবে রবিবার থেকে প্যানিক একটু কমেছে। নিত্য জীবনযাপনে এর প্রভাব পড়েছে। তবে সামাজিক মাধ্যমে অনেকে ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছে। যা দেখে ভারতে থাকা আমার পরিবার আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। সেসব ভুয়ো খবর ছড়ানো থেকে যাতে সবাই বিরত থাকেন, সেই অনুরোধ জানাচ্ছি।

(অনুলিখন : তমালিকা দে)

মাঝেমধ্যেই ছুটতে হচ্ছে বাংকারে

সীতা ছেত্রী
(নকশালবাড়ির জাবড়ার বাসিন্দা, কর্মসূত্রে ইজরায়েলে থাকেন)

এলাকা ঢেকেছে কালো ধোঁয়ায়। ঘনঘন সাইরেন বাজছে। সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাচ্ছি বাংকারে। সঙ্গে নিতে ভুলছি না পাসপোর্ট এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজ। কারণ, যে কোনও সময় বোমা পড়তে পারে। মাথার ওপর দিয়ে যুদ্ধবিমান ঘুরছে। ভয়াবহ যুদ্ধের এমন পরিস্থিতিতে বাড়ি থেকে বের হতে দিচ্ছে না ইজরায়েল সরকার।

আমি একটি বাড়িতে দেখভালের কাজ করি। বাড়িতে এক ছেলে এবং মেয়ে রয়েছে। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য কাজ করতে হয়। ইজরায়েলের হাইফাতে থাকি। গত শুক্রবার সেখান থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে বোমা বর্ষণ হয়েছে। গোটা বিল্ডিং ধ্বংস হয়েছে। সেখানে ফিলিপিন্সের এক বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে বলে শুনেছি। আতঙ্কে রয়েছে পরিবারও। খবরের চ্যানেলগুলিতে তারা পরিস্থিতির কথা শুনছে। ২-৩ দিন ধরে ছেলেমেয়ে, পরিবারের লোকজন বারবার ফোন করছে। সাইরেন বাজলে রান্না, খাবার ফেলে দৌড়াতে হচ্ছে বাংকারে। পরিস্থিতির কথা জানলে পরিবারের চিন্তা বাড়তে পারে। সেজন্য ভালো আছি বলতে হচ্ছে। ইজরায়েল সরকারের প্রতি এই দেশের মানুষের আস্থা ভীষণ।

যুদ্ধ শুরুর আগে বাড়িতে গত কয়েকদিনের খাবার এনে রাখা হয়েছিল। আপাতত সেই খাবার দিয়েই চলছে। রাস্তায় বের হতে না দেওয়ার ফলে খাবারের জোগান শেষের পথে। দেশে ফেরার বিমান বন্ধ। বিমান চালু হলেই দেশে ফেরার তোড়জোড় করতে হবে। ছেলেমেয়েরাও ঘরে ফিরতে বলছে।

(অনুলিখন : নীতেশ বর্মন)

গ্যাস লিক হয়ে মৃত্যু মা-ছেলের

বুনিয়াদপুর, ১ মার্চ : ছুটির দিনে মাংস-ভাত আর খাওয়া হল না। তার আগেই গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে আগুন লেগে মৃত্যু হল মা ও ছেলের। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বুনিয়াদপুর পুরসভা এলাকার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে। মৃতদের নাম পুতুল মণ্ডল (৫৫) ও বিপ্লব মণ্ডল (৩৫)। এদিন দুপুরে বিপ্লব বাজার থেকে মাংস কিনে নিয়ে এসেছিলেন। রান্না করতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। সিলিন্ডার থেকে যে গ্যাস লিক করছে, তা বাড়ির কেউই আগে বোঝেননি। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতে গেলেই আগুন ধরে যায়। মা পুতুল ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে আগুনের মধ্যে আটকে পড়েন। তাঁরা আর কেউই ঘর থেকে বেরোতে পারেননি। ঘটনাস্থলেই জীবন্ত অবস্থায় পুড়ে মৃত্যু হয়েছে মা ও ছেলের। ঘটনাস্থলে পৌঁছে বংশীহারী থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। বংশীহারী থানার আইসি স্বপন বিশ্বাস জানিয়েছেন, খবর পেয়ে পুলিশ এলাকায় গিয়েছিল। মৃতদেহ সোমবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বালুরঘাটে। সেইসঙ্গে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিপ্লব পেশায় রংমিস্ত্রি ছিলেন। পরিবারে বাবা-মা ছিলেন। বোনের বিয়ে আগেই হয়ে গিয়েছে। বিপ্লবের বাবা গুড় তৈরির কাজ করেন। রবিবার দুপুরে ওই ঘটনার সময় তিনি কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। মা ও ছেলের চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। তাঁরা আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার কাজ শুরু করেন।

স্বাস্থ্য শিবির

ফাঁসিদেওয়া, ১ মার্চ : মহিপাল মিলন সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হল। রবিবার এই শিবিরে ফাঁসিদেওয়ার মহিপাল, কান্তিভিটা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মানুষ উপস্থিত হয়ে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। চিকিৎসক শান্তনু মুখোপাধ্যায় এদিন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

চর্চায় স্বপ্না, রোমাও

দৌড়ে এগিয়ে গৌতম, শংকররা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১ মার্চ : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে স্বপ্না বর্মনের প্রার্থীপদ প্রায় নিশ্চিত বলে তৃণমূল সূত্রে খবর। শিলিগুড়িতে গৌতম দেব ও মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে শংকর মালাকারকে খোদ তৃণমূল নেত্রী সবুজ সংকেত দিয়েছেন বলে ওই সূত্রে জানা গিয়েছে। ফাঁসিদেওয়ায় রোমা রেশমি এক্কার নামেও সিলমোহর পড়তে পারে।

গৌতম দেব ও স্বপ্না বর্মন।

শংকর মালাকার ও রোমা রেশমি এক্কা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে এই আসনগুলি নিয়ে বিস্তারিত কথা হয়েছে। রবিবার সেই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন আইপ্যাক প্রধান প্রতীক জৈন। শিলিগুড়ি ও আশপাশের মোট চারটি আসন ওই আলোচনায় গুরুত্ব পায়। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে প্রার্থী করার জন্য এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্নার পক্ষে সওয়াল করেছে আইপ্যাক।

অন্য তিন কেন্দ্রেও গৌতম, শংকর ও রোমার প্রার্থীপদের পক্ষে আইপ্যাক। প্রার্থীতালিকা চূড়ান্ত না হলেও ওই চারজনকে শীর্ষ নেতৃত্ব কাজ করে যেতে বলেছে। স্বপ্না দু'দিন আগে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। পরদিনই তাঁকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে নিয়ে যান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। দলের সংকেত পেয়ে তিনি নিজের পুরোনো নির্বাচনি কেন্দ্রে স্বপ্নাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

রবিবারের আলোচনায় গৌতম ও শংকরকে নিয়ে বেশি কথার দরকার পড়েনি বলে খবর। শংকর মালাকারের তপশিলি জাতির শংসাপত্র নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তাতে শীর্ষ নেতৃত্ব আমল দিচ্ছে না। তপশিলি জাতি সংরক্ষিত কেন্দ্র মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি। তৃণমূলের একাংশেরই অভিযোগ, শংকর তপশিলি জাতিভুক্ত নন। তিনি ওবিসি ক্যাটিগোরিতে পড়েন।

তাঁর তপশিলি জাতি শংসাপত্র জাল বলে ক'দিন আগেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নালিশ জমা পড়ে। নকশালবাড়ির কয়েকজন বাসিন্দা ওই অভিযোগ করেছিলেন। এনিয়ে মামলাও হয়েছে। শংকরের অবশ্য বক্তব্য, 'এ আর নতুন কী? ২০০৯ সাল থেকে আমার বিরুদ্ধে এধরনের অভিযোগ অনেকবার উঠেছে। তার পরেও আমি বিধায়ক হয়েছি। নয় নয় করে দু'বার উচ্চ আদালত আমার পক্ষে রায় দিয়েছে। এসব না ভেবে আমি দলনেত্রী ও অভিষেকের নির্দেশে ভোটের কাজে নেমে পড়েছি।'

বিধ্বস্ত তেহরান, তেল আভিভও

প্রথম পাতার পর

শুধু বেইত শেমেসে নিহতের সংখ্যা ৮। আহত কমপক্ষে ২৫। একাধিক প্রাণহানি ঘটেছে জেরুজালেমে।

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'আমরা আমাদের সর্বোচ্চ নেতার পথ অনুসরণ করে শত্রুর সামরিক ঘাঁটি ধ্বংস করে দেব। এই শাহাদাত বছরের পর বছর ত্যাগের চূড়ান্ত পরিণতি।' বসে নেই আমেরিকা ও ইজরায়েল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'ইরান হামলা বন্ধ না করলে, এমন শক্তি প্রয়োগ করা হবে, যা বিশ্ব আগে কখনও দেখেনি।' ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম নিশ্চিত করেছে, খামেনেই তাঁর দপ্তরে কাজ করার সময় পরিবারের অন্তত ৩ সদস্য সহ শনিবার সকালে নিহত হন। নিহতদের তালিকায় রয়েছেন রেভলিউশনারি গার্ডের কমান্ডার মোহাম্মদ পাকপুর এবং সুপ্রিম ডিফেন্স কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আলি শামখানি।

খামেনেইয়ের মৃত্যুতে ইরানে ৪০ দিনের এবং প্রতিবেশী ইরাকে ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষিত হয়েছে। তেহরানের রাস্তায় যখন খামেনেইয়ের সমর্থনে জনজোয়ার চলছে, তখন দক্ষিণ ইরানের মিনাব শহরে মেয়েদের একটি স্কুলে ইজরায়েলি বোমায় ১৪৮ জন পড়ুয়ার মৃত্যু ঘটেছে। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এই অভিযানকে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তনকারী বলে বর্ণনা করেছেন।

রাশিয়া ও চিন অবশ্য খামেনেই হত্যার তীব্র নিন্দা করে বলেছে, মার্কিন-ইজরায়েলি আগ্রাসন বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করছে। খামেনেইয়ের অবর্তমানে ইরানের শাসনভার পরিচালনার জন্য প্রেসিডেন্ট, বিচার বিভাগের প্রধান ও গার্ডিয়ান কাউন্সিলের এক জুরিকে নিয়ে তিন সদস্যের একটি 'অন্তর্বর্তী নেতৃত্ব পরিষদ' গঠন করা হয়েছে।

তবে আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াই এবং পরবর্তী নেতা নির্বাচন নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে ইরানে। এতে মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিবিন্যাস বদলে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইরান ইতিমধ্যে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ 'হরমুজ প্রণালী' বন্ধ করে দিয়েছে। বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ তেল ওই পথ দিয়ে পরিবহণ হয়। সেই রাস্তা বন্ধ হওয়ায় বিশ্ববাজারে তেলের দাম আকাশ ছোঁয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ভারতের তেল আমদানির সিংহভাগ এই পথ দিয়ে আসায় এদেশের বাজারে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ার পাশাপাশি প্রবল মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

আমেরিকায় বিশ্বকাপ খেলবে কি ইরান?

যুদ্ধের জেরে বাতিল ম্যাচ, আটকে ক্রীড়াবিদরা

জুরিখ ও তেহরান, ১ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের বারুদের গন্ধ এবার সোজা এসে আছড়ে পড়ল ফুটবল মাঠে! আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর চরম অনিশ্চয়তার মুখে ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ। একদিকে যুদ্ধের দামামা, অন্যদিকে ফুটবলের মহাযজ্ঞ- সব মিলিয়ে ফিফার অন্দরমহলেও এখন তুমুল টানাপোড়েন।

সবচেয়ে বড় অস্বস্তির কারণ এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক দেশ খোদ আমেরিকা! যে আমেরিকার ছোড়া মিসাইলে তেহরান আজ কার্যত মৃত্যুপুরী, তাদের মাটিতে দাঁড়িয়েই কি বল পায়ে নামবেন ইরানি ফুটবলাররা? নাকি চরম ক্ষোভে বিশ্বকাপটাই বয়কট করবে তেহরান? উলটোদিকে, যুদ্ধের আবহে ফিফা ইরানের ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা চাপায় কি না, তা নিয়েও জল্পনা তুঙ্গে। তবে যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও স্বপ্ন দেখা ছাড়ছেন না ইরানের মহিলা ফুটবল দলের অধিনায়ক জাহরা ঘানবারি। অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়া কাপ খেলতে নামার আগে তিনি বলেছেন, 'এই প্রতিযোগিতা অবশ্য বিরাট। অনেক বড় টিম এখানে খেলবে। তবে আমার স্বপ্ন বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন।'

ফুটবল বরাবরই রাজনীতির ঊর্ধ্বে-এমনটাই দাবি করে ফিফা। কিন্তু খামেনেই নিকেশের

ইরানের আক্রমণে জ্বলছে দুবাই বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনাস্থলের কাছেই ছিলেন সিন্ধুর কোচ আদি প্রাতামা।

পর যে ভূ-রাজনৈতিক ভূমিকম্প শুরু হয়েছে, তাতে খেলার মাঠ আর শান্ত থাকছে কোথায়? বিশ্বকাপের মঞ্চে ইরান নামলে তা যে নিছক খেলার বদলে রাজনৈতিক বারুদস্তূপে পরিণত হবে, তা বলাই বাহুল্য। আপাতত বল এখন ফিফা এবং তেহরানের কোর্টে।

এদিকে, যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে মধ্যপ্রাচ্যে আটকে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা। শনিবার দুবাই বিমানবন্দরের খুব কাছে হামলা চালায় ইরান। ঘটনাস্থলের খুব কাছেই ছিলেন দেশের তারকা শাটলার পিভি সিন্ধুর কোচ আদি প্রাতামা। কোনওক্রমে বেঁচে যান তিনি। আপাতত কোচ সহ সিন্ধু আটকে রয়েছেন দুবাই এয়ারপোর্টে। অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার জন্য ভারত থেকে দুবাই হয়ে বার্মিংহাম যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। কিন্তু হামলার জেরে আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়ায় সমস্যায় সিন্ধুরা।

নিজের দুঃসহ পরিস্থিতির কথা সমাজমাধ্যমে তুলে ধরেছেন সিন্ধু। তিনি বলেছেন, 'পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। কয়েক ঘণ্টা আগে আমরা যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তার খুব কাছেই একটা বিস্ফোরণ হয়েছে। আমার কোচ ঘটনাস্থলের খুব কাছেই ছিলেন। তিনি দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। তারপর দুবাই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ও ভারতীয় হাই কমিশনের উদ্যোগে আমাদের আরও সুরক্ষিত জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' ভারতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'আমরা পুরো পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি। খেলোয়াড়, কোচ ও অফিশিয়ালদের নিরাপত্তা আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রতিযোগিতার

দুবাই থেকে ভিডিওবার্তায় আতঙ্কিত পিভি সিন্ধু।

আয়োজকদের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে চলেছি। সমস্যা সমাধানের জন্য সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে।'

শুধু সিন্ধু নন, আটকে পড়েছে ভারতের বাস্কেটবল টিমও। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ খেলতে দোহায় গিয়েছিল তারা। সেখান থেকে ফিরতে পারছে না ভারতীয় দল। যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে বাতিল করা হয়েছে ইংল্যান্ড লায়ন্স ও পাকিস্তান শাহিন্সের মধ্যে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচটি। রবিবার আবু ধাবিতে ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল। ইংল্যান্ড লায়ন্সের কোচ জনি বেয়ারস্টো সমাজমাধ্যমে তাঁদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আবেদন করেছেন। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী সপ্তাহে আবু ধাবিতে ইংল্যান্ড মহিলা দলের সফর বাতিল করা হয়েছে।

যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে এশিয়ান ফুটবল সংস্থার পক্ষ থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিট, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু এবং এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বকাপ থেকে ছুটি, গৃহযুদ্ধ পাকিস্তানে

লাহোর, ১ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপের মঞ্চ থেকে বাবর আজমদের বিদায়ঘণ্টা বাজতেই পাকিস্তান ক্রিকেটে এখন রীতিমতো গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে! মাঠের হতশ্রী পারফরমেন্সের পর মাঠের বাইরে চলছে চরম কাদা ছোড়াছুড়ি। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের ক্ষোভ, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) কর্তাদের দিকে আঙুল ওঠা আর খেলোয়াড়দের দায়সারা মন্তব্যে আক্ষরিক অর্থেই এক কদর্য সার্কাসে পরিণত হয়েছে পাক ক্রিকেট।

সবচেয়ে বড় বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন খোদ অধিনায়ক সলমন আলি আঘা। টি২০ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর তিনি অবলীলায় স্বীকার করে নিয়েছেন যে, গোটা টুর্নামেন্টে দল তাঁদের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি, অর্থাৎ 'আন্ডারপারফর্ম' করেছে। ব্যাস, এই মন্তব্যেই যেন বারুদের স্তূপে দেশলাই পড়েছে! প্রাক্তন অধিনায়ক ও উইকেটকিপার রশিদ লতিফ রীতিমতো ধুয়ে দিয়েছেন আঘাকে। লতিফের তোপ- টুর্নামেন্ট থেকে লজ্জাজনকভাবে ছিটকে যাওয়ার পর এই সব দায়সারা 'আন্ডারপারফর্ম' তত্ত্ব শুনিয়ে কোনও লাভ নেই। লক্ষ লক্ষ টাকার চুক্তি আর বিশ্বমানের সুযোগসুবিধা ভোগ করার পর মাঠে নেমে জঘন্য পারফরমেন্সের দায়ভার সরাসরি খেলোয়াড়দেরই নিতে হবে। লতিফের এই ক্ষোভ আসলে গোটা পাকিস্তানের অগণিত ক্রিকেটপ্রেমীরই মনের কথা।

শুধুমাত্র খেলোয়াড়রা নন, চরম তোপের মুখে কোচিং স্টাফরাও। দলের স্পিন-বিভাগ, বিশেষ করে শাদাব খান ও মহম্মদ নওয়াজের চূড়ান্ত ব্যর্থতা নিয়ে হেড কোচ মাইক হেসন সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করলেও, প্রাক্তন কিংবদন্তিরা তা মানতে নারাজ। সাকলিন মুস্তাকের মতো স্পিন-জাদুকর ইতিমধ্যেই পাক স্পিনারদের পারফরমেন্স নিয়ে চরম হতাশা ব্যক্ত করেছেন। হেসন 'মডার্ন ক্রিকেট'-এর দোহাই দিলেও, বাইশ গজে শাদাব-নওয়াজদের নির্বিষ বোলিং, ফুল টস আর হাফ ট্র্যাকারই যে দলের ভরাডুবির অন্যতম কারণ, তা এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। প্রাক্তনদের মতে, স্কিল না থাকলে শুধু আধুনিক ক্রিকেটের বড় বড় বুলি আউড়ে ম্যাচ জেতা যায় না।

তবে ক্ষোভের আঁচ সবচেয়ে বেশি গিয়ে পড়েছে পাক বোর্ডের অন্দরে। পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভির ব্যক্তিগত উপদেষ্টামণ্ডলীকে এই মেগা বিপর্যয়ের জন্য সরাসরি কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে। দলের এই পতন কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পরিসংখ্যান বলছে, এই নিয়ে টানা চারটি মেগা আইসিসি টুর্নামেন্টে নকআউটে পৌঁছাতে ব্যর্থ হল পাকিস্তান! বারবার

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে পাকিস্তানের বিদায়ে প্রশ্নের মুখে সলমন আলি আঘার নেতৃত্ব।

কোচ বদল, রাতারাতি অধিনায়কত্ব কেড়ে আবার ফিরিয়ে দেওয়া, আর কর্তাদের খামখেয়ালিপনা- সব মিলিয়ে নকভির উপদেষ্টাদের অদূরদর্শিতাই পাক ক্রিকেটের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতেছে বলে দাবি সমালোচকদের। বোর্ডের ভেতরে কোনও পেশাদারিত্ব নেই, বরং স্বজনপোষণ আর ইগোর লড়াইয়ে গোটা দলটা ক্রমশ রসাতলে যাচ্ছে।

সব মিলিয়ে, বিশ্বমঞ্চে ট্রফি জয়ের স্বপ্ন তো অনেক দূরের কথা, বাবর-শাহিন শা আফ্রিদিদের দল এখন নিজেদের দেশের প্রাক্তনদের ক্ষোভ আর বোর্ডের অন্দরের রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়তেই বেশি ব্যস্ত। বাইশ গজে ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দলগুলো যখন আধুনিক টি২০-র সংজ্ঞা বদলে দিচ্ছে, পাকিস্তান তখন নিজেদের তৈরি করা বিতর্কের জালেই জড়িয়ে হাঁসফাঁস করছে। বিশ্বকাপ অভিযান শেষ, কিন্তু পাক ক্রিকেটের এই রিয়েলিটি শোয়ের শেষ কোথায়- আপাতত সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন!

গোল খেয়ে পালটা জবাবে খুশি লোবেরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ মার্চ : আগেরদিন জামশেদপুর এফসি-র বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গলের হারের পর থেকেই কোচ-ফুটবলার থেকে কর্তা বা সমর্থক, সকলেই জয়ের পাশাপাশি বড় ব্যবধানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। শেষপর্যন্ত সবার আশা পূরণ করে লিগ শীর্ষে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

এবারই সম্ভবত প্রথমবার শুরুর দুই ম্যাচে তেমন ছন্দে লাগছিল না মোহনবাগানকে। বরং ইস্টবেঙ্গলকে দেখে দুরন্ত মনে হয়েছে। কিন্তু মোহনবাগানিদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ছিল যে, তাঁদের দল ধারাবাহিকতা দেখাবে। আর হলও সেটাই। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মতো দুর্বল দলকেই মনবীর সিং-রবসন রোবিনহোরা বেছে নিলেন নিজেদের ছন্দে ফেরার এবং বড় ব্যবধানে জিতে মনোবল বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য। দুটো গোল রোবিনহোর, সঠিক সময়ে চকিতে গোল তুলে নেওয়ায় সিদ্ধহস্ত জেমি ম্যাকলারেনের এদিনও অন্যথা হল না, দিমিত্রিস পেত্রাতোসের অসামান্য গোল, মনবীরের একটা সুযোগকেই কাজে লাগানো, অসংখ্য পজিটিভ বিষয় নিয়ে সমর্থকরা বাড়ি ফেরার পথে বোধহয় মহমেডানকে ধন্যবাদ জানিয়েই গেলেন। তবে 'প্রিয় দিমি'র দূর থেকে করা গোলের ঘোর এদিনও কাটছে না তাঁদের। সামাজিক মাধ্যমে শুধু এই নিয়েই আলোচনা। কোচ সের্জিও লোবেরা অবশ্য কোনও বিশেষ ফুটবলারকে নিয়ে আলোচনা পছন্দ করেন না। তিনি শুধু বললেন, 'দিমি খুব ভালো ফুটবলার। গোলও ও ভালোই চেনে। এদিনের গোলটা দারুণ। তবে শুধু ওর জন্য নয়, দলের বাকিদের ভালো ফুটবল ও গোল আমাদের ম্যাচ জিততে সাহায্য করেছে।' তিনি ফুটবলারদের প্রশংসা করে বলেছেন, 'আমার যেটা ভালো লেগেছে সেটা হল আমাদের ফুটবলারদের সঠিক

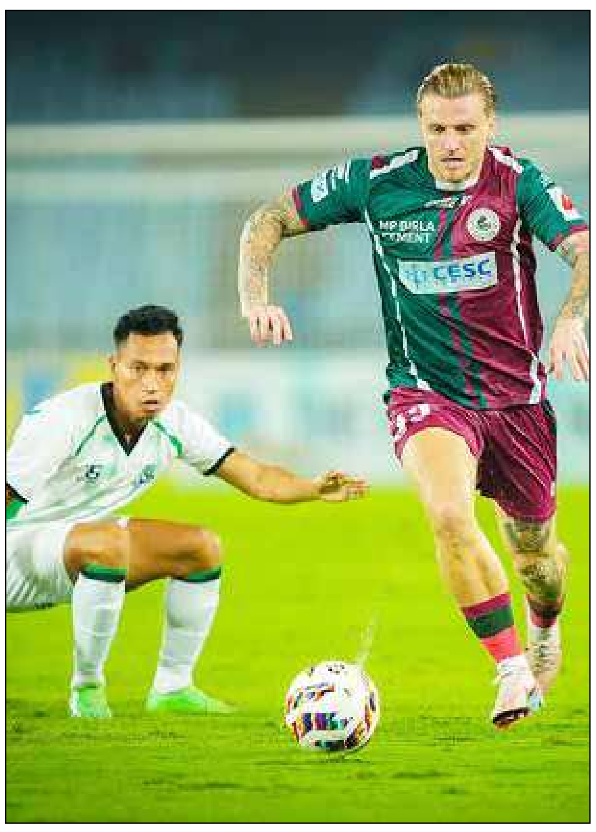

জেসন কামিন্সদের লড়াকু মানসিকতায় মুগ্ধ কোচ সের্জিও লোবেরা।

প্রতিক্রিয়া। দল আগে গোল খাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে পালটা লড়াই করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর এই মানসিকতা থেকে গোল বাড়িয়ে ওরা জয় নিশ্চিত করে। এটা অবশ্যই দলের ইতিবাচক দিক।' তিনি অবশ্য একাধিক গোলের সুযোগ নষ্ট করায় খানিকটা অসন্তুষ্টও। বললেন, 'যা গোল হয়েছে তার থেকে বেশি নষ্ট হয়েছে। যা আমার পছন্দ নয়। এটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।'

ম্যাচের আগের দিন যদিও বলেছিলেন, একই দল খেলাবেন কিন্তু মহমেডানের বিপক্ষে প্রথম একাদশে একসঙ্গে চারটে পরিবর্তন করেন তিনি। এই প্রসঙ্গ তুলতে মুচকি হাসি লোবেরার মুখে, 'আসলে আমার হাতে অনেক সমদক্ষতাসম্পন্ন ফুটবলার আছে। তাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করার সুযোগ যখন আমার হাতে আছে তখন সেটাই করেছি। একদল ফুটবলার খেলবে, অন্য দল শুধুই বসে থাকবে, এটা দলের জন্য ভালো নয়। প্রত্যেককে তৈরি রাখাই আমার কাজ।' তিনি আসার পর অবশ্য সব ফুটবলারকেই দেখা যাচ্ছে বাড়তি মেদ ঝরিয়ে টানটান চেহারায় তৈরি থাকতে। যার সুফলও পাচ্ছে মোহনবাগান। প্রথম তিন ম্যাচে ৯ গোল, তিন পয়েন্ট। এর থেকে বেশি আর কিইবা চাইতে পারেন সমর্থকরা!

রক্ষণই চিন্তায় ফেলছে ইস্টবেঙ্গলকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ মার্চ : টানা দুই ম্যাচ জিতে উচ্ছ্বাসে ভাসতে থাকা ইস্টবেঙ্গলকে আচমকা বাস্তবের রুক্ষমাটিতে আছড়ে ফেলেছে জামশেদপুর এফসি।

শুক্রবার যেভাবে ওয়েন কোয়েলের দল বারবার ইস্টবেঙ্গল রক্ষণভাগকে বেআব্রু করে দিল, তাতে পরবর্তী ম্যাচগুলির আগে কোচ অস্কার ব্রুজোঁর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। বিশেষ করে কর্নার থেকে যখন স্টিফেন এজে প্রথম গোলটি করছেন, তখন ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডাররা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। অস্কারও দলের ডিফেন্ডারদের পারফরমেন্স নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'সেটপিস থেকে প্রথম গোল হজম করাটা একদমই মেনে নিতে পারছি না। আমরা এক সপ্তাহ ধরে কর্নার ও ফ্রি কিক থেকে গোল আটকানোর জন্য আলাদা অনুশীলন করেছি। কিন্তু ফল দেখতে পেলাম না। দ্বিতীয় গোলটাও আমাদের হজম করা উচিত হয়নি।'

শুধু রক্ষণ নয়, ইস্টবেঙ্গল মাঝমাঠও জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ডাহা ফ্লপ। বঙ্গতনয় প্রণয় হালদার বিপজ্জনক হতেই দেননি মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে। আরেক মিডিও মহম্মদ বসিম রশিদও নিষ্প্রভ ছিলেন। অধিনায়ক সাউল ক্রেসপো চোটের কারণে ম্যাচে ছিলেন না। কোচ অস্কার নিজেও স্বীকার করে নিয়েছেন মাঝমাঠের ব্যর্থতার কথা। তিনি বলেছেন, 'দলের মিডফিল্ডাররা কেউ ছন্দে ছিল না। মিডফিল্ড ছন্দে না থাকলে ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয়।' তবে শুধু মাঝমাঠের ব্যর্থতার কথা বললে ভুল হবে, পুরো দলটার মনঃসংযোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মাঠের বাইরের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করেছিলেন ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়রা।

গত কয়েক মরশুমে এটাই ইস্টবেঙ্গলের সেরা দল, এমনটাই বলছেন ওয়েন কোয়েল, কিবু ভিকুনার মতো কোচেরা। কিন্তু সেটার বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে হলে খেলোয়াড়দের মনঃসংযোগ ফেরানোটা খুব জরুরি। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে মাথায় চোট পেয়েছিলেন জয় গুপ্তা। ম্যানেজমেন্ট সূত্রের খবর, তাঁর চোট গুরুতর নয়। এদিকে সোমবার সম্ভবত কলকাতায় ফিরছেন কেভিন সিবিল্লে।

জামশেদপুর ম্যাচে হার চিন্তা বাড়িয়েছে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁর।

দুই বছর দায়িত্ব পালন করার পর শ্রীলঙ্কার কোচের পদ থেকে অব্যাহতি চাইলেন সনৎ জয়সূর্য।

শ্রীলঙ্কার দায়িত্ব ছাড়লেন জয়সূর্য

কলম্বো, ১ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটে একটিও ম্যাচ জিততে পারেনি শ্রীলঙ্কা। এই পরিস্থিতিতে কোচের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন সনৎ জয়সূর্য। যদিও শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে জুন পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ রয়েছেন তিনি। তবে জয়সূর্য জানিয়েছেন, উপযুক্ত বিকল্প পাওয়া গেলে দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন তিনি।

২০২৪ সালের ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে জয়সূর্যকে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে নিযুক্ত করে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ড। এক বছরের মধ্যেই তাঁকে পূর্ণসময়ের কোচ হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল।

ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা রাখলেন সলমন

এদিকে, বিশ্বমঞ্চে আরও একবার ব্যর্থতার স্বাদ পেল পাকিস্তান। বিদায়ের পর খারাপ ফলের কারণ নিয়ে মুখ খুলেছেন পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাঁকে একাধিক কঠিন প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। বিশেষ করে তাঁর অধিনায়কত্ব ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এক সাংবাদিক তো সরাসরি সলমনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তিনি নেতৃত্ব ছাড়বেন না পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড সরিয়ে দেবে?' তাৎক্ষণিকভাবে আবেগপ্রবণ হয়ে সিদ্ধান্ত না নেওয়ার কথাই বলেন তিনি। আঘার মন্তব্য, 'এমন পরিস্থিতিতে তাড়াহুড়ো করে কিছু বলা ঠিক নয়। দেশে ফিরে ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তবেই ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।' তাঁর কথায় স্পষ্ট, দায়িত্ব এড়ানোর বদলে তিনি বিষয়টি ভেবে দেখার পক্ষেই।

হন্ডুরাসের দায়িত্বে মোলিনা

কলকাতা, ১ মার্চ : নতুন দায়িত্বে, নতুন চ্যালেঞ্জ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার সামনে। হন্ডুরাস জাতীয় দলের হেডকোচ হলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের প্রাক্তন হেডস্যর। এটিকে-কে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন করেছেন। মোহনবাগানকে আইএসএলে ডাবল জিতিয়েছেন। সর্বশেষ আইএফএ শিল্ড জয়। এই মরশুমে সুপার কাপ থেকে সবুজ-মেরুনের বিদায়ের পর গত নভেম্বরে বাগান কোচের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। এবার মোলিনার সামনে মিশন বিশ্বকাপ। হন্ডুরাসের কোচ হিসাবে ২০৩০ ফিফা বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করবেন স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের প্রাক্তন স্পোর্টিং ডিরেক্টর মোলিনা।

চেন্নাই সুপার কিংসের অনুশীলনে যোগ দিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। রবিবার চেন্নাইয়ে।

পিছিয়েও জয় ম্যান ইউয়ের

ম্যাঞ্চেস্টার, ১ মার্চ : রবিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে শুরুতে পিছিয়ে পড়েও ২-১ গোলে জয় পেল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে ৪ মিনিটে ম্যাক্সেন্স ল্যাক্রোইক্সের গোলে পিছিয়ে পড়ে রেড ডেভিলস। যদিও ৫৬ মিনিটে লাল কার্ড দেখে ম্যাক্সেন্স সমস্যায় ফেলে দেন ক্রিস্টালকে। এর পরের মিনিটেই পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফেরান ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। ৬৫ মিনিটে বেঞ্জামিন সেসকোর গোলে লিড নেয় মাইকেল ক্যারিকের দল। ২৮ ম্যাচে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে ম্যান ইউ লিগ টেবিলে তিন নম্বরে উঠে এসেছে।

এদিকে, শনিবার ওয়েস্ট হ্যামকে ৫-২ গোলে চূর্ণ করে লিভারপুল। আন্তোনিও সেমেনিওর গোলে লিডস ইউনাইটেডকে ১-০ ফলে হারিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

কর্তাদের দোষেই বড় ক্লাব তকমা হারাচ্ছে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ মার্চ : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কি আদৌ অন্ধকার কাটবে? অতি বড় ক্লাব সমর্থক এখন স্বপ্নেও এই কল্পনা আর করেন না!

ইন্ডিয়ান সুপার লিগে টিকে থাকলেও শুরু থেকেই হার আর হার! আর শনিবার তো মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কাছে ৫ গোলের লজ্জাকে সম্ভবত কম বলেই মনে হয়েছে সাদা-কালো সমর্থকদের। বাগান ফুটবলাররা সুযোগ ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারলে কমপক্ষে আরও পাঁচ গোল হয়। ঘটনা হল, যেভাবে মহমেডান ফুটবলাররা একটা গোল করেই নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে পাঁচ গোল খেলেন, তাতে তাঁদের অপেশাদারিত্বই যেন বেশি করে চোখে পড়ল! কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর অসহায় জবাব, 'আসলে ওরা তো তরুণ ফুটবলার। মোহনবাগান দেশের সেরা ক্লাব। তাদের বিরুদ্ধে গোল করা ওদের কাছে স্বপ্ন। তাই নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।' তাঁর এই বক্তব্যের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, তাহলে মহমেডানকে আর ফুটবলাররাও বড় ক্লাব বলে মনে করেন না! মেহরাজের আমতা আমতা উত্তরেই স্পষ্ট সত্যিই কোচ-ফুটবলারদের কাছে মহমেডান আর বড় ক্লাব নয়, 'মহমেডান বড় ক্লাব ছিল। এই ক্লাবের ইতিহাস বিরাট বড়। কিন্তু এখন আমরা কী সমস্যার মধ্যে আছি, এটা আপনারাও জানেন।'

আর সবকিছুর জন্য কিন্তু পুরোপুরি দায়ী ক্লাব কর্তারা। আই লিগে থাকার সময়েই তাদের সঙ্গে জুড়েছিলেন দীপক সিং নামের দিল্লির এক ব্যবসায়ী। তিনি আর্থিক সহায়তা দিয়ে আইএসএলে তুললেও 'আজ দেব, কাল দেব' করে বাঙ্কার হিলকে কোনও সত্ত্ব আজ পর্যন্ত দেননি ক্লাব কর্তারা। ফলে সরকারিভাবে থাকলেও তিনি আর মহমেডানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। শ্রাচী গ্রুপ গত মরশুমে একই পরিস্থিতির শিকার। তারা অবশ্য দেরি না করে মাঝপথেই পাততাড়ি গুটিয়ে সরে যায়। ফলে কোচ-ফুটবলারদের বেতন বাকি পড়ে। বিদেশিরা ফিফায় যাওয়ায় তবু তাঁরা কিছু পেলেন। মেহরাজসহ ভারতীয়রা তো বিনা বেতনেই চালাচ্ছেন। এরপর তাঁদের কাছ থেকে আর কিইবা আশা করা যেতে পারে?

> **আসলে ওরা তো তরুণ ফুটবলার। মোহনবাগান দেশের সেরা ক্লাব। তাদের বিরুদ্ধে গোল করা ওদের কাছে স্বপ্ন। তাই নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।**
>
> -মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু
> মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ

অভিজ্ঞ লিস্টন কোলাসোদের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করে মহমেডানের তরুণ ব্রিগেড।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **সমৃদ্ধি (রাজগুরু)** : শুভ জন্মদিন, আজ দশে পা, হাসি তার রোদ্দুর, খেলাধুলা, স্বপ্ন, গান-ভরুক জীবন ভরপুর। **জেঠু-বিদ্যুৎ, জেঠিমা-রীতা, দিদি-উপলব্ধি ও বাবা-প্রদ্যুৎ।** বাঘা যতীন পার্ক রোড, শিলিগুড়ি।

ইডেনে নাইটদের শিবির শুরু ১৮ মার্চ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ মার্চ : চলছে কুড়ির বিশ্বকাপ। টিম ইন্ডিয়া ইতিহাস গড়ে ইতিহাস বদলে দেবে কিনা, চলছে চর্চা।

আর তার মধ্যেই তৈরি হচ্ছে আইপিএলের পটভূমি। বড় অঘটন না হলে আগামী ২৮ মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে আইপিএলের আসর। শুরুর ঠিক দশদিন আগে ইডেন গার্ডেন্সে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিবির শুরু করতে চলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে ধারাভাষ্য দিতে হাজির হয়ে আজ এই খবর জানিয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের নয়া কোচ অভিষেক নায়ার। সন্ধ্যার ইডেনে ধারাভাষ্যের মাঝে তিনি বলেছেন, '১৮ মার্চ থেকে ইডেনে আমরা আসন্ন মরশুমের প্রস্তুতি শিবির শুরু করছি। নতুন মরশুমে কেকেআরের সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী আমি।'

আসন্ন আইপিএলে কেকেআর সফল হবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আজ রাতের ইডেনে নাইট শিবিরের কয়েকজন তারকাকে দেখে ফেলল ক্রিকেটের নন্দনকানন। সদ্য বাবাকে হারানো রিঙ্কু সিং গতরাতে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। আজ মাঠে থাকলেও প্রথম একাদশে জায়গা হয়নি তাঁর। তবে রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ছিলেন। বরুণের মধ্যে আইপিএলের আসরেও 'ভরসা' খোঁজার কাজটা শুরু করে দিয়েছে নাইট শিবির।

অপরাজিত দৌড়ে সেমিতে প্রোটিয়ারা

জিম্বাবোয়ে-১৫৩/৭
দক্ষিণ আফ্রিকা-১৫৪/৫
(১৭.৫ ওভারে)

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ : অপরাজিত দৌড় অব্যাহত রেখে টি২০ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের টিকিট আদায় করে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

টানা সাত জয়। রবিবার সুপার এইটে নিজেদের শেষ ম্যাচে জিম্বাবোয়েকে ৫ উইকেটে হারাল প্রোটিয়ারা। প্রথমে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১৫৩ রান করে জিম্বাবোয়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২.১ ওভার বাকি থাকতেই ৫ উইকেটে জয় ছিনিয়ে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা।

তাদের শুরুটা অবশ্য ভালো হয়নি। ১৪ রানে ২ উইকেট হারান আইডেন মার্করামরা। তিন নম্বরে নেমে রায়ান রিকেলটন এবং তারপর ডিওয়াল্ড ব্রেভিস খানিকটা এগিয়ে দেন দলকে। রিকেলটন করেন ২২ বলে ৩১। ব্রেভিসের অবদান ১৮ বলে ৪২। শেষপর্যন্ত উইকেটে থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার জয় নিশ্চিত করেন জর্জ লিন্ডে এবং স্ট্রিস্টান স্টাবস। লিন্ডে ৩০ ও স্টাবস ২১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন।

আগামী বুধবার ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা।

ইয়ামালের হ্যাটট্রিকে সহজ জয় বার্সার

বার্সেলোনা, ১ মার্চ : ঘরের মাঠে ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে ৪-১ গোলে দাপুটে জয় পেল বার্সেলোনা। সৌজন্যে 'বিস্ময় বালক' লামিনে ইয়ামাল।

শনিবার ম্যাচের ২৮ মিনিটে ফেরান তোরেসের পাস থেকে প্রথম গোলটি করে যান ইয়ামাল। ১০ মিনিট পরে দ্বিতীয় গোল। ডানদিক থেকে দ্রুত বল নিয়ে বক্সে ঢুকে দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ফিনিশ করেন ইয়ামাল। ৪৯ মিনিটে অবশ্য একটি গোল শোধ করে ভিয়ারিয়াল। ৬৯ মিনিটে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন ইয়ামাল। পেদ্রির থ্রু পাস থেকে বল পেয়ে গোল করে যান তিনি। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে জুলস কৌন্দের পাস থেকে গোল করেন পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা পোলিশ গোলমেশিন রবার্ট লেওয়ানডস্কি। আপাতত এই জয়ের সুবাদে ২৬ ম্যাচে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগায় শীর্ষস্থান আরও মজবুত করে নিল বার্সেলোনা। ২৫ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রিয়াল মাদ্রিদ।

স্কাইদের সমর্থনে গ্যালারিতে হাজারো বিরাট-ধোনি

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ মার্চ : ডিজে তারস্বরে বলছে, বুম বুম। গ্যালারি ততোধিক জোরে চিৎকার করছে বুমরাহ!

কখনও মনে হচ্ছিল, শব্দ দানব। আবার কখনও মনে হচ্ছিল খেলার মাঠে এমনটাই তো স্বাভাবিক। শব্দকল্পদ্রুম না হলে ক্রিকেটের নন্দনকাননের ভরা গ্যালারির ক্রিকেট রোমান্টিকতা পূর্ণতা পায় নাকি। যার শুরুটা হয়েছিল বিকেল পাঁচটার সামান্য পরে। যখন টিম ইন্ডিয়া মাঠে প্রবেশ করল। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ যখন কিংবদন্তি ম্যাথু হেডেন ইডেন বেল বাজিয়ে খেলা শুরুর ঘোষণা করলেন, তখন গ্যালারির গগনভেদী চিৎকার শুনে মনে হচ্ছিল, টিম ইন্ডিয়া টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে।

দুপুর থেকে কলকাতার সব পথ আজ ইডেনমুখী। সূর্যকুমার যাদবদের সেমিফাইনালে তুলে দেওয়ার 'যুদ্ধে' ইডেন গার্ডেন্সের ৬৭ হাজারের ভরা গ্যালারিতে হাজারো বিরাট-রোহিত-ধোনি। বিকেলের দিকে শহিদ মিনার চত্বর থেকে ইডেনের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় এক যুগলের ক্রিকেট রোমান্টিকতা কানে এল। প্রেমিকের পরনে মহেন্দ্র সিং ধোনির জার্সি। আর তার প্রেমিকার জার্সির পিঠে লেখা বিরাট। দুইজনই খুনশুটির সুরে আলোচনা করছিলেন, শাই হোপের ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচনের ম্যাচে ধোনি-বিরাট কোহলি ভারতীয় দলে থাকলে কেমন হত? তখন কি ম্যাচটাকে এতটাই চাপের মনে হত?

কে থাকলে কী হত, পরের কথা। বাস্তব হল, নিয়ম করে সব ম্যাচেই সূর্যকুমার যাদবের ভারতের নানা দুর্বলতা, সমস্যা নজরে আসছে। সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ডুবিয়েছিল ব্যাটিং। চেন্নাইয়ে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে জয় এলেও কাঠগড়ায় উঠেছিল বোলিং। আজ রাতের ইডেনে ভারতীয় দলের ফিল্ডিংয়ের মান নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন উঠে গেল। অভিষেক শর্মা একাই জোড়া ক্যাচ ফেললেন। সব মিলিয়ে ক্যাচ পড়ল গোটা তিনেক। চলতি টি২০ বিশ্বকাপের আসর ধরলে সংখ্যাটা ১৩। সঙ্গে সহজ রানআউটের সুযোগ নষ্টের ঘটনাও ঘটেছে। টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটীয় দুর্বলতার ছবি ক্রিকেটের নন্দনকাননের হসপিটালিটি বক্সে বসে দেখলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মিঠুন মানহাস, সচিব দেবজিৎ সইকিয়া, আইসিসি-র চেয়ারম্যান জয় শা। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়েরও নজর এড়ায়নি টিম ইন্ডিয়ার নানা সমস্যা।

শক্তিশালী ভারতীয় দলের নিয়মিতভাবে ক্রিকেটের কোনও না কোনও বিভাগে এমন দুর্বলতা মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয় দলের জন্য। ক্রিকেটের নন্দনকাননের ভরা গ্যালারির অন্দরেও টিম ইন্ডিয়ার এমন ধারাবাহিকতার অভাব দেখে হতাশায় ডুবে যাওয়া। টসে হেরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং শুরুর কিছু সময় পর সিএবি-র ক্লাব হাউসের দোতলায় আচমকাই দেখা হয়ে গিয়েছিল যুযবেন্দ্র চাহালের সঙ্গে। বিশ্বকাপজুড়ে ধারাভাষ্যের কাজ করছেন চাহাল। বরুণ চক্রবর্তীর রহস্য উধাও নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতেই হেসে ফেললেন। চাহাল বলে দিলেন, 'বিশ্বাস করুন, বরুণের রহস্য উধাও হয়ে যায়নি। বলটা ছাড়ার সময় ও ফ্লাইট নিয়ে একটু সতর্ক হোক। আর বলটা জোরের উপর ছাড়ুক। তাহলেই দেখবেন ওর উধাও হয়ে যাওয়া রহস্য ফিরে এসেছে।' চাহালের বিশ্লেষণ শেষ হওয়ার পরই বরুণের বলে বোল্ড হোপ।

বরুণকে নিয়ে চাহালের মতোই আত্মবিশ্বাসের কথা শুনিয়ে গেলেন তাঁর আইপিএল দলের কোচ অভিষেক নায়ারও। ২৮ মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে আইপিএল। সেখানে বরুণ রহস্য অটুট থাকবে, এমন মন্তব্য করে কলকাতা নাইট রাইডার্সের নতুন কোচ অভিষেক বলে দিলেন, 'বরুণ জানে কীভাবে পারফর্ম করতে হয়। আমার মনে হয় না ওর রহস্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে বলে। খুব দ্রুত ওকে ছন্দে দেখতে পাবেন।' বরুণ রহস্যের চেয়েও বড় বিষয় হল অভিষেক রহস্য। ক্যাচ ফেললেন। ব্যাট হাতে ফের হতাশ করলেন। টিম ইন্ডিয়া শেষপর্যন্ত বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল বা ফাইনালে পৌঁছাতে পারলে অভিষেক কাঁটা দলকে যে কোনও সময় বিদ্ধ করতেই পারে।

ক্রিকেটের নন্দনকাননের গ্যালারি অবশ্য এত ক্রিকেটীয় কচকচির মধ্যে না গিয়ে দলকে ভরসা জুগিয়ে গেল। স্কাইয়ের ভারতের মধ্যে ধোনি-বিরাটদের ছায়া ক্রমাগত তাড়া করে গেল টিম ইন্ডিয়াকেও।

বরুণ রহস্য ফাঁস হয়নি : চাহাল

অধিনায়কোচিত

সহজ ক্যাচ ফসকালেন অভিষেক শর্মা। ঝাঁপ দিয়ে রোস্টন চেজের ক্যাচ ধরলেন সূর্যকুমার যাদব। ছবি : ডি মণ্ডল

অবসরের ১৩ বছর পরও ইডেন গার্ডেন্সের হৃদয়ে শচীন তেন্ডুলকার (বাঁয়ে)। -ডি মণ্ডল
ম্যাচ জিতিয়ে ফেরা সঞ্জু স্যামসনকে কুর্নিশ সূর্যকুমার যাদবের। - এএফপি

বাতিলের খাতা থেকে ইডেনের নায়ক সঞ্জু

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ মার্চ : রাত এগারোটা ছুঁইছুঁই। গঙ্গার ধারের ঠান্ডা হাওয়া আর ইডেন গার্ডেন্সের গ্যালারিতে তখন ৬৫ হাজার দর্শকের কানফাটানো গর্জন। প্রেস বক্স থেকে স্পষ্ট দেখলাম, গ্যালারির অভিবাদন কুড়িয়ে ড্রেসিংরুমের দিকে ফিরছেন এক 'বাতিল' নায়ক। তাঁর নাম- সঞ্জু স্যামসন! যে ছেলেটা কয়েক দিন আগেও দলের প্রথম একাদশে ব্রাত্য ছিলেন, সেই সঞ্জুই খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা ভারতকে ৫ উইকেটে জিতিয়ে তুলে দিলেন টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে।

বিশ্বকাপের ঠিক আগের সিরিজেও তিনি ছিলেন দলের এক নম্বর ওপেনার। তারপর হঠাৎ ফর্ম হারানো, ঈশান কিষানের দলে ঢোকা এবং রিজার্ভ বেঞ্চে সঞ্জুর নির্বাসন। মাঝে জ্বরে ভোগা অভিষেক শর্মার জায়গায় একটা ম্যাচ খেলেই ফের দলের বাইরে চলে যান তিনি। এরপর রিঙ্কু সিংয়ের স্কোয়াড ছাড়ার বাধ্যবাধকতায় আরও একটা সুযোগ এল। আর চলতি বিশ্বকাপে নিজের মাত্র তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নেমে ইডেনের এই মরণ-বাঁচন মহারণে তিনি খেললেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংসটি। সেঞ্চুরি হয়তো পাননি, কিন্তু তাঁর এই ম্যাচ জেতানো ইনিংস যে কোনও সেঞ্চুরির চেয়েও অনেক বেশি দামি।

ম্যাচ শেষে ইডেনের সেন্ট্রাল পিচের ধারে যখন সঞ্জু এলেন, তাঁর চোখেমুখে তখন একটা যুদ্ধজয়ের স্বস্তি। প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার হাতে নিয়ে আবেগপ্রবণ সঞ্জু বলছিলেন, 'এই ইনিংসটা আমার কাছে গোটা পৃথিবীর সমান। দেশের হয়ে খেলার যেদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম, ঠিক এই দিনটার জন্যই তো অপেক্ষা করছিলাম।' নিজের ক্রিকেটীয় সফরের চড়াই-উতরাই নিয়ে অকপট সঞ্জুর মন্তব্য, 'সফরটা খুব স্পেশাল হলেও অনেক উত্থানপতন ছিল। বারবার নিজেকে সন্দেহ করেছি, ভেবেছি আমি কি আদৌ পারব?'

> **এই ইনিংসটা আমার কাছে গোটা পৃথিবীর সমান। দেশের হয়ে খেলার যেদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম, ঠিক এই দিনটার জন্যই তো অপেক্ষা করছিলাম।**
>
> **-সঞ্জু স্যামসন**

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা বা মহেন্দ্র সিং ধোনিদের থেকে পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলা বদলানোর যে শিক্ষা তিনি পেয়েছেন, ইডেনের এই হাইভোল্টেজ রাতে সেটাই কাজে লাগিয়েছেন। সঞ্জুর কথায়, 'আজ পরিস্থিতি একদম আলাদা ছিল। যখনই বড় শট খেলতে গিয়েছি, আমরা উইকেট হারাচ্ছিলাম। তাই বলের মেরিট অনুযায়ী খেলেছি।'

ইডেনের ফ্লাডলাইটের মায়াবী আলোয় একটা স্বপ্নের রাত কাটিয়ে যখন তিনি মাঠ ছাড়ছেন, তখন বারবার মনে হচ্ছিল- এটাই তো আসল কামব্যাক! নিজেকে বারবার প্রমাণ করার লড়াইয়ে আজ সঞ্জু শুধু নিজের জবাবই দিলেন না, একাই ভারতকে সেমিফাইনালের টিকিট ধরিয়ে দিলেন।

টি২০ বিশ্বকাপ

৪ মার্চ	সেমিফাইনাল	দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নিউজিল্যান্ড	সন্ধ্যা ৭টা	কলকাতা
৫ মার্চ	সেমিফাইনাল	ইংল্যান্ড বনাম ভারত	সন্ধ্যা ৭টা	মুম্বই
৮ মার্চ	ফাইনাল		সন্ধ্যা ৭টা	আহমেদাবাদ

বাকি ম্যাচেও সঞ্জুর কাছে এমন ইনিংসের আবদার গম্ভীরের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ মার্চ : উইনিং শট মেরেই পিচের উপর নীল ডাউনের ভঙ্গিতে বসে পড়লেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। তারপরই সতীর্থদের সঙ্গে টি২০ বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করার আবেগে ভেসে গেলেন সঞ্জু স্যামসন।

তাঁকে নিয়ে আবেগে ভাসছে আসমুদ্রহিমাচলও। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন ম্যাচে ছন্দে ফিরলেন টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার। দলকে স্বস্তি দেওয়ার পাশে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ম্যাচের আগে জোফ্রা আর্চারদেরও রক্তচাপ বাড়িয়ে দিলেন। টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরও মধ্যরাতের ইডেন গার্ডেন্সে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে সঞ্জু আবেগে ভেসে গেলেন। বলে দিলেন, 'সঞ্জু বিশ্বমানের ক্রিকেটার। ব্যাট হাতে ও কী করতে পারে, আমরা সবাই জানতাম। পুরো দল ওর পাশে ছিল। সঞ্জু আজ প্রমাণ করে দিল ব্যাট হাতে ও কী করতে পারে। আশা করব, বাকি দুইটি ম্যাচেও এই ছন্দ ধরে রাখবে ও।'

৫০ বলে ৯৭ রানের ইনিংস খেলা সঞ্জু স্যামসনকে বাহবা গৌতম গম্ভীরের।

৫০ বলে অপরাজিত ৯৭। ১২টি বাউন্ডারি। চারটি ছক্কা। ওপেন করতে নামার পর থেকেই সঞ্জুর ব্যাটে সাফল্যের ছন্দ। কোচ গম্ভীরের কথায়, 'সঞ্জুর ইনিংস আর যাই হোক না কেন, অতি আগ্রাসী ছিল না। পরিস্থিতি অনুযায়ী গিয়ার বদলে বিপক্ষ শিবিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল ও।'

ইডেনের উইকেট নিয়েও সন্তুষ্ট ভারতীয় শিবির। কোচ গম্ভীরের কথায়, 'অর্শদীপ (সিং), (জসপ্রীত) বুমরাহরা বল হাতে দারুণ শুরু করেছিল। পরে রান তাড়ার সময় সঞ্জু কঠিন কাজটা সহজ করে দিল। ১৯৬ তাড়া করে জেতা সম্ভব আমরা জানতাম। কিন্তু এত সহজে সেটা হবে, ভাবিনি।'

আমিনুরের ৬৪, সাহিলের ৪

ক্রান্তি, ১ মার্চ : ক্রান্তি ক্রিকেট লাভার্সের ক্রান্তি প্লাস্টিক প্রিমিয়ার লিগে রবিবার আলম মোটরস ১৮ রানে হারিয়েছে ক্রান্তি নাইট রাইডার্সকে। প্রথমে আলম ৯.৪ ওভারে ১১৫ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা আমিনুর ইসলামের অবদান ৬৪ রান। মহম্মদ সাহিল ৪ ও অখিল বণিক ৩ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে নাইট রাইডার্স ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ৯৭ রানে আটকে যায়। সায়ন সরকার ২৪ রান করেন। আনসারুল হক নেন ২ উইকেট। সোমবার খেলবে রকস্টার ফটোগ্রাফি একাদশ ও পঞ্চানন রায় ফ্যান ক্লাব একাদশ।

অজিদের কাছে চুনকাম হরমনরা

অস্ট্রেলিয়া- ৪০৯/৭
ভারত- ২২৪ (৪৫.১ ওভারে)

হোবার্ট, ১ মার্চ : একদিনের সিরিজে অস্ট্রেলিয়া মহিলা দলের কাছে চুনকাম হরমনপ্রীত কাউরের ভারতীয় দল।

রবিবার ভারতের বিরুদ্ধে তৃতীয় একদিনের ম্যাচ খেলেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন অ্যালিসা হিলি। তাঁর ৯৮ বলে ১৫৮ রানের ইনিংসই অস্ট্রেলিয়ার জয়ের ভিত গড়ে দেয়। সেই ভিতের ওপর দাঁড়িয়েই ভারতকে ১৮৫ রানে হারাল অস্ট্রেলিয়া মহিলা ক্রিকেট দল।

এদিন ব্যাট করতে নেমে ফোয়েবে লিচফিল্ড রান না পেলেও শুরু থেকে আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন হিলি। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন জর্জিয়া ভল। আগের ম্যাচে শতরান করেছিলেন। এই ম্যাচে ৫২ বলে ৬২ রান করলেন তিনি। হিলির সঙ্গে ১০৪ রানের জুটি বাঁধেন। এরপর বেথ মুনিও দ্রুত রান তুলতে থাকেন। শেষপর্যন্ত ১৫৮ রান করে আউট হন হিলি। এটাই ছিল তাঁর শেষ ওডিআই ম্যাচ। ব্যাটিংয়ে নামার আগে তাঁকে গার্ড অফ অনার দেয় ভারতীয় দল। মুনি অপরাজিত থাকেন ১০৬ রানে। ৭ উইকেটে ৪০৯ রানে থামে অস্ট্রেলিয়া। ভারতের কোনও বোলারই অস্ট্রেলিয়ার সামনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।

কেরিয়ারের শেষ ওডিআইয়ে শতরানের পর অ্যালিসা হিলি। হোবার্টে।

বড় লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং ছাড়া উপায় ছিল না ভারতের সামনে। শূন্য রানে ফেরেন স্মৃতি মান্ধানা। ভালো শুরু করলেও বড় রান পেলেন না প্রতীকা রাওয়াল (২৭), জেমিমা রডরিগেজ (৪২), হরমনপ্রীত (২৫)। ১৮ রানে আউট হন রিচা ঘোষ। ১৩৫ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে বড় লজ্জার আশঙ্কা তাড়া করছিল টিম ইন্ডিয়াকে। শেষ বেলায় দীপ্তি শর্মা ও স্নেহ রানার ২৯ ও ৪৪ রানে ভর করে কোনওক্রমে ২০০ রানের গণ্ডি অতিক্রম করে ভারত। শেষপর্যন্ত ৪৫.১ ওভারে ২২৪ রানে অল আউট হয় ভারত।

প্রকাশচন্দ্র কাপে রানার্স দাদাভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মহিলাদের সর্বভারতীয় পর্যায়ের টি২০ ক্রিকেটে প্রকাশচন্দ্র সাহা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হাওড়ার এলআরএস। অজিতকুমার বিশ্বাস, মীরা বিশ্বাস, গোপাল পালচৌধুরী ও পূর্ণিমা চক্রবর্তী ট্রফির ফাইনালে রবিবার এলআরএস ৯ উইকেটে জিতেছে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। টসে হেরে দাদাভাই ১০ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৪ রান করে। সংস্থিতা বিশ্বাস ৪৩ রানে অপরাজিত থাকেন। তিথি দাস ১৩ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে এলআরএস ৬.৫ ওভারে ১ উইকেটে ৮৮ রান তুলে নেয়। তিথি ৫৫ রানে অপরাজিত থাকেন। একমাত্র উইকেটটি নেন কল্পনা চৌতাল (৭/১)। পুরস্কার তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, চার নম্বর বোরোর চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহা, দাদাভাইয়ের সভাপতি শ্যামল ঘোষ, সচিব বাবুল পালচৌধুরী প্রমুখ।

টি২০ ক্রিকেটে রানার্স ট্রফি নিয়ে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং -এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা প্রণোবেশ আচার্য - কে 09.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 86J 08432 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি সাধারণ মানুষের আর্থিক ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি কর্তৃক চালু করা এই প্রকল্পটি সকলকে আকর্ষণ করে যা আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার একটি স্পষ্ট পথ দেখায়। এটির জন্য খুব কম করে দশ টাকা খরচ করতে হয় যা সকলের পক্ষেই সম্ভব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।